য়ুরোপ-ভ্রমণ।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু
প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩১৯

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
প্রকাশিত।

ও

কলিকাতা, ৬৪।১, ৬৪।২, সুকিয়া ষ্ট্রীট,
লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাবাকে

মুখবন্ধ।



১৩১৭ সালের পূজার ছুটীতে য়ুরোপ-ভ্রমণে যাই। নিজের চক্ষু ও মনের তৃপ্তি ভিন্ন ভ্রমণের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার কোনও কারণও ছিল না। তবে বিদেশে বিজাতীয় ভাষার ঘাতপ্রতিঘাতে স্বভাবতঃই মাতৃভাষা শ্রবণের বা কথনের জন্য মন আকুল হইত। সেই অভাব কিঞ্চিৎ পূরণের জন্য প্রায় প্রত্যহ রাত্রিতে পিতৃদেবকে একখানি পত্র লিখিতাম। তাহাতে প্রত্যহ যাহা দেখিতাম তাহার সারাংশ বিবৃত হইত। তাঁহার সেগুলি বড় ভাল লাগিয়াছিল, তাই দেশে ফিরিবার পর সেইগুলি প্রকাশ করিতে আমাকে আদেশ করেন। কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত আকারে সেই পত্রগুলি 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত হয়। এক্ষণে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকার প্রাপ্ত হইল।

ইহা প্রকৃত 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' নহে, নিজে যাহা দেখিয়াছি তাহারই কতকগুলি অনিপুণ চিত্র।

শ্রদ্ধেয় 'আর্য্যাবর্ত্ত'-সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন ; সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

মহালয়া, ১৩১৯।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

যাত্রা।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯১০। বেলা ১১টার সময় বন্ধুবর স্থ—, চু—ও মি—বাবুদিগের সহিত ভিক্টোরিয়ায় চড়িয়া বোম্বাইয়ের রাজপথে বাহির হইলাম। পথে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল; বোধ হয়, সূর্য্যদেব য়ুরোপের আব-হাওয়ার পূর্ব্বাভাস দিলেন। জেটীতে পৌঁছিয়া শুনিলাম, জাহাজ কূলে আসিতে পারে নাই, দূরে সমুদ্রে দাঁড়াইয়া আছে; কারণ, তরঙ্গ বড় ভীষণ। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সমস্ত ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের নাম, ধাম, গম্যস্থান ও য়ুরোপ-যাত্রার কারণ লিখিয়া লইল। অনেক পার্শি যাত্রী দেখিলাম, কাহারও কাহারও গলায় বন্ধুরা ফুলের মালা দোলাইয়া দিতেছেন। বাঙ্গালীও অনেক দেখিলাম, কিন্তু সকলেই তরুণবয়স্ক। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ডাক্তার এক টেব্‌লের সম্মুখে বসিয়া আছেন, পার্শ্বে একজন ভারতবাসী, বোধ হয় কম্পাউণ্ডার। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রশ্ন হইল, "নাম কি?" নাম বলিবার সময়ে 'সাহেব' সম্মুখস্থিত একখানা chartএ নাম মিলাইয়া লইলেন; ভারতীয় ভদ্রলোকটি কব্জির কাছে হাত দিয়া বলিলেন, "All right" ইহারই নাম পরীক্ষা!

লঞ্চে উঠিলাম। ঠিক ১২টা ১৫ মিনিটের সময় লঞ্চ ছাড়িল। বন্ধুরা তীরে দাঁড়াইয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গিয়া জাহাজে পৌঁছিলাম। জাহাজে উঠিবামাত্র একজন লোক

(পরে জানিলাম Chief Steward) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ শ্রেণী ?" আমি বলিলাম "প্রথম।" সে পথ দেখাইয়া তাহার কক্ষে লইয়া গিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, কামরা দেখাইয়া দিতেছি " সে জাহাজের একখানা চিত্র ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম, প্রথম শ্রেণীতে ৮৮ জনের স্থান আছে; আমরা মাত্র ছয়জন যাত্রী এবং দুইটি ছেলে মেয়ে। আমার কামরায় তিন জনের স্থান হয়; অধিকারী আমি একাকী। আর একটি স্থানে বন্ধু মন্মথনাথের নাম লিখা ছিল; কিন্তু তিনি যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে গৃহিণীর মনোকষ্টের দোহাই দিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন।

জাহাজে উঠিবার পূর্ব্ব হইতেই সমুদ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। জাহাজ ঠিক ২ টার সময় ছাড়িল, আমিও কেবিন ছাড়িয়া ডেকে আসিলাম। আসিয়া দেখি, ডেকে খুব গোলমাল, জিনিষপত্র তখনও কামরায় পৌঁছে নাই, সবই প্রায় স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। আমি ডেক চেয়ারটি খুঁজিয়া লইয়া বিছাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বেশ মাথা ঘুরিতে লাগিল ও এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভূত হইতে লাগিল। বুঝিলাম, সমুদ্র পীড়ার উপক্রম। পেটে নাড়িভূঁড়ি যেন গলায় উঠিতেছে, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যেন উদরে প্রবেশ করিতেছে ইত্যাদি। বড় চমৎকার ভাব! আমি গিয়া কেবিনে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িলাম; আর ভাবিতে লাগিলাম, কেন ইচ্ছা করিয়া এ বিপদ টানিয়া আনিলাম! এখন যদি জাহাজ ফিরায়, লক্ষ্মীটির মত ঘরের ছেলে ঘরে যাই, আমার আর বিলাত বেড়াইয়া কায নাই।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় চায়ের ঘণ্টা দিল, চা পান করিয়া আবার যাইয়া শুইলাম। সুবিধা এই যে, আমার কেবিনের দরজা খুলিলেই আহারের ঘর। চিরকাল পুস্তকে পড়িয়াছি যে, সমুদ্র পীড়ার সময়

ঘরে থাকা বিধেয় নহে; ডেকে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমি ত দেখিলাম উল্টা, ঘরে আমি খুব ভাল থাকিতাম। বৈকালে একবার ডেকে গেলাম; কিন্তু থাকিতে পারিলাম না।

৭টায় ডিনার। কি কষ্টে যে সে দিন আধঘণ্টা টেব্‌লে বসিয়া ছিলাম তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই বুঝিবে না। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে ফিরিয়া যাইয়া শয়ন করিলাম। ঘুমটা চিরকালই আমার খুব সাধা আছে। বোধ হয় ৮টার মধ্যেই ঘুমাইয়াছিলাম। যখন উঠিলাম, তখন ভোর ৫॥০ টা। উঠিয়াই ডেকে যাইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, দুই বৎসরের হইতে পাঁচ বৎসরের ৪।৫টি বালক বালিকা খুব ছুটাছুটি করিতেছে। দেখিয়া মনে মনে বড় ঘৃণা হইল; ভাবিলাম, কি, আমার নিজের ছেলে মেয়ের চেয়ে ছোট, উহারা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে আর আমি এত কাতর! ইহাই মনে করিয়া আমি হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকটা ভাল বোধ হইল। বৈকাল পর্য্যন্ত সুস্থ হইলাম। যাইবার সময় আর অসুখ বোধ হয় নাই।

দ্বিতীয় দিন বৈকালে ডেকে চেয়ারে শুইয়া আছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী যুবক আসিয়া আলাপ করিলেন; বলিলেন, তাঁহাদের সকলেরই খুব অসুখ হইয়াছে। যাইয়া দেখি, ৮।৯ জন বাঙ্গালী যুবক যাত্রী। সকলেই প্রায় তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতেছেন। অসুখ প্রায় সকলেরই হইয়াছে। একজন তৃতীয় বার যাইতেছেন, কেবল তিনি ভাল আছেন ও সকলের সেবা করিতেছেন। সমুদ্র আমাদের উপর বড় নির্দ্দয়; প্রায় সমস্ত রাস্তাই অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। প্রায় পাঁচ ছয় দিন সকলেই অসুস্থ ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে তিন দিন আমি একক আহারের টেব্‌লে উপস্থিত ছিলাম।

ক্রমে বাঙ্গালী যুবকদিগের সঙ্গে আলাপ হইল। দেখিলাম,

তাঁহারা সকলেই খুব সৎস্বভাব। কেহ কেহ আমাকে চিনিতেন। সকলেই আমাকে যথেষ্ট খাতির ও যত্ন করিতে লাগিলেন। এমন কি আমার জন্য সকলেই ব্যস্ত—কিসে আমার সুবিধা করিবেন। বাড়ীর বাহিরে এত আদর ও যত্ন অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া যে কি আনন্দ বোধ করিলাম, তাহা আর বলা যায় না। সকলেই আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিতেন।

জাহাজে সমস্ত দিনের কায ছিল এই, সকালে ৬টার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া কফি পান (কফি বা চা, কোকো, রুটি, মাখন, বিস্কুট ও ফল দিত) তাহার পরে উপরে যাইয়া কিছুক্ষণ পায়চারি ও গল্প ১০ টায় স্নান; ১১ টায় ভোজন (প্রায় দশ বারটা ডিস্ ও ফলমূল); ৪টায় চা (সমেত কেক বিস্কুট প্রভৃতি); পুনরায় পায়চারি ও গল্প; ৬॥০ টায় ডিনার (প্রায় ১২।১৩টা ডিস্ ও অপর্য্যাপ্ত ফলমূল); পরে পুনরায় গল্প ও পায়চারি এবং ৯ টায় কফি বা চা। ৩।৪ দিনের পর হইতেই আমরা সময়ে অসময়ে তাস খেলা আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইংরাজ সহযাত্রীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকগুলি বাঙ্গালী পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বড় ভিড়িতাম না। ৮।১০ টি ফরাসী মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গেও সামান্য আলাপ হইয়াছিল।

এডেন পর্য্যন্ত সমুদ্র অতিশয় চঞ্চল ছিল। প্রায়ই মাঝে মাঝে জাহাজের ডেকের উপর ঢেউ আসিয়া কাহাকেও না কাহাকেও ভিজাইয়া দিত। পোর্টহোল খুলিবার উপায় ছিল না। টেব্‌লে দড়ি বাঁধিয়া প্লেট রাখিয়া খাইতে হইত। আর জাহাজ ক্রমাগত roll ও pitch করিত, পাশাপাশি দোলার নাম roll করা, লম্বালম্বি দোলার নাম pitch করা। জাহাজ যখন pitch করে তখন হাঁটা বড় কষ্টকর; ক্রমাগত পড়িবার সম্ভাবনা, কিন্তু ২।১ দিন অভ্যাস

করিলে বেশ সহজ হইয়া যায়; কিছু কষ্ট হয় না। আমি প্রত্যহ নিয়মিত ৩।৪ মাইল হাঁটিতাম।

বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে একজন বড় 'ভাল মানুষ', তাঁহাকে আর সব ছেলেরা ভারি ক্ষেপাইত, আর তিনি আসিয়া আমার কাছে অভিযোগ করিতেন; বলিতেন, "ওদের বলেছি, 'বাস্, ও হবে না' তবু আমায় বিরক্ত ক'চ্ছে।" তাঁহার বিশ্বাস, যে জিনিষে "বাস্" বলা গেল, তাহা সেই স্থানেই শেষ হওয়া উচিত। ইনি বড় সুকণ্ঠ; মধ্যে মধ্যে গান শুনাইয়া আমাদের মোহিত করিতেন। ১০ই তারিখে বেলা ৬টায় এডেনে পৌঁছিলাম। কয়দিন পরে জমী দেখিয়া যে আহ্লাদ হইল তাহা লিখিয়া জানান দুঃসাধ্য। দেখিলাম, ডাঙ্গায় গাড়ি চড়িয়া পার্শি ভদ্রলোকরা বায়ু সেবন করিতেছেন।

আমি এডেনে নামি নাই। সন্ধ্যার পর ভয়ানক গরম বোধ হইল। কিছুমাত্র হাওয়া ছিল না, এত ঘাম হইতে লাগিল যে, সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গেল। কেবিনে থাকা অসম্ভব। ডেকে অনেক মহিলা—অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় তথায় যাওয়া যায় না। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

প্রায় ১২টার সময় খাইবার ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা খুলিয়া একটা টেব্‌লের উপর শুইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া দেখি, জাহাজ বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী পার হইতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য! অতি সঙ্কীর্ণ জলপথ, বোধ হয় কয়েক শত গজ মাত্র। পাহাড়ের চূড়ায় আলোক-গৃহ,—দুই এক জন লোক দেখা যাইতেছে। কি বর্ণবৈচিত্র্য! আমি সমুদ্রে ও গিরিগাত্রে পাঁচটি বিভিন্ন বর্ণ লক্ষ্য করিলাম।

লোহিত সাগরে প্রবেশ করিয়া লোহিতত্ব কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এক পার্শ্বে ডাঙ্গা দেখা যায়, এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট

পাহাড় এবং তাহার উপর আলোক-গৃহ। সমুদ্র অনেকটা শান্ত ছিলেন এবং একটু একটু হাওয়া ছিল; কাযেই গরমে অত্যন্ত অধিক কষ্ট হয় নাই।

এডেন ছাড়িবার পরদিন একটা মজা হইয়াছিল। একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আমাকে বলিতেছিলেন যে, তিনি এডেনে নামিয়াছিলেন। তথায় হোটেলে একটা ভারতবর্ষীয় ভৃত্য টুপি মাথায় দিয়াই তাঁহাদের খাদ্য বণ্টন করিতেছিল। তিনি হিন্দীতে গালি দিলে সে টুপি খুলিল। আমি তখন কথা বলিলাম না। বিধির বিধানে সেই দিনই বৈকালে তাঁহার ভৃত্য (ক্যাবিন বয়) তাঁহার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহার পিঠ চাপাড়াইয়া দিল। আমি সে স্থানে উপস্থিত। ভৃত্য চলিয়া যাইলে আমি বলিলাম, "কি মহাশয়, কোনও ভারতবাসী চাকর আপনার পিঠ চাপড়াইলে আপনি কি করিতেন?" তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

বাস্তবিক এডেনের পূর্ব্বে আর পশ্চিমে ইংরাজ একেবারে দুই বিভিন্ন জাতি।

১৫ই তারিখে বেলা প্রায় ১২টার সময় জাহাজ সুয়েজ খালের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার আসিলেন। তিনি আসিয়া একবার আমাদের ঘরে দাঁড় করাইয়া "Thank you" বলিলেন। ইহার নাম প্লেগ-পরীক্ষা।

কিছুক্ষণ পরে জাহাজ খালে প্রবেশ করিল। খালের দৃশ্য বড় চমৎকার। দক্ষিণে এসিয়া; একেবারে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। বামে আফরিকার প্রশস্ত পথ, পাইন গাছের সারি। খাল প্রায় ১০০ মাইল লম্বা, চওড়া খুব কম; একখানা জাহাজ যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে চওড়া করিয়া ষ্টেশন করিয়াছে. সম্মুখে জাহাজ আসিলে বিপরীতগামী জাহাজ দাঁড় করায় এবং দুই জন লোক কাছি

ধরিয়া ডাঙ্গায় বসিয়া থাকে, একখানা পার হইয়া গেলে অপরখানি ছাড়ে। ঘণ্টায় ৫ মাইলের অধিক গতিতে জাহাজ যাইবার নিয়ম নাই; কারণ, কূল বাঁধান নহে, পাছে ধসিয়া যায়। প্রায় সকল ষ্টেশনেই মাটি-কাটা কল আছে, ক্রমাগত মাটি কাটিতেছে। আফরিকার দিকে খালের ধারে রেলপথ। ট্রেন চলিবার সময় আরোহীদিগের মুখ পর্য্যন্ত দেখা যায়। চন্দ্রালোকে খালের দৃশ্য বড় চমৎকার। তদ্ভিন্ন জাহাজের মাথায় search light দেয়, তাহাতে বাহার আরও বাড়ে। মধ্যে মধ্যে ২।৩টি বড় বড় হ্রদ আছে, তথায় জাহাজ দ্রুত যাইতে পারে। এই খাল য়ুরোপের স্থপতি বিদ্যার এক বিস্ময়কর উদাহরণ।

প্রভাতে পোর্ট সৈয়দে পৌঁছিলাম। কিং কোম্পানীর লোক আসিয়া আমার চিঠি পত্র দিলেন ও কিছু করিতে হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিলাম।

আমরা কয়জন বাঙ্গালী মিলিয়া সহর দেখিতে গেলাম। ক্ষুদ্র স্থান, কেবল কতকগুলি দোকান, হোটেল ও গণিকাগৃহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভাল বাড়ীর মধ্যে এক কেনাল কোম্পানীর কার্য্যালয়। আর দ্রষ্টব্য কেনালের স্থপতি লেশেপ্‌সের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। গ্রামটি খুব সার্ব্বজনীন, এ স্থানে সব দেশের বদমায়েস লোকের আড্ডা। দূরে আরবী গ্রাম;—আমাদের পশ্চিমের গ্রামের মত অপরিচ্ছন্ন ও কদর্য্য। ভালর মধ্যে সিগারেট খুব সস্তা; কলিকাতার দামের প্রায় এক তৃতীয় দাম।

বেলা ১২টায় জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমরা য়ুরোপে প্রবেশ করিলাম। শুনিয়াছিলাম, ভূমধ্য সাগর এ সময়ে খুব প্রশান্ত থাকে, কিন্তু বড় প্রশান্ত দেখিলাম না। আমাদের কপাল! তবে আজ সূর্য্যাস্ত বড় চমৎকার। পরদিন সূর্য্যোদয়ও দেখিলাম। ইহার পূর্ব্বে এক দিনও আকাশ মেঘমুক্ত ছিল না।

একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। মানুষ যেমন আমাদের দেশে শ্যাম ও য়ুরোপে গৌর, সি-গাল পক্ষীও সেইরূপ! আরব সাগরে যেগুলি দেখা যায়, সেগুলি একেবারে ধূসর বর্ণ, ক্রমে সাদা হইয়া ইংলিশ চ্যানেলে দেখি, একেবারেই সাদা, কেবল ডানায় একটু একটু ধূসর আভা।

পোর্ট সৈয়দ পার হইবার পরদিন সমুদ্র আবার বড় চঞ্চল হইয়াছিল। অনেকে পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়েন।

তাহার পরদিন বৈকালে মেসিনা প্রণালী পার হইলাম। বড় সুন্দর দৃশ্য। ইতালির দিকে গ্রামগুলি বড় সুন্দর। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট সাদা সাদা গ্রাম দেখা যায়। মাঝে মাঝে নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। গ্রামের লোকও দেখা যায়। ট্রেণ চলিতেছে, কখনও সুরঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, দেখিতে চমৎকার। সিসিলির দিকে মেসিনার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের চিহ্ন স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেক সংস্কার হইয়াছে, এখনও সংস্কার চলিতেছে, তবে ধ্বংসাবশেষও অনেক।

প্রণালীটা খুব সরু; বোধ হয় ২৫০ গজ হইবে। জল খুব চক্‌চকে —পরিষ্কার। আর অনেক আবর্ত্ত ও ঢেউ নানা রকমের। এই সময় আবার এক রাশি শুশুক আমাদের জাহাজের পার্শ্বে পার্শ্বে জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্রায় এক মাইল গেল। বড়ই চমৎকার দৃশ্য।

রাত্রিকালে লিপারী দ্বীপপুঞ্জ পার হইলাম। বিশেষ কিছু দেখা গেল না, লোকের বসতি অতি সামান্য বলিয়া মনে হইল।

জাহাজে আমরা জনদশেক বাঙ্গালী ব্যতীত আরও ৩০।৪০ জন ভারতবর্ষীয় ছিলেন, অধিকাংশই পঞ্চনদবাসী। ইঁহাদের মধ্যে একজন এক দিন ধুতি পরিয়া গেঞ্জি গায় দিয়া ডেকে উপস্থিত। তথায় মহিলারা পলায়নপরা, য়ুরোপীয়গণ "মারমুখো"। অনেক কষ্টে ভদ্রলোকটিকে নিম্নে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

মেসিনা পার হইবার পর একজন হিন্দুস্থানী যুবক বলিলেন যে, তাঁহার নিকট গড়গড়া ও তামাক আছে। বাহির করিয়া তামাক সাজিয়া ধূমপান করা গেল। কলিকাতা ছাড়িবার পর এই প্রথম ধূমপান যে কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা ঐ পথের পথিকরাই বুঝিবেন।

২১শে বেলা ২॥০টার সময় মার্শেল বন্দরের বাহিরে জাহাজ থামিল। সমুদ্র তখনও বিরূপ, বন্দরে যাওয়া গেল না। শেষবার তামাক টানিয়া লইলাম। এই নামি এই নামি করিয়া সন্ধ্যা ৬॥০টায় নৌকায় নামাইয়া দিল। জেটীতে পৌঁছিতে ঠিক ৭টা বাজিল। তথায় কি কোম্পানীর লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন; চিঠিপত্র দিয়া,জিনিষগুলি Customs পার করিয়া ষ্টেশনে লইয়া গেলেন। তথায় বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিলাম। তাহার পর আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া লোকটি বিদায় হইলেন।

ট্রেণে উঠিয়া দেখি যে, গাড়িগুলি আমাদের দেশের গাড়ির মত নহে। প্রত্যেক গাড়ির দুই সীমায় দ্বার এবং লম্বালম্বিভাবে corridor (বারান্দা) রহিয়াছে। প্রত্যেক গাড়িতে গুটিপাঁচেক কামরা, এক এক কামরায় দুইটি বেঞ্চ, ভাল গদি ও লেস্ দিয়া মোড়া। প্রত্যেক বেঞ্চে তিনজন যাত্রীর বসিবার কথা। একটা কামরা মহিলাদিগের জন্য ও একটা কামরা ধূমপায়ীদিগের জন্য; অবশিষ্ট তিনটা Nonsmokers; জানালায় কাচ দেওয়া এবং পর্দ্দা দেওয়া; কাষ্ঠের জানালা বা খড়খড়ি নাই। ধূমপায়ীদিগের গাড়িতে জানালার নিম্নে ছাই ফেলিবার জন্য কৌটার মত একটা পাত্র বসান। এ ট্রেণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন শ্রেণীরই গাড়ি ছিল; কিন্তু অনেক ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণী থাকে না, বিশেষ ইংলণ্ডে। সে কথা পরে বলিব।

আমি যখন গাড়িতে উঠিলাম, তখন সে কামরায় আর কেহ

ছিলেন না। জাহাজের সঙ্গীদিগের মধ্যে দুই জনের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারা বলিলেন, সে রাত্রি মার্শেল্‌সেই থাকিবেন।

গাড়ি ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে একজন ফরাসী যুবক আসিয়া উঠিলেন। একটি যুবতী ও একজন বালক তাঁহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া তাঁহারা দুইজনে প্লাটফর্ম্মে যাইয়া দাঁড়াইলেন, আর যাত্রীটি corridorএর জানালা নামাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। যখন গাড়ি ছাড়িবার সময় হইল তখন তিনি সেই জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া যুবতীটিকে সেই লোকারণ্যের মধ্যে ক্রমাগত প্রগাঢ়ভাবে চুম্বন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হইল, হাঁ ফরাসীদেশ বটে!

ষ্টেশনে একটা খাবারের বাক্স কিনিয়াছিলাম। পুরু কাগজের বাক্স; তাহার মধ্যে তিন টুকরা তিন প্রকার মাংস, একখানা রুটি, কিছু মাখন, কিছু পনির, একটা আপেল, একখানা চকোলেট, একটি ছুরী, একটা কাঁটা, একখানা প্লেট, এক বোতল জল, এক বোতল ক্লারেট একটা কাচের গ্লাস ও একটা কর্ক-স্ক্রু; দাম মাত্র ৪ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ১৷৷০ টাকার কিছু কম।

গাড়ি ছাড়িবার পর আমি সেই বাক্স খুলিয়া আহার করিতে লাগিলাম।

সহযাত্রীটি আমার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী জানিতেন, কথাবার্ত্তায় খুব ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইল। তিনি আমাকে সমস্ত খবর দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, যে যুবতীটি তাঁহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তিনি তাঁহার fiancee; দুই মাস পরে বিবাহের কথা ঠিক হইয়াছে। আমাকে বিদেশী দেখিয়া তিনি খুব যত্ন ও আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

য়ুরোপের গাড়িতে শয়নের স্থান পাওয়া যায় না। কোন কোন

ট্রেণে sleeping car থাকে, প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার উপর প্রায় ১৫।২০ টাকা অধিক দিলে এক রাত্রির জন্য শয়নের স্থান পাওয়া যায়। আমাদের ট্রেণে sleeping car ছিল না; থাকিলেও অতগুলি টাকা অপব্যয় করিতাম কি না সন্দেহ। দুইজনে দুই বেঞ্চে শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, দুই ধারে কেবল ছোট ছোট পাহাড়, ধারে ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্র; গাছপালা সবই নূতন ধরণের; মাঝে মাঝে মাঠ ও ঘর দেখা যায়, সেও আমাদের দেশের মত নহে; বাড়ীর ছাত সবই ঢালু। গ্রাম, মাঠ সবই অতি পরিপাটিভাবে সাজান। অনেক নদীও দেখা গেল, সবই ছোট।

আমাদের ট্রেণ rapide অর্থাৎ খুব কম ষ্টেশনে দাঁড়ায়। প্রায় ৭"০ টায় ট্রেণ লারোস্ (Laroche) ষ্টেশনে দাঁড়াইল। তথায় চা পান করিতে নামিলাম। দেখি, বুফেতে (buffet) চা নাই, আছে কফি এবং চোকোলাত বা কোকো। অগত্যা কোকো পান করা গেল। দাম মাত্র ।৶১০! আমাদের দেশের তিন গুণ!! একটু পরেই সেন্ নদী দেখিলাম। এই সেন্ (Seine) যাহার নাম বাল্যকালে বিদ্যালয়ে এত করিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম? আমাদের দেশের খালের অপেক্ষাও ছোট। পাহাড় আদৌ উচ্চ নহে, জল হইতে ৩। ৪ হাত মাত্র হইবে; দুইধারে বেশ জঙ্গল, মধ্যে গজ ত্রিশেক চওড়া এক নদী, ইহারই নাম সেন্।

প্রায় সাড়ে দশটায় প্যারিসে পৌঁছিলাম।

আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু লণ্ডন হইতে প্যারিসে আসিয়া আমার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন, কথা ছিল। মার্শেল হইতে তাহাকে টেলিগ্রাফও করিয়াছিলাম। ট্রেণ যখন গার্ ডুলিয় (Gare du lyon) নামক ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন আমি উৎসুক হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহার কোনও চিহ্ন পাইলাম

না; ভাবিলাম, এখন কি করি? সে যাহা হউক, ফুটে (facteur) আসিয়া জিনিষপত্র নামাইল। এ দেশের ফুটেরা মাথায় মোট বহে না; হয় ঠেলাগাড়ীতে জিনিষ তুলিয়া হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, নহে ত একটা চামড়ার দল দিয়া জিনিষগুলি বাঁধিয়া স্কন্ধে ফেলিয়া লয়। ফুটেরা সকলেই রেল কোম্পানীর নিকট মাহিয়ানা পায়, কাযেই যাত্রীদিগের নিকট যেটা পায় সেটা সবই "উপরি লাভ"।

ষ্টেশনটি খুবই বড়। এরূপ ষ্টেশন প্যারিসে আরও আটটি আছে। ষ্টেশনে সর্ব্বত্রই ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় লিখা "Beware of Pickpockets" অর্থাৎ গাঁটকাটার ভয়; সাবধান। ইংলণ্ডে এ রকম বিজ্ঞাপন ট্রাম, টিউব, ডাকঘর প্রভৃতি সর্ব্বত্র দেখা যায়; কোথাও কোথাও আবার আছে "male and female" অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী দুই জাতীয় গাঁটকাটা; সাবধান।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই বুঝিলাম, এ আমাদের দেশ নহে। রাস্তা পরিষ্কার ও পাতর দিয়া বাঁধান। বাহিরে বড় বড় হোটেলের অম্‌নিবস্ গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে ও অনেক ভাড়াটে গাড়ি রহিয়াছে। অম্‌নিবস্ ও গাড়ি দুই রকম, ঘোড়ায় টানা ও মোটর (বৈদ্যুতিক), ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে Taximeter বসান; ভাড়ার জন্য গাড়োয়ানের সহিত বকাবকি করিবার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য meter এ যে ভাড়া লিখে তাহার উপর যৎকিঞ্চিৎ (Tip) গাড়োয়ানকে দেওয়া নিয়ম; টিপ্ অথবা পুরবোয়ার (Pourboire) য়ুরোপে অত্যন্ত চলিত; উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সকলকেই টিপ্ দিতে হয়। হোটেলেও এই পাপ; শুনিয়াছি, কম টিপ্ দিলে হোটেলের লোকরা মালপত্রের উপর গুপ্ত সঙ্কেত লিখিয়া দেয়, অন্য হোটেলে যত্ন পাওয়া যায় না। তবে সব দেশের চেয়ে ইংলণ্ডে টিপের প্রচলন কম। তথাও দুই একটি হোটেল আছে যথায় ওয়েটারদের

খানার পর স্বর্ণ মুদ্রা টিপ্‌ দিতে হয়; তাহাই নিয়ম। প্যারিস্, লণ্ডন প্রভৃতির বড় বড় হোটেলে ওয়েটাররা বেতন ত পায়ই না; অধিকন্তু অধিকারীকে অনেক টাকা দিয়া (Premium) চাকরী পায়।

আমি একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া টমাস্ কুকের অফিসে বন্ধুর সন্ধানে চলিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, ভাড়াটে গাড়ি সবই খোলা, ফিটন জাতীয়। কুকের অফিসে কর্ম্মচারীরা বলিল, "লোকদের ঠিকানা আমরা কাহাকেও বলি না।" অনেকক্ষণ বকাবকি করার পর ঠিকানা বলিয়া দিলে, গাড়োয়ানকে সেই ঠিকানায় যাইতে বলিলাম। সে অনেক ঘুরিয়া প্রায় ১২॥০ টার সময় বন্ধুদিগের হোটেলের সম্মুখে লইয়া গেল। যাইয়া দেখি, তিন জন বাঙ্গালী আমার জন্য লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন। একজন বাসায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; আর দুইজন আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্যারিসের সব কয়টা ষ্টেশন Taxiতে ঘুরিয়া তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় ১৪ ফ্রাঙ্ক (৮৸০) ট্যাক্সি ভাড়া আক্কেল সেলামি দিতে হইল। যাহা হউক, একটার পর সকলে মেশা গেল এবং প্রাতরাশ সমাপন করা হইল।

প্যারিস্।

—:*:—

প্যারিসে অষ্টাহ বাস করিয়াছিলাম। কত সহর দেখিয়াছি, প্যারিসের ন্যায় সুন্দরী নগরী আর কোথাও দেখি নাই। আমাদের জাহাজে যিনি পার্সার ছিলেন, তিনি একজন প্যারিসবাসী। পার্সার জাহাজের Executive head ; কাপ্তেন যেমন জাহাজ চালান বিষয়ে একচ্ছত্র নরপতি, পার্সার সেইরূপ জাহাজের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাত্রীদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা তাঁহার উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করে। ভদ্রলোক ১৮ মাস ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কাশীধামের ও জয়পুরের অনাবিল প্রশংসা তাঁহার মুখে শ্রুত হইত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "শুনিলাম আপনি বেড়াইতে যাইতেছেন। তাহা হইলে প্রথমে প্যারিসে যাওয়া আপনার পক্ষে অত্যন্ত ভুল হইতেছে। কারণ, প্যারিস দেখিলে আপনার আর কোনও সহরই ভাল লাগিবে না ; হয় ত আর কোথাও যাইবার ইচ্ছাই হইবে না।" কথাটি বাস্তবিকই বড় ঠিক। এমন সহর ত আর দেখিলাম না। প্রত্যেক রাস্তা প্রতেক বাড়ী দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়। আমাদের দেশ অথবা বিলাতে যেরূপ যে কোনও রকমে বাসোপযোগী করিয়া বাড়ী গড়িতে পারিলেই হইল, প্যারিসে সেরূপ বলিয়া বোধ হইল না। সব বাড়ী দেখিলেই মনে হয়, কিসে সুন্দর দেখাইবে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা সপ্রকাশ। রাস্তাও সেইরূপ—খুব সোজা সোজা পরিষ্কার রাস্তা। ভুবনবিখ্যাত বুলভার্ডগুলি দেখিলে দিল্লীর চাঁদনী চকের কথা মনে পড়ে। ফুটপাথের উপর গাছের সারি ;

রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া আর একটা চওড়া ফুটপাথ, তাহার উপর দুই সারি গাছ। অন্যান্য রাস্তাও বেশ চওড়া; একেবারে সরু গলি খুবই কম। প্রত্যেক চৌমাথার উপর চারিধারে চারিটি সুন্দর বাড়ী; কিছু না কিছু একটা স্থাপত্য সৌন্দর্য্য আছেই। দক্ষিণে বামে রাস্তা সরল ভাবে গিয়াছে; দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়ায়। সর্ব্বত্রই মনে হয়, স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। রাস্তায় ধুলার একান্ত অভাব; প্রায় সকল রাস্তাই পাতর দিয়া বাঁধান; দুই একটা রাস্তা কাঠ দিয়া বাঁধানও আছে।

প্যারিসে দুইটি জিনিষ প্রথমেই আগন্তুকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, প্রথম প্যারিসের স্ফূর্ত্তি—প্যারিস যেন সদাই আনন্দময়ী। রাস্তায় লোক জন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চলিতেছে; কিন্তু সকলেরই মুখে যেন হাসি লাগিয়া আছে। সকলেরই পরিধেয় অতি পরিপাটি, সাজ সজ্জা হাবভাব সবই যেন holiday garb। এ সহরে কেহ যে দুঃখী আছে তাহা বোধই হয় না; বিশেষ সন্ধ্যার পর। উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত রাস্তায় দলে দলে শত শত নরনারী কেবল হাসিমুখে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলে বাস্তবিকই মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়; দ্বিতীয়, রাস্তায় বসিয়া কফি বা অন্য পানীয় সেবন। সব রাস্তার ধারেই অনেকগুলি কাফে (Cafe) বা রেস্তরাঁ (Restaurant) আছে। ফুটপাথের উপর অনেকগুলি চেয়ার ও ছোট ছোট পাতরের টেবল্। বৈকালে ৪টা ৫টার পর হইতে রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত এই সব চেয়ার লোক-পূর্ণ থাকে। এইরূপ রাস্তায় বসিয়া কফি পান প্যারিস সহরের একটা অঙ্গবিশেষ। কেহ হয়ত এক পেয়ালা কফি চাহিয়া সেই স্থানে ৩।৪ ঘণ্টা বসিয়া ক্রমাগত লোকজনের যাতায়াত দেখিতেছেন বা নিজের পত্রাদিই লিখিতেছেন; তবে অধিকাংশই যুগলমূর্ত্তি। এইরূপ ভাবে রাস্তায়

বসিয়া সময় কাটান আর কোন সহরে এরূপ ভাবে নাই। ইংলণ্ডে এ প্রথা একেবারেই নাই। য়ুরোপের অন্য দুই একটি দেশে এইরূপ কতকটা আছে বটে; কিন্তু সে খুব কম।

প্যারিস্ সহর সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাগিয়া উঠে, ও রাত্রি ২।৩টা পর্য্যন্ত খুব প্রফুল্ল থাকে। রাস্তায় খুব ভীড়; সকলেই সহাস্য মুখে গমনাগমন করিতেছে; থিয়েটার, অপেরা, মিউজিক হল প্রভৃতি হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। সকলেই যথাসম্ভব ফ্যাসান করিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইয়াছে। বাস্তবিকই প্যারিসের পরিচ্ছদে একটি মাধুরী আছে। যদিও ভারতবাসী আমি ও বিষয়ের বড় কিছু ধার ধারি না, তবুও প্যারিসের পরিচ্ছদে যে একটা মনোহারিত্ব দেখিয়াছিলাম, তাহা আর কোনও দেশে দেখিলাম না। প্যারিসের স্ত্রীলোকের মুখে (বোধ হয় এই পোষাকের জন্যই) যে কমনীয়তা দেখা যায়, ইংলণ্ডে তাহা নিতান্তই দুর্লভ। প্যারিসের আর একটা বিশেষত্ব, প্যারিসবাসীর সৌজন্য। কোনও লোককে রাস্তায় যদি পথ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তখনই আপনার সহিত কিছু দূর যাইয়া আপনাকে পথ দেখাইয়া দিবেন। লণ্ডনে কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি তখনই বলিবে, আমি এ সহর অথবা এ পল্লী চিনি না; অথচ সম্ভবতঃ সে সেই পল্লীতেই আজন্ম বাস করিতেছে! তবে লণ্ডনে পুলিশম্যানরা এত সজ্জন এবং তাহাদের রাস্তাঘাটও এত ভাল জানা থাকে যে অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বড় হয় না। সে কথা পরে বলিব।

প্যারিসে আমার এই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল যে, যে কয়জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার অপেক্ষায় প্যারিসে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন খুব ভাল ফরাসী জানেন। এমন কি কেহ কেহ বিশ্বাসই করিত না যে, তিনি পূর্ব্বে কখনও প্যারিসে আইসেন

নাই। তাঁহার ফরাসী ভাষার উচ্চারণ প্রভৃতি একেবারে অনিন্দ্য-সুন্দর। তাঁহার গুণে আমরা অল্প খরচে ও অল্প সময়ে প্যারিসে যেরূপ সমস্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা তিনি না থাকিলে কিছুতেই হইত না। আমি তাঁহার কাছে নিতান্তই কৃতজ্ঞ; কারণ, যদিও আমরা কলিকাতায় খুব কাছাকাছি থাকিতাম, স্বদেশে তাঁহার সহিত আমার আলাপ ছিল না এবং তিনি অনেক সময়ে নিজের অসুবিধা করিয়া আমার জন্য প্যারিসে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন ধন্যবাদ দেওয়া হইয়া উঠে নাই; কারণ, উহাতে আমি অনভ্যস্ত। আজ এই সুযোগে শ্রীশ বাবুর গুণগান করিয়া লইলাম, যদি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে।

এ পর্য্যন্ত প্যারিসের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির কথা কিছু বলি নাই। বোধ হয়, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। এইবার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির কথা কিছু বলিব। প্যারিসে দেখিবার জিনিষ বাস্তবিকই সংখ্যাতীত, সকলের বিশদ বর্ণনা করিতে হইলে মহাভারতের ন্যায় একখানি পুস্তকের অবতারণা করিতে হয়; আবার কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টার বিষয় লিখিব, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ভারতবাসীর নিকট সবই অপূর্ব্ব, সবই সুন্দর লাগিয়াছিল। তবে এই পুস্তকের কলেবর বিবেচনা করিয়া আমি এই কয়টি মাত্রের সামান্য বিবরণ দিব :—

(১) লুভর প্রাসাদ, (২) ভার্সেল প্রাসাদ (৩) ঈফেল টাওয়ার, (৪) বোয়া ডি বুলঁ, (৫) পালে ডু জুষ্টিস্, এবং (৬) নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সমাধি-মন্দির।

(১) লুভর প্রাসাদ পৃথিবীতে অতুলনীয়। দেড় শত বিঘা জমীর উপর এক প্রকাণ্ড রাজবাটী, ঘরের সংখ্যা প্রায় ১২০০, শুধু ঘরগুলি অতিক্রম করিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে আছে

কেবল পুস্তক, চিত্র ও মর্ম্মর-পুত্তলিকা। সহজেই অনুমিত হইবে যে, এত বড় পুস্তকাগার বা চিত্রশালা বা ভাস্করকীর্ত্তিগৃহ পৃথিবীতে আর কোথাও থাকা সহজ নহে। কেবল পুস্তকাগার হিসাবে, বোধ হয়, লণ্ডনের British Museum লুভর অপেক্ষা বৃহৎ, কিন্তু এত ছবি ও এত মর্ম্মর-মূর্ত্তি বাস্তবিকই আর কোথাও নাই। য়ুরোপ জয় করিয়া নেপোলিয়ন যে স্থানে যে উৎকৃষ্ট চিত্র বা উৎকৃষ্ট মর্ম্মর-মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, সবই এই স্থানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাবসানের পর সামান্য কিছু কিছু পূর্ব্বাধিকারীদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল বটে; কিন্তু অধিকাংশই প্যারিসে রহিয়া গিয়াছে এবং প্রায় সমস্তই এই লুভর প্রাসাদে সংরক্ষিত। য়ুরোপের যত বিখ্যাত চিত্রকরের বা মর্ম্মর-শিল্পীর নাম শুনা যায়, সকলেরই কীর্ত্তি এক লুভরে আসিলেই দেখা যায়।

এই প্রাসাদে চিত্রের সংখ্যা প্রায় চারি সহস্র। ইহার মধ্যে এমন অনেক ছবি আছে, যাহার প্রত্যেকটির মূল্য এক কোটী টাকার অপেক্ষাও অধিক। র‍্যাফেল, টিসিয়ান, পেরুজিনো, বেলিনি, লেনার্ডো ডি-ভিঞ্চি, কোরেজিও, মুরিলো, ভেলাজকে, ভ্যান ডাইক, রুবেন্‌স্‌, টেনিয়ার, রেম্ব্রাণ্ট, হোলবাইন, প্রভৃতি ইতালীয়, স্পেন দেশীয়, ফ্লেমিস্‌, ওলান্দাজ, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান চিত্রকরের শত শত অতুল্য কীর্ত্তি লুভর প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। এক একখানি চিত্রের দিকে চাহিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়ায়। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে চিত্র অঙ্কিত;—দেখিলে মনে হয়, চিত্রকর যেন এই মাত্র তুলিকাহস্তে উঠিয়া গিয়াছেন; ছবির বর্ণ এমনই সুন্দর ও এতই তাজা!

মর্ম্মর মূর্ত্তি যতগুলি আছে, তাহার মধ্যে Venus de Milo এবং হোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। প্রথমটির বিষয় অনেকেই শুনিয়া থাকি-

বেন। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রীক্ শিল্পীর গঠিত। মূর্ত্তিটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মাইলো নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। যদিও ইহার হস্ত দুইটি নাই, তথাপি এই সুন্দরীর মুখের ভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব জগতে অতুলনীয়। হস্ত দুইটি কি অবস্থায় ছিল, সে সম্বন্ধে বহু শিল্পী অজস্র কল্পনা প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(২)—য়ুরোপে যতগুলি রাজাবাস দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ভার্সেল (বা ফরাসি ভাষায় ভেয়ারসাই) প্রাসাদ গাম্ভীর্য্যে ও সম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। প্রকাণ্ড গৃহ;—অতি সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য আসবাবে পরিপূর্ণ, দেখিলে বাস্তবিকই ফ্রান্সের রাজাদিগের ঐশ্বর্য্যের একটু আভাস মনে আইসে। তাঁহারা যে কিরূপ বিলাসী ছিলেন, তাহা এই স্থানে আসিলে বুঝা যায়। আগ্রায় ও দিল্লীতে প্রাসাদগুলি খুব বৃহৎ বটে, কিন্তু বাসভবনের কক্ষগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আর এই প্রাসাদে প্রত্যেক কক্ষ অতি প্রকাণ্ড। এ প্রাসাদেও অনেক চিত্র ও মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে। অধিকাংশই ফ্রান্সের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছে; ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ব্যক্তির ও প্রধান প্রধান ঘটনার প্রতিকৃতি। গৃহসংলগ্ন বাগানটি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বাগানের দিকে রাজবাড়ীর দেওয়াল ১২৭০ হাত লম্বা, তাহাতে প্রায় চারি শত জানালা দেখা যায়। তাহার পরে ত্রিতল উদ্যান। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারা (দুই একটির জল ৭৫ ফুট উর্দ্ধে উঠে) এবং অসংখ্য প্রস্তর-মূর্ত্তি। সর্ব্বনিম্নতলে এক প্রকাণ্ড ঝিল, অর্দ্ধ মাইল অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ এবং ২৫০ গজ বিস্তৃত। তাহার পরে আবার বাগান। ঝিলের দুই ধারে বড় বড় ও ছোট ছোট অনেক ফুলের গাছ। গাছগুলি মাথায় সরু ও ক্রমে মোটা ভাবে ছাঁটা। চারি দিকে অসংখ্য ফুলের গাছ অতি সুশোভনভাবে

সজ্জিত। দেখিতে যে কি সুন্দর, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ছবি আঁকিয়াও সে সৌন্দর্য্যের একাংশ দেখান কঠিন। প্রাসাদের চারি পার্শ্বে পাতর দিয়া বাঁধান উঠান; এবং উঠানে অনেক প্রস্তর-মূর্ত্তি। বাস্তবিক এই ভেয়ারসাই প্রাসাদ ঐশ্বর্য্যের, বিলাসের ও সুরুচির লীলাভূমি।

বাগানের মধ্য দিয়া ট্রিয়ানন নামক দুইটি উপবনবাটীকায় যাওয়া যায়। সে দুইটি অতি মনোহর। রাজা চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ লুই তাঁহাদের দুইজন প্রিয়পাত্রের (Favourite) জন্য এই বাটী দুইটি নির্ম্মাণ করান। ছোট বাড়ী—বিচিত্র কারুকার্য্যময়। গৃহসংলগ্ন বাগানগুলিও অতি পরিপাটি।

(৩) ঈফেল টাওয়ারের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। চারি কোণে চারিটি পায়ার উপর এক বিরাট স্তম্ভ বিরাজমান। সমস্তটাই ইস্পাতে গঠিত; কেবল পায়াগুলির নিম্নের ভিত্তি চূণসুরকীতে প্রস্তুত। স্তম্ভটির আয়তন এই পায়াগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে। সেই চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক পার্শ্ব তিন শত হস্ত দীর্ঘ। স্তম্ভটি ৯৮৪ ফুট উচ্চ—কলিকাতার অক্টারলোনি মনুমেণ্টের সাত গুণ। এই স্তম্ভটি চারিতল। প্রত্যেক তলে খাবার ও বিচিত্র দ্রব্যের (Curios) দোকান, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। প্রথম তল ভূমি হইতে ১৯০ ফুট উচ্চে; তাহার পর আর ১৯০ ফুট উপরে দ্বিতীয় তল; ৯০৫ ফুট উচ্চে তৃতীয় তল। এই তলে একটি চতুষ্কোণ বারাণ্ডা আছে, তাহার চারিদিকে কাচ দেওয়া। এই বারাণ্ডায় ৮০০ শত লোক দাঁড়াইবার স্থান হয়। ইহার উপর আর এক তল। তথায়ও একটি গোল বারাণ্ডা আছে, তদূর্দ্ধে প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলোক, রাত্রি কালে ৪৫ মাইল দূর হইতে দেখা যায়। এই টাওয়ারে উঠিবার

সোপান ত আছেই, অধিকন্তু এক প্রকার রেলও আছে। একটা দোতলা বাক্স চাকায় বসান এবং তলা দিয়া প্রকাণ্ড লোহার শিকল লাগান। কলে এই শিকল টানা হয় এবং আরোহিসহ বাক্স চাকার উপর গড় গড় করিয়া উর্দ্ধে উঠে। আমি এই রেলেই উঠিয়াছিলাম। দোতলা পর্য্যন্ত সিঁড়ির সংখ্যা ৭৩০। আমার সঙ্গী দুইজন এই সিঁড়ি দিয়া নামিয়াছিলেন। টাওয়ারের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের শোভা অতি অপূর্ব্ব। প্রায় ৫০ মাইলের অধিক দেখা যায়। এই ডাকঘরে প্রিয়জনকে চিঠি লিখিলে স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, স্বর্গের অর্দ্ধপথ হইতে চিঠি লিখিলাম। বোধ হয় রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহার নিম্নে বাস করেন। উপরের দোকানে টাওয়ারের মূর্ত্তি-সম্বলিত পোষ্টকার্ড, দেশলাই, ঘড়ি, লকেট, ঘণ্টা, নস্যদানি প্রভৃতি অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। আহার ও পানীয়ের ত কথাই নাই। দোতলায় একটি থিয়েটারও আছে।

(৪) বোয়া ডি বুলঁকে বন বলিব কি বাগান বলিব, জানি না। ৭০০০ হাজার বিঘা পরিমিত একটি পার্ক। গাছ অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই ছিল, প্যারিস ম্যুনিসিপালিটি ৩৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহাকে নাগরিকদিগের সান্ধ্য বায়ু সেবনের স্থানে পরিণত করিয়াছেন। নগর-সংলগ্ন এত বড় কানন পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখা আর কোনও দেশে সম্ভব কি না বলিতে পারি না। অপরাহ্নে প্যারিসের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই স্থানে বেড়াইতে আইসেন। ইহার ভিতর ২।৪টি হ্রদ, ২।১টি রেস্তরাঁ ও ঘোড়দৌড়ের মাঠও আছে। এই স্থানে বেড়াইতে গিয়া সাড়ী-পরিহিতা দুইজন পার্শি রমণীকে দেখিয়াছিলাম।

(৫) পালে ডু জুষ্টিস্ অথবা হাইকোর্ট প্রসিদ্ধ নোটারডাম নামক গির্জ্জার সন্নিকটে ও সেন নদীর মধ্যে এক দ্বীপে নির্ম্মিত। অন্যান্য প্রাসাদের ন্যায় ইহাও অতি বিশাল। ব্যারিষ্টারবর্গ যে

হলে মক্কেলের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, তাহাই প্রায় ২৫০ ফুট লম্বা। এই বাটীতে প্যারিসের নিম্নতর বিচারালয় ব্যতীত উচ্চতম আদালত কুর ডে ক্যাসাসিয় (Cour de Cassation) অবস্থিত। তাহার প্রধান বিচারপতিকে দেখিতে ঠিক বোম্বাই হাইকোর্টের পার্শি জজ ডাভারের ন্যায়। এই আদালতে দেখিলাম, সাক্ষীর কাটরা ঘরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সাক্ষী প্রথম আসিয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া হলপ্ পাঠ করেন, তাহার পর হাত নামাইয়া সাক্ষ্য দেন। অন্যান্য কামরা যদিও খুব বড়, কিন্তু এজলাসগুলি আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাস অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন বোধ হইল।

(৬) নেপোলিয়ঁর সমাধি। আঁভালিদে (Invalides) সংলগ্ন বৃহৎ গম্বুজের নিম্নে বিশ্ববিজয়ী মহাপরাক্রমশালী নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মর্ম্মর-রচিত সমাধি। এই স্থানে আসিলে বাস্তবিকই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এই স্থানে দাঁড়াইয়া নগ্নমস্তকে ঐ বীরবরের সমাধির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য-জীবনের অসারতাসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকে না। কুড়ি ফিট নিম্নে, ছত্রিশ ফিট পরিধি-বিশিষ্ট এক গোলাকার স্থানে সম্রাটের purple মার্ব্বেলের প্রকাণ্ড সমাধি। চতুর্দ্দিকে তাঁহার বিজয়পতাকা সকল উড্ডীয়মান। উপরে তাঁহার ভ্রাতার, পুত্রের এবং সেনানীগণের সমাধি এবং তাঁহার স্ত্রীর হৃৎপিণ্ড রক্ষিত। চারি দিকে বন্ধুবর্গ-বেষ্টিত হইয়া ও তাঁহার প্রধান প্রধান যুদ্ধের বিজয়-কীর্ত্তিস্তম্ভের মধ্যে মহাবীর মহানিদ্রায় নিমগ্ন। কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি মর্ম্মর-নির্ম্মিত। গম্বুজের উপরিভাগ নীলকাচমণ্ডিত। সূর্য্যালোক স্নিগ্ধভাবে সমাধিতে পতিত হয়। ইহাতে স্থানটি আরও গাম্ভীর্য্যগৌরবময় হইয়াছে। যাঁহার বীরত্বগৌরব য়ুরোপের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়াছে

—এই তাঁহার শেষ ভূমিশয়ন—"গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর সোপান।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্যারিসে দ্রষ্টব্য জিনিষ অসংখ্য। অধিক বর্ণনা করিতে চাহি না। তবে প্যারিসে একটি ব্যাপার দেখিয়াছিলাম, তাহা পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় কি না, জানি না। সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্যারিসের কথা শেষ করিব। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, প্যারিস্ আর্টিষ্টদিগের প্রিয় আবাসভূমি। আর্টিষ্ট বলিতে শুধু চিত্রকর বুঝায় না; চিত্র, গীত, বাদ্য, সাহিত্য, সর্ব্ববিধ বিদ্যার উপাসকদিগকেই Artist বলে। এই সব যাঁহারা চর্চ্চা করেন বা শিখেন তাঁহারাই শিল্পশিক্ষার্থী। ইঁহাদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র। স্ত্রী পুরুষ উভয়বিধ শিল্পশিক্ষার্থী প্রায় এক সঙ্গে বাস, আহার, বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি করেন। Bohemian life এর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, এই Bohemian life অতি কদর্য্য ও পাপপঙ্কিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি Bohemian lifeএর একাংশ যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর এবং স্বর্গীয়। দুইজন দরিদ্র শিল্পী বন্ধুর সহিত এক রেস্তরাঁয় আহার করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, ছয় সাত জন শিল্পী উপস্থিত, দুইজন স্ত্রীলোক—আর সব পুরুষ; একজন পুরুষের ভাব দেখিলাম, অর্দ্ধক্ষিপ্তপ্রায়। লোকটির বড় বড় দাড়িচুল, মলিন অর্দ্ধছিন্ন পোষাক, কোটের অর্দ্ধেক বোতাম নাই ও অঙ্গে রঙ মাথা; পকেটে সিকি পয়সাও নাই। রেস্তরাঁর অধিকারী ও অধিকারিণী সকলকেই চিনেন, পয়সা কাহারও নিকট চাহেন না; জানেন, যাহার যে দিন পয়সা হইবে, সে সে দিন সমস্ত দেনা শোধ করিবেই। ইহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক গায়িকা; তিনি একজন সংবাদপত্র লেখকের

বাগদত্তা। তাঁহার নিকট সে দিন কিছু পয়সা ছিল। তিনি অধিকারিণীকে ডাকিয়া ঐ ক্ষিপ্তপ্রায় ভদ্রলোকের পয়সা দিলেন এবং উঠিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে জড়াইয়া চুম্বন করিলেন ও সেই সময় দেখিলাম, হাতে কয়টি টাকা লইয়া ঐ ভদ্রলোকের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন; যে যে দেখিতে পাইল তাহাকে তাহাকে চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন, কেহ কিছু না বলে। এই অপার্থিব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

পরদিন প্রাতে প্যারিস ত্যাগ করি।

ইংলণ্ড।

—ঃ*ঃ—

প্যারিস হইতে যে দিন ইংলণ্ডে আসিলাম, সূর্য্যদেব সে দিন বড়ই সদয়। ইংলিশ-চ্যানেল পার হইবার সময় আকাশ মধ্যে মধ্যে একেবারে মেঘমুক্ত ছিল। এমন কি, কিছুক্ষণ বাস্তবিকই রৌদ্রে কষ্ট হইয়াছিল।

ক্যালে হইতে ডোভার আসিতে প্রায় দেড় কি দুই ঘণ্টা লাগে। ষ্টীমারগুলি খুবই ছোট। নিম্নে আহারের ঘর প্রভৃতি আছে; কিন্তু যাত্রীরা প্রায় সকলেই ডেকে থাকেন। আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্র শান্ত, কাযেই কাহারও সমুদ্রপীড়া হয় নাই। ডেকের উপর চেয়ার বিছাইয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম। মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল, এখনই ইংলণ্ড দেখিব, না জানি, সে কেমন! কিছুক্ষণ পরে যখন দূরে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ চকশৃঙ্গ (Chalk Cliffs) ধূমবৎ দেখা যাইতে লাগিল, তখন অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময় একজন ইংরাজ আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি এককালে এ দেশে লাট ছিলেন, দেশে ফিরিয়াও অনেক উচ্চ রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া বাঙ্গালা দেশের অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ও ডোভারের বন্দরে যে যে স্থানে দুর্গাদি আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিলেন।

জাহাজের উপর Customs পরীক্ষা হইল। একজন কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি আপনার ব্যাগ?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" তিনি ব্যাগের উপর একটি টিকিট লাগাইয়া দিলেন; ঐ পর্য্যন্ত।

ডোভার হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত ফ্লোরেন্স নামক পুলম্যান গাড়িতে গিয়াছিলাম। গাড়ির এক দিকে অনুচরদিগের টেব্‌ল ও আলমারি, অবশিষ্ট অংশে ছোট ছোট টেব্‌ল এবং প্রত্যেক টেব্‌লের দুই পার্শ্বে এক এক খানা খুব বড় চেয়ার। চেয়ারের নিকটেই ইলেকৃট্রিক ঘণ্টার বোতাম। বোতাম টিপিলেই অনুচর আসিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করে। গাড়িতে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোক। গাড়িতে উঠিয়া ইংলণ্ডের ধনী-দিগের ঐশ্বর্য্যের আভাস পাওয়া গেল। যত লোক ঐ গাড়িতে ছিলেন, চুরুটের ও দেশলাইয়ের বাক্স সকলেরই দেখিলাম—সুবর্ণনির্ম্মিত। দেখিয়া শুনিয়া আমি আর আমার চামড়ার চুরুটের খাপটি বাহির করিলাম না; অনুচরের নিকট সিগারেট কিনিয়া লইলাম। গাড়িতে এক পেয়ালা চায়ের দাম (অবশ্য ২। ১ খানা কেক সহ) ২॥০ শিলিং এবং ৬টা সিগারেটের দাম এক শিলিং (৸০ আনা)। ডোভারের জেটীর উপরেই ট্রেণে উঠিলাম। তখনও ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিই নাই। ডোভার হইতে লণ্ডন ৭৫ মাইল। আমাদের ট্রেণ কোথাও না থামিয়া বরাবর ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে লণ্ডন পৌঁছিল। ভূগোল পড়িয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে একটা ধারণা ছিল যে, ইংলণ্ড এমনই জনবহুল যে, খোলা জায়গা বুঝি মোটেই নাই। এখন দেখিলাম, সে ধারণা বড়ই ভুল। আমাদের দেশেরই মত রেলের দুই ধারে কেবলই মাঠ, মধ্যে মধ্যে কেবল লোকের বাসভূমি, গ্রাম ও সহর। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, মাঠগুলি সবই কর্ষিত এবং বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ। মাঠের মধ্যে যেখানে সেখানে প্রকাণ্ড ভারা খাড়া করিয়া তাহার উপর চা, মদ, চুরুট, বিস্কুট প্রভৃতির বিজ্ঞাপন; আর কোথাও কোথাও জমীভাড়ার বিজ্ঞাপন। আর একটা জিনিষ বড় দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ছোট ছোট গ্রামগুলিতে ছোট ছোট বাড়ীগুলির মধ্যে ব্যবধান বেশ পরিষ্কার।

মাঠে যে সকল জানোয়ার বেড়াইতেছে—গরু, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, ঘোড়া প্রভৃতি—সবই আমাদের দেশের জীবজন্তু অপেক্ষা অনেক বড় বড়। বলিতে কি, প্রথম দর্শনে আমার এক পাল ভেড়াকে গরুই মনে হইয়াছিল।

ডোভার ছাড়াইয়া রেল প্রথমে কয়েক মাইল সমুদ্রের খুব কাছ দিয়াই যায়, পাহাড়ের উপর ও ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বামে সমুদ্র উঁকিঝুকি মারিতেছে, বাস্তবিকই বড় মনোরম! পথে অনেক গুলি সুরঙ্গ আছে। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেটি পার হইতে ৪ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড লাগিল।

সাড়ে পাঁচটার সময় চেয়ারিং-ক্রশ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তাহার কিছু পূর্ব্বেই লণ্ডনে ট্রেণ প্রবেশ করিয়াছে। কেবল বাড়ীর পর বাড়ী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। টেম্‌স্ পার হইয়া ষ্টেশনে পৌঁছিতে হয়। পুলের উপর হইতে পার্লামেণ্ট গৃহ দেখিলাম; খুব গাম্ভীর্য্য-গর্ব্বময় বোধ হইল।

যখন লণ্ডনে পৌঁছিলাম, তখনও বেলা আছে। ভ্রাতা ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেই স্থানে হ্যাট খুলিয়া সাষ্টাঙ্গ-প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইলেন। সহযাত্রী ও অন্যান্য লোক হাঁ করিয়া থাকিল; বোধ হয় মনে করিল, আমি একটা ছোট খাট দেবতার মধ্যে।

ব্রেকে যে মাল ছিল, তাহা বাহির করিয়া লইয়া একটি Taxicabএ চড়া গেল। ভায়া বলিলেন, কিছুক্ষণ সহর দেখিয়া বাসায় যাওয়া যাইবে।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই বামে ট্রাফাল্গার স্কোয়ার ও নেল্‌সনের মনুমেণ্ট দেখিলাম। তাহার পর পার্লামেণ্টের নিকট দিয়া সেণ্টজেম্‌স্ পার্ক, হাইর্ড পার্ক প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে রিজেণ্ট

ষ্ট্রীট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাস্তা পার হইয়া লণ্ডনের উত্তরে ফিন্সবেরী নামক স্থানে বাসায় উপনীত হইলাম। তথায় প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকদিগের শীর্ষস্থানীয় শ্রীমান্ ফণী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে রাত্রিতে আর কোথাও যাওয়া হয় নাই। আহারাদির পর ভ্রাতার সঙ্গে গল্প গুজবেই ১টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেওয়া গেল।

প্রথম দৃষ্টিতে লণ্ডনের দুইটি জিনিষ খুব নূতন বলিয়া বোধ হয়; এক, ইহার ঐশ্বর্য্য এবং দ্বিতীয়, লোকের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। কেহই যেন আমাদের দেশের ন্যায় ধীরে চলে না; সকলেরই পদক্ষেপ খুব দ্রুত, সকলেরই মুখে ব্যস্ততার লক্ষণ।

আর বিস্ময়কর—বোধ হয় লণ্ডনের পার্কগুলি। এত জনবহুল এবং ব্যয়বহুল সহরের মধ্যে এত বড় বড় পার্ক, এমন সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে! ছোট পার্কগুলি প্রত্যেকটি কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠের সমান; হাইড পার্ক ত গড়ের মাঠ অপেক্ষা কোন অংশেই ছোট হইবে না।

আমি যে বাসাতে ছিলাম, তথায় একটা শুইবার ও একটা বসিবার ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী আমার প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিতেন। অন্যান্য সময় আমি যখন যে স্থানে থাকিতাম, সেই স্থানে খাইতাম।

দুইটি ঘর ও প্রাতরাশের জন্য সাপ্তাহিক ২১ শিলিং বা ১৫৸০ টাকা ভাড়া দিতে হইত। অবশ্য বড়মানুষ-পাড়ায় খরচ খুব বেশী। আমার একটি বন্ধু শুধু ঘরভাড়া সাপ্তাহিক ৪ গিনি বা ৬৩ টাকা দিতেন। তবে গৃহস্থ লোকের পক্ষে আমার যায়গা বেশ ছিল। ঘর দুইটি অবশ্য আবশ্যক আসবাবে পূর্ণ। বসিবার ঘরে একটা বড় টেব্‌ল, একটা ছোট টেব্‌ল, পাঁচখানা চেয়ার, আর্শি, কৌচ, এবং শয়নকক্ষে দুইটা আলমারি, একটা দেরাজ, একটা সজ্জা টেব্‌ল প্রভৃতি ছিল।

বলা উচিত, ইংলণ্ডে 'ছোটা হাজরি' নাই; প্রাতরাশই দিনের প্রথম আহার। ও সব দেশে আহার্য্যের ভাবনা কিছু নাই। বেড়াইতে গিয়া যে স্থানেই খাবার সময় হউক, সর্ব্বত্রই হোটেল বা রেস্তরাঁ পাওয়া যায়, যাইয়া খাইলেই হইল। পর্য্যটকের পক্ষে ইহা কম সুবিধা নহে। প্রাতে প্রাতরাশ খাইয়া ৯টায় বাহির হইতাম, সমস্ত দিন টোটো করিয়া রাত্রিতে থিয়েটারাদির পর ১২টা বা ১টায় বাসায় ফিরিতাম; কোনও গোল নাই। যদি বাসায় আসিয়া লাঞ্চ ও ডিনার খাইতে হইত তবে আমাকে অনেক জিনিষ না দেখিয়া ফিরিতে হইত; কারণ, সহরের কেন্দ্র হইতে আমার বাসস্থান ৩। ৪ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

লণ্ডনে মানুষের সুবিধার অন্ত নাই। অল্প খরচে এরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দ আর কোথাও পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম যান, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়েতে (ভূমধ্যস্থ রেল) সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি শীঘ্র যাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন রেল, ট্রাম, অম্‌নিবস্‌, ঘোড়ার গাড়ি, মটর গাড়ি প্রভৃতি প্রচুর। আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে ট্রেণ মাটির নিম্ন দিয়া বৈদ্যুতিক বলে চলে। যন্ত্রে যাত্রীদিগকে ভূগর্ভে নাবায় ও উঠায়। নিম্নে প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম্ম; গাড়ি দুই মিনিট অন্তর আইসে; সেগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে বিভাসিত। দুইখানি মাত্র গাড়ি—একখানি ধূমপায়ীদিগের জন্য; অপরখানি সাধারণের। শ্রেণীবিভাগ নাই। ভাড়া দূরত্বানুসারে—এক পেনি হইতে তিন পেনি পর্য্যন্ত; প্রত্যেক গাড়িতে একজন পরিচালক থাকে, সে গাড়ি ছাড়িবা মাত্র গাড়ি কোন্ ষ্টেশনে দাঁড়াইবে বলিয়া দেয়। এরূপ ৮। ৯টি ভিন্ন ভিন্ন লাইন লণ্ডনে আছে। এক লাইন হইতে অন্য লাইনে যাইবার বদল টিকিট পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সুবিধা, টেলিফোঁ। প্রায় সব বাড়ীতেই টেলিফোঁ বসান।

তদ্ভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় টেলিফোঁর আফিস আছে। তথায় যাইয়া ২ পেনি দিলে ৩মিনিট কথা বলিয়া লওয়া চলে। টেলিফোঁর ব্যবস্থা লণ্ডনে ৪।৫ টি কোম্পানীর আছে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অদল বদল চলে, কাযেই কিছুমাত্র অসুবিধা নাই।

তৃতীয়. কোথাও কোন জিনিষ কিনিলে, ক্ষুদ্র হউক বৃহৎ হউক, বলিলেই বিনা খরচে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। বাজার করিয়া হয় ত ৬ মাইল দূরস্থিত বাটীতে আসিয়া দেখিবেন, ক্রীত জিনিষ সব আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চতুর্থ, পৃথিবীতে যত কিছু দ্রব্য প্রস্তুত হয়, লণ্ডনে সবই পাওয়া যায়। এত দোকান আর কোথাও নাই। স্থানবিশেষে খুব সস্তায়ও জিনিষ পাওয়া যায়। আর যে সব বড় বড় দোকানে জুতা শেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যান্ত হয়, সে রকম দোকান ৮।৯টা আছে। তাহাদের ভিতর ডাকঘর, রেস্তরাঁ, বিশ্রামাগার, এমন কি—ক্রেতাদিগের জন্য স্নানাগার ও পাঠগৃহ পর্য্যন্ত আছে।

সাধারণের জন্য স্নানাগার প্রভৃতি প্রায় সকল রাস্তাতেই আছে। সেগুলি প্রায়ই রাস্তার নিম্নে। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটি বাটীর মধ্যে গিয়া দেখা যায়, তথায় স্নানের জন্য ঠাণ্ডা ও গরম জল, পরিষ্কার কাচা তোয়ালে, সাবান প্রভৃতি রহিয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবগাহন স্নান ও সন্তরণের বন্দোবস্ত পর্যন্ত আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার, লণ্ডনের পুলিশম্যান। প্রত্যেক মোড়ে একজন পুলিশম্যান থাকে, বড় বড় চৌমাথায় ২।৩ জনও থাকে। রাস্তায় গাড়ির অত্যন্ত হুড়াহুড়ি, পদব্রজে রাস্তা পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাস্তার ঠিক মধ্যস্থলে পুলিশম্যান অটলভাবে দণ্ডায়মান। গাড়ি যে দিক্ হইতেই আসুক, তাহাকে দক্ষিণে রাখিয়া যাইতে হইবে। সে যখন দেখে, অনেকগুলি পাদচারী

রাস্তা পার হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে, তখন গম্ভীর ভাবে এক হস্ত উত্তোলিত করে। সে দিকের যত গাড়ি মন্ত্রমুগ্ধবৎ একেবারে যুগপৎ যে যেরূপ অবস্থায় থাকে, থামিয়া যায়। পুলিশম্যান সঙ্কেতে পাদল যাত্রীদিগকে রাস্তা পার হইতে বলে; সমবেত সকলেই পার হইয়া গেলে সে হাত নামাইয়া দিলে গাড়িগুলি আবার চলিতে আরম্ভ করে। এ ব্যাপার প্রত্যেক রাস্তায় ক্রমাগতই চলিতেছে এবং বিদেশীর হর্ষ ও বিস্ময় উত্তেজিত করিতেছে। বাহাদুরী অধিক কাহার, পুলিশম্যানের না ইঙ্গিত মাত্রে পরিচালিত শকটচালকদিগের? লণ্ডনের পুলিশম্যানের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা রাস্তাঘাটের অবস্থান-জ্ঞান। যত দূরস্থ হউক না কেন, যে কোন স্থানের কথা জিজ্ঞাসা-মাত্র কোন্ দিকে কয়টা মোড় ফিরিয়া সে স্থানে উপনীত হওয়া যাইবে একেবারে কলের ন্যায় বলিয়া দিবে। সময়ে সময়ে তাহাদের কথিত বিবরণ যাত্রীর মনে করিয়া রাখাও দুষ্কর হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক অনেকরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করে; পুলিশ-ম্যানও যথাসম্ভব সকলের কথার উত্তর দেয়। উহারা যে ভাবে মাথা ও মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

ইংলণ্ডের আর এক চমৎকার ব্যাপার, দাসদাসী। চাকর খুবই কম; কারণ, একে বেতন বেশী, তাহাতে চাকর রাখিলে টেক্স দিতে হয়। অধিকাংশ বাড়ীতে শুধু চাকরাণী থাকে। হয় ত একটা বাড়ীতে ৫ জন লোক, একটি মাত্র দাসী। সেই দাসী রান্নার জোগাড়, ঘর ঝাঁট, কাপড় চোপড় ঝাড়া, বিছানা পাতা, জুতা বুরুষ, বাজার করা, উনান ধরান—সমস্ত কার্য্যই করিবে, অথচ কখন তাহার মুখে একটি কথা শুনা যায় না! তদ্ভিন্ন সকলেই হয় ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আহার্য্য চাহেন বা কোন জিনিষ চাহেন; ঠিক সময়ে প্রত্যেকের আদেশ পলিত হইবে, এক মিনিটের

নড়চড় হইবে না। ইহাদের বেতনও এমন কিছু অধিক নহে; বোধ হয় মাসিক ১॥০ পাউণ্ড আন্দাজ। এ স্থানে বলা উচিত যে, সে দেশের এক পেনি যদিও আমাদের দেশের কথায় এক আনা বা চারি পয়সা, তথাপি তথায় এক পেনি এক পয়সা মাত্র। ভিখারীকে পয়সা দিতে হইলে এক পেনি, একটি দেশলাই কিনিতে হইলে এক পেনি, রেলে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইল এক পেনি প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে, পেনি তথায় পয়সা মাত্র, আনি নহে।

বিলাতের সুবিধার কথা কিছু বলিয়াছি, অসুবিধার কথাও কিছু বলিব। প্রধান অসুবিধার বিষয়ের আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি—তথায় পয়সার মূল্য বড় কম। আমাদের দেশে সচরাচর যাঁহাদিগকে বড়মানুষ বলা যায়, ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনায় তাঁহারা গরীব ভিন্ন কিছুই নহেন। যে দেশে একটা দেশলাইয়ের বাক্সের দাম চারি পয়সা, সে দেশে আমাদের মত মধ্যবিত্ত লোক যে দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এতদ্ভিন্ন সে দেশে বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না। আমরা এ দেশে কত কায বিনা খরচে চালাই; তথায় সব জিনিষেরই মূল্য আছে। দরজায় গাড়ি থামিলে কোথা হইতে একজন ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, তাহাকে অন্ততঃ এক পেনি বা চারি পয়সা দাও। কাহাকেও একখানা গাড়ি ডাকিয়া দিতে বল, সে এক পেনি পাইবার আশা করিবে। তাহা না দিলে নিন্দিত হইতে হয়। থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে বাস্তবিকই শারীরিক ক্রিয়ার জন্য পয়সা দিতে হয়। কোথাও গিয়া ওভারকোট খুলিয়াছ, আসিবার সময় ভৃত্য কোটটি ধরিয়া পরাইয়া দিল, তাহারও কিছু প্রত্যাশা।

তাহার পর লণ্ডনে রবিবারে ডাক বিলি হয় না। সভ্যজগতে আর কোথাও এ নিয়ম আছে কি না জানি না, কিন্তু পূর্ণ এক দিন ডাক বন্ধ রাখা যে কত অসুবিধাজনক তাহা বেশ বুঝা যায়। বিশেষ মনে করুন, যদি ভারতবর্ষীয় ডাক শনিবার রাত্রিতে বিলম্বে পৌছায়, তবে লণ্ডনস্থ সকলে সোমবারের পূর্ব্বে চিঠি পাইবে না, কিন্তু লণ্ডনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে রবিবারেই ডাক বিলি হইবে। এ বড় চমৎকার ব্যবস্থা !

ধোপা ও নাপিতের খরচ লণ্ডনে অত্যন্ত অধিক। সাধারণতঃ একটি সার্ট কাচিতে ।৵০ আনা, একখানি রুমাল কাচিতে ⁄১০ আনা, একখানি কলার কাচিতে ৵০ আনা লাগে। নাপিত দাড়ি কামাইতে ।০ আনা ও চুল ছাটিতে ॥০ ॥৵০ লয়। বড় ফ্যাসানের্ল্ জায়গায় অবশ্য ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ।

ইংলণ্ডের থিয়েটারের প্রশংসা অনেকদিন হইতে শুনিতাম। পূর্ব্বেই এত অধিক প্রশংসা শুনিয়াছিলাম যে, প্রথম দিন বাস্তবিকই হতাশ হইয়াছিলাম। কারণ, কল্পিত আদর্শটাকে এত উচ্চ করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, বাস্তবটা কিছুতেই তাহার নিকট পৌছিতে পারে না। তবে ক্রমে উপলব্ধি হইয়াছিল যে, বাস্তবিকই লণ্ডনের থিয়েটার প্রশংসনীয়। থিয়েটারের কিছু বিবরণ দিব। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে একটা কথা বলিয়া রাখি; থিয়েটার দেখিতে গিয়া ইংরাজ জাতির সহজ সরলতায় মুগ্ধ হইতে হয়। উহারা যেরূপ সব simple situationsএ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, উহাদের রূক্ষ ভাবটা একেবারেই বাহিক; অভ্যন্তর খুবই কোমল। আর থিয়েটার দেখিতে গিয়া লক্ষ্য করা যায়, বয়সের বিপরীত অনুপাতে রমণীর বেশভূষা। যাহার বয়স যত অল্প, তাহার পোযাক তত সাদাসিধা। অতি বর্ষীয়সী

রমণীদের প্রায়ই রেশমের পোষাক; স্বর্ণরৌপ্যাবিমণ্ডিত। ইহাতে কি তাঁহারা নিতান্তই আপনাদের বয়সের দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করেন না?

লণ্ডনে প্রায় ত্রিশটি থিয়েটার আছে। তদ্ভিন্ন প্রায় ১০ টি মিউজিক হল। থিয়েটারে রবিবার ভিন্ন প্রত্যহ অভিনয়। বুধ ও শনিবারে প্রায়ই দুই বার অভিনয় হয়। রাত্রি ৮টা কি ৮৷৷০ টায় আরম্ভ হইয়া ১১ টায় অভিনয় বন্ধ হয়। বুধ ও শনিবারে অতিরিক্ত অভিনয় ২৷৷০টা ৩টা হইতে ৫টা ৬টা পর্য্যন্ত চলে। নিত্য নূতন পুস্তকের অভিনয় হয় না। প্রায় একই নাটক প্রত্যহ অভিনীত হয়। হয় ত কোনও একখানি নাটক এক বৎসর দেড় বৎসর ধরিয়া প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে, অথচ প্রত্যহই লোকারণ্য, পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ না করিলে স্থানাভাবে ফিরিতে হয়। টিকিটের মূল্য ১ শিলিং হইতে ১০৷৷০ শিলিং। অবশ্য বক্সের আরও অধিক দাম, দুই, তিন, পাঁচ গিনি! সর্ব্বনিম্ন দুই শ্রেণী (গ্যালারি ১ শিলিং ও পিট ২৷৷০ শিলিং) ভিন্ন সর্ব্বত্রই অগ্রে স্থান ভাড়া করা যায়। এই ভাড়া করার জায়গা লণ্ডনের প্রত্যেক রাস্তায় অনেকগুলি করিয়া আছে। ভাল ভাল অর্থাৎ বেশী popular অভিনয়ের জন্য ৪।৫ দিন অথবা তাহারও পূর্ব্বে স্থান ভাড়া না করিলে আসন পাওয়া যায় না। টিকিটে নম্বর দেওয়া থাকে, সেই নম্বর দেখিয়া চেয়ারে বসিতে হয়। অনেক সময় কত লোক অনেকগুলি টিকিট কিনিয়া রাখে, পরে অভিনয়ের রাত্রিতে হয় ত দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ দামে দর্শকদিগণের নিকট বিক্রয় করে।

থিয়েটারে দর্শকদিগের জন্য অনেক Opera glass রক্ষিত থাকে। প্রত্যেক সারির দর্শকদিগের জন্য সম্মুখের সারির চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগে কৌটার ন্যায় আধারে Opera glass সংরক্ষিত। একটি ছয় পেনি

ফেলিয়া দিলে কৌটা আপনিই খুলিয়া যায়। পরে অভিনয়ান্তে দর্শক Opera glass যথাস্থানে রাখিয়া থাকেন। প্রোগ্রাম দাম দিয়া কিনিতে হয়, বিনামূল্যে দেয় না। দাম আবার একই প্রোগ্রামের সর্ব্বত্র সমান নহে। যে প্রোগ্রাম গ্যালারিতে এক পেনিতে পাওয়া যায়, ষ্টলে তাহারই দাম ছয় পেনি। বক্সে কত দাম জানি না। অভিনয়ের সময়ে দর্শকদিগের বসিবার স্থানে আলোক থাকে না। প্রত্যেক অঙ্কের অভিনয়ের পূর্ব্বে আলোক নির্ব্বাপিত হয়। কাযেই দর্শকদিগের পরস্পরের কথোপকথনের গুঞ্জন খুব কমই শ্রুত হয়। দুই অঙ্কের অভিনয়ের অবকাশকালে শুভ্রবেশপরিহিতা পরিচারিকাগণ চা, কাফি, চকোলেট প্রভৃতি বিক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন মদ্য ও ধূমপানের ব্যবস্থা আছে। চকোলেট খাওয়াটা ইংরাজ জাতির বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের একটা রোগের মধ্যে। যখন তখন এবং যত ইচ্ছা চকোলেট ইহারা খায় এবং খাইতে পারে, ইহাতে বয়সে কিছু বাধে না। আবালবৃদ্ধ সকলেই চকোলেট খায়। এক একটা থিয়েটারে আমাদের দেশের রঙ্গালয় অপেক্ষা অনেক অধিক দর্শকের স্থান হয়। পিট ও গ্যালারিতে স্থান পাইতে হইলে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা আগে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। পুলিশ দুইজন করিয়া সার গাঁথিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। টিকিট-ঘর খুলিলে একে একে গিয়া টিকিট কিনিয়া স্থান অধিকার করিতে হয়। হয় ত টিকিট-ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া সার সে রাস্তা পার হইয়া অন্য রাস্তা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় লম্বমান। এই সারকে queue বলে। শুনিয়াছি, কোন কোন নাটকের প্রথম অভিনয় উপলক্ষে লোক ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সার গাঁথে, সেই রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া পান ভোজন সবই সমাধা করে; কেহ কেহ বা বাড়ী হইতে ক্যাম্প টুল প্রভৃতি লইয়া গিয়া

শ্রান্তি অপনোদন করে, কেহ বা লোক ভাড়া করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে, পরে নিজে যথাকালে উপস্থিত হয়। থিয়েটারের মঞ্চগুলিও অতি প্রকাণ্ড; একসঙ্গে বহু লোকের স্থান হয়। আমি একটা অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তাহাতে একখানি মোটরগাড়ি আনিয়া দেখায়, দশ বারটা ঘোড়া রঙ্গমঞ্চের উপর ঘোড়দৌড় করে এবং একটা রেলওয়ে এঞ্জিন একটা পুরাদস্তুর Horse-boxএর উপর আসিয়া পড়ে এবং সমস্ত চুরমার হইয়া যায়। সত্যমিথ্যা জানি না, শুনিয়াছিলাম এই অভিনয়ে প্রতি রজনীতে ১২০০, ১৫০০ টাকা খরচ হয়। বাস্তবিক দৃশ্যসৌন্দর্য্য অতি অসাধারণ ও অনিন্দ্যসুন্দর।

আমি সেক্সপিয়ারের Henry VIII. অভিনয় দেখিয়াছিলাম। যে সময়ের ঘটনা অভিনীত পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঠিক সেই সময়ের; এবং যে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রী ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই সেই ব্যক্তির ন্যায় চেহারাও করিয়াছিলেন! বাস্তবিক রঙ্গমঞ্চে রাজা হেন্‌রীকে যেন ন্যাশানাল গ্যালারী চিত্রালয়ের হেন্‌রীর সজীব সংস্করণ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

যত দিন অভিনয় দেখিয়াছিলাম, দুইটি গার্হস্থ্য নাটক আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু সে দুইটিতে দর্শকের তত ভিড় দেখিলাম না। ইংরাজজাতি স্নিগ্ধ গম্ভীর অভিনয় ভালবাসে বলিয়া বোধ হইল না।

আমি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতাদিগের অনেকেরই অভিনয় দেখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সার চার্লস উইণ্ডহাম, সার হার্বার্ট ট্রি, বুর-শিয়ার এবং ডুমরিয়ারের অভিনয় আমার নিকট সর্ব্বোত্তম মনে হইয়াছিল বিশেষতঃ উইণ্ডহামের। এমন সহজ সুন্দর অভিনয় আমি খুব কমই দেখিয়াছি। দেখিলে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশের এক ষ্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর অভিনয়ে ঐ

সহজ ভাব পরিলক্ষিত হয়। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে অমৃতবাবুর অভিনয় দেখিতাম। উইগুহামকে দেখিয়া অমৃতবাবুর কথা খুব মনে পড়ে। Mannerismএর একান্ত অভাব, যাহা আছে তাহা ঠিক অমৃতবাবুর মত।

য়ুরোপে থিয়েটার ভিন্ন মিউজিক হল নামক আর একরূপ প্রমোদ-গৃহ আছে। তথায় নাটক অভিনীত হয় না, যাহা কিছু অভিনয় হয় তাহাও কেবল ভাবভঙ্গীতে; অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গ বাক্যস্ফুরণ করে না, শুধু হাবভাবে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেয়। তদ্ভিন্ন মিউজিক হলে গান, নাচ, ম্যাজিক, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি দেখায়। এই জন্য উহার আর এক নাম, Variety Stage—বৈচিত্র্য মঞ্চ। এই সব স্থানে দর্শকদিগের বসিবার ও বেড়াইবার স্থান থাকে, অনেকে সমস্তক্ষণ পাদচারণ করে। এই মিউজিক হলগুলি কুপথগামী স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনস্থান। সে চিত্রের পরিচয়ে আর কায নাই।

এই থিয়েটারের প্রসঙ্গে আলবার্ট হলের বর্ণনা করিতে হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ত্রিশ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই প্রকাণ্ড গোলাকার হল নির্ম্মিত। দশ হাজার লোক ইহাতে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। লণ্ডনের বড় বড় রাজনৈতিক সভা এবং সঙ্গীতবৈঠক এই হলে হয়। এই দালানে প্রায় ৯০০০ পাইপযুক্ত একটি প্রকাণ্ড অর্গ্যান আছে। সমবেত ব্যক্তিবর্গের পাদচারণের স্থানও আছে। রাজার প্রবেশদ্বার, বসিবার ঘর প্রভৃতি স্বতন্ত্র। এই হল দেখিতে তিন পেনি দর্শনী দিতে হয়। পৃথিবীতে এত বড় সভাগৃহ খুব কমই আছে। অথচ ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, মঞ্চের উপর বক্তৃতা করিলে অল্প আয়াসে সকল শ্রোতাই বক্তার কথা শুনিতে পায়; আমাদের সেনেট হাউসের মত নহে। মঞ্চটির উপরে সহস্র ব্যক্তির স্থান হয়। দর্শকদিগের জন্য বসিবার

আসন আছে। রক্ষীর নিকট শুনিলাম যে, বল নাচ বা Charity perfomance উপলক্ষে আসন সরাইয়া ফেলা হয়; তখন বার হাজার লোকের স্থানসঙ্কুলান হয়।

আলবার্ট হলের সম্মুখেই কেনসিংটন উদ্যানের এক অংশে Albert Memorial বিদ্যমান। প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের নিম্নে প্রিন্স আলবার্টের ১৩ ফুট উচ্চ ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। তাহার চতুঃপার্শ্বে নানাদেশীয় কবি, চিত্রকর, শিল্পী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি; চারি কোণে কৃষি, বাণিজ্য, স্থাপত্য ও উৎপাদক শিল্পের কল্পিত মূর্ত্তি। নিম্নে মর্ম্মরসোপান ও সর্ব্বনিম্নে য়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার রূপক মূর্ত্তি। ১৮ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মিত।

অন্য কিছু বলিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের যানাদি সম্বন্ধে কিছু বলিব। টিউব রেলওয়ে বা ভূমধ্যস্থিত বৈদ্যুতিক গাড়ি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। ইহাই লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত যান এবং ইহার দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও স্বল্পসময়সাপেক্ষ। সকলেই জানেন যে, লণ্ডন খুব বড় সহর এবং ইহার প্রসার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এখন ভূমধ্যস্থিত গাড়ির ৮।১০টি লাইন লণ্ডনে আছে এবং তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। সহজেই বুঝা যায়, লণ্ডনের এক অংশ হইতে অংশান্তরে যাওয়ার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। লণ্ডন অবশ্য টেম্‌স নদীর দুই তীরেই বিস্তৃত। কিন্তু টেম্‌সের দক্ষিণ বা সরের (Surrey) দিকের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প কর্ম্মকোলাহলকলয়িত। ঐদিকে দুইটি মাত্র টিউব রেলওয়ে আছে। দুইটিরই অবশ্য স্বতন্ত্র tunnel বা সুরঙ্গ আছে। তদ্ভিন্ন 'পদ্যপাঠের' সেই "উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর" সে সুরঙ্গ ত আছেই। মোট এই তিনটি সুরঙ্গ নদীর নিম্নে আছে।

এই স্থলে বলা উচিত যে, প্যারিসেও এইরূপ ভূমধ্যস্থিত রেলওয়ে

আছে, এবং তথাকার লাইন সমস্তই বৈদ্যুতিক আলোকমালায় আলোকিত। লণ্ডনের রেলপথগুলি অন্ধকার, কেবল গাড়ির মধ্যে খুব আলো থাকে। দুই একটি লাইনে অত্যন্ত শব্দ হয়, গাড়ির ভিতর কথোপকথন একরূপ অসম্ভব, তবে সব লাইনে এরূপ নহে। কেহ কেহ বলেন যে, এই সব ভূমধ্যস্থিত গাড়িতে দম আটকানর মত ভাব হয়। আমার সেরূপ কিছু হয় নাই?

তাহার পর রেলগাড়ি। রেলওয়ে সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, লণ্ডনে যতগুলি লাইন আছে, সকলেরই সীমান্ত ষ্টেশন লণ্ডনের খুব জনাকীর্ণ ও কর্ম্মবহুল অংশে; আমাদের দেশের ন্যায় সহরের এক প্রান্তে নহে। কোথাও সুরঙ্গ কাটিয়া কোথাও বা রাস্তার খুব উর্দ্ধে পুলের ন্যায় গাঁথিয়া তাহার উপর দিয়া রেলওয়ে লাইন সহরের মধ্যে আনিয়াছে। লণ্ডন হইতে ১০।১২টি বড় বড় রেলওয়ে লাইন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র গিয়াছে। ইহাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন সীমান্ত ষ্টেশন আছে, তন্মধ্যে ৮।৯টি প্রধান। ইংলণ্ডের বাহিরে য়ুরোপীয় মহাদেশে যাইবার প্রধান ষ্টেশন তিনটি—চেয়ারিং ক্রশ, ভিক্টোরিয়া ও ওয়াটার্লু। এই তিনটি পরস্পর খুব সন্নিকট। সব ষ্টেশনই খুব প্রকাণ্ড; প্রায় সকল ষ্টেশনেই ১২।১৪টি প্ল্যাটফর্ম্ম এবং পাঁচ সাত মিনিট অন্তরই ট্রেণ ছাড়ে। আমাদের দেশে ষ্টেশনের বাহিরে মাত্র দুইটি লাইন, একটি আপ্ ট্রেণ ও একটি ডাউন ট্রেণের জন্য। বিলাতে প্রায়ই ৫।৮টি লাইন; একসঙ্গে ২।৩খানা আপ্ ট্রেণ ও ২।৩খানা ডাউন ট্রেণ লাইনের উপর চলে। অবশ্য লণ্ডন হইতে দূরে গেলে প্রায়ই দুইটিমাত্র লাইন। কিন্তু এই ভয়ানক ট্রেণের ঘেঁসাঘেঁসিতে লণ্ডনের কাছাকাছি জায়গায় লাইনের অবস্থান ঠিক রাখা যে কি সাবধানতার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। বড় বড় গ্রাম বা সহরের জন্য অনেক বিশেষ ট্রেণ আছে। সে সব ট্রেণ লণ্ডন হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে সেই সব স্থানে

থামে; কখনও কখনও বা দুই একখানা গাড়ি চলন্ত ট্রেণের পশ্চাভাগ হইতে কোনও গ্রামে কাটিয়া রাখিয়া যায়। বার্ম্মিংহামগামী এইরূপ ট্রেণের গাড়িতে আমি ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে গিয়াছিলাম। যখন পথে এক ষ্টেশনে আমাদের গাড়ি থামিল তখন ট্রেণের এঞ্জিন ও পূর্ব্বাংশ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

রেলে কেবল তিন শ্রেণী। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রায় সব যাত্রী যাওয়া আসা করে। ধনীরা বা যাঁহারা একাকী গমনাগমন করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া আসা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রি-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। সেজন্য অনেক ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী প্রায়ই থাকে না। সব শ্রেণীর গাড়িরই বসিবার বন্দোবস্ত একরূপ, কেবল গদীর চামড়ার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের; তবে যে সব গাড়ি খুব অল্প দূর যায়, তাহাতে আমাদের দেশের suburban বা নগরোপকণ্ঠগামী ট্রেণের মত বেঞ্চ বেত্র দিয়া ছাওয়া। অন্য গাড়ি ফ্রান্সের গাড়ি যেরূপ লিখিয়াছি সেইরূপ। যে সব ট্রেণ একটু বেশী দূর যায় অথবা যেগুলি খাওয়া দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলে, সেগুলিতেই আহারের জন্য গাড়ি থাকে। রাত্রিতে যে সব ট্রেণ একটু বেশী দূরে যায় তাহাতে ঘুমাইবার গাড়ি থাকে; এ ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর জন্য এবং তাহাতে ১৫৲ টাকা অধিক দিতে হয়। অন্য শ্রেণীতে কেবল বসিবার ব্যবস্থা; তবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক যাত্রী কোনও কামরায় লয় না। গাড়ির স্নানাগারে ঠাণ্ডা ও গরম জল, সাবান, তোয়ালে, শৌচার্থ কাগজ সবই পাওয়া যায়। ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া মাইল পিছু এক আনা (আমাদের দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ ভাড়ার সমান)। রিটার্ণ টিকিট সব শ্রেণীতেই পাওয়া যায়, তবে প্রায়ই ভাড়ার কিছু সুবিধা হয় না। দুই এক স্থলে মাত্র রিটার্ণ টিকি-টের ভাড়া যাতায়াতের সাধারণ ভাড়ার কিছু কম। অনেক যাত্রী

তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন বলিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে খুব ভাল বন্দোবস্ত। পার্লামেণ্টের অনেক সভ্যও তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া আসা করেন। তৃতীয় শ্রেণীর আর একটি নাম পার্লামেণ্টারি (Parliamentary Class) শ্রেণী। ছুটী অথবা পর্ব্বদিন উপলক্ষে লণ্ডন হইতে অথবা লণ্ডন পর্য্যন্ত Excursion Trains ছাড়ে, তাহার ভাড়া অতিশয় অল্প; যাতায়াতে অনেক সময় একবারের ভাড়ার অপেক্ষাও কম।

এই ত গেল ট্রেণের অবস্থা। এতদ্ভিন্ন ট্রাম বা অম্‌নিবস্ (চলিত-কথায় 'বাস') আছে। দেশের অনেক জায়গায় সেগুলি চলে। লণ্ডনে হিসাবে জানা গিয়ছে যে, বৎসরে লণ্ডনের প্রত্যেক অধিবাসী গড়ে এক শত বারেরও অধিক ট্রামে বা বাসে চড়ে। এগুলি প্রায় আমাদের দেশের গাড়িরই মত। তবে প্রায়ই দ্বিতল ও ছাতের উপর যাহারা বসে তাহারাই ধূমপান করিতে পায়। সব গাড়িরই পশ্চাভাগে দরজা ও তাহার পার্শ্বেই ছাতে উঠিবার ঘুরাণ সিঁড়ি। দূরত্বানুসারে, মাইল খানেকের ভাড়া অর্দ্ধ পেনি বা দুই পয়সা। বাস ও ট্রামের ছাত হইতে সহর দেখার বড় সুবিধা। ট্রামে, টিউবে, রেল ষ্টেশনে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপনের খুব ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপনের জ্বালায় নবাগতের পক্ষে ট্রাম কোথায় যাইবে জানা অনেক সময় কষ্টকর। তবে যে সব নির্দ্দিষ্ট স্থানে ট্রাম থামে, সেই সব স্থানে কণ্ডাক্টার গন্তব্য স্থানের নাম হাঁকিয়া জানাইয়া দেয়। বিজ্ঞাপনের মধ্যে ব্রায়াণ্ট ও মের দেশলাইয়ের বিজ্ঞাপনই অধিক। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের বয়ান Support Home Industries—স্বদেশী শিল্প পোষণকর। টেম্‌স্ নদীতে অনেক ষ্টীম-বোট আছে, তাহাতেও অনেক যাত্রী যাতায়াত করেন। ভাড়াও খুব কম।

তাহার পর লণ্ডনের দোকানের কথা। বড় বড় দোকান অতি সুন্দর ভাবে সাজান। অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক শুধু রাস্তা হইতে দোকান

দেখিয়া সময় কাটান ও সখ মিটান। বাস্তবিক রাত্রিতে যখন, সব দোকান বন্ধ হয়, তখনও বড় বড় জানালার (plâte ġlass windows) ভিতর দিয়া বিদ্যুতালোকবিভাসিত সুসজ্জিত দোকান পাট দেখিতে অতি সুন্দর। পথিকের মন আপনা আপনি তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, Storės বা জুতা শেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত হয় (অথবা ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে সূচ হইতে হস্তী পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়) এ রকম দোকান লণ্ডনে অনেকগুলি আছে। এই সব দোকানের শোভা ও ঐশ্বর্য্য বাস্তবিকই দেখিবার মত। দোকানে ঢুকিলে ইংরাজ যে দোকানদারের জাতি তাহা বেশ বুঝা যায়। একটা সামান্য কিছু জিনিষ চাহিলেও তৎক্ষণাৎ খরিদ্দারের মনের মত জিনিষ যোগাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। আমাদের দেশে ভদ্রলোকের দোকানে জিনিষ কিনিতে গেলে বিক্রেতা যেন ক্রেতাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন, এ ভাব প্রায়ই দেখা যায়; বিলাতে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব। একটা চারি পয়সার জিনিষ কিনিতে গেলেও যত বড় দোকানই হউক, বিক্রেতা এরূপ ভাব দেখায় যেন সমস্ত দোকান ধন্য হইতেছে; তাহার পর যদি খরিদ্দারের মনের মত জিনিষ না দিতে পারে তাহা হইলে ক্রেতার ফরমাইস মত দ্রব্য তৈয়ার করাইয়া দিতেও সচেষ্ট হয়। পরে জিনিষ কিনা হইলে আবার তাহা বাটীতে পাঠাইয়া দিবে! তজ্জন্য কোনও আদায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিলাত আমাদের দেশের দেশের ন্যায় সমতল নহে, খুব অসমান; কাযেই সব গাড়িতেই ব্রেক থাকে; ঘোড়ার গাড়িতেও গাড়োয়ানের হাতের কাছে ব্রেকের হাতল থাকে। উপর হইতে নীচে যাওয়ার সময় সেই হাতল টানিয়া ব্রেক আঁটে। য়ুরোপে এক মিলানো (ইটালির অন্তঃপাতী মিলান)

সহরে গাড়িতে ব্রেক দেখি নাই ; তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র আছে। এই অসমতার জন্য মধ্যে মধ্যে বড় মজা দেখা যায়। লণ্ডনে একটা খুব লম্বা রাস্তা আছে, তাহার কতক কতক অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এক অংশের নাম Holborn Viaduct (এই রাস্তার উপর প্রসিদ্ধ Tabloid মার্কা ঔষধ-বিক্রেতা Burroughs Wellcome কোম্পানীর দোকান) ইহার নীচে দিয়া খুব চওড়া অন্য এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উপর হইতে নীচে নামিবার সিঁড়ি আছে। গাড়িতে গেলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়।

এই অসমতলতার জন্যই বিলাতে গাড়ির ঘোড়াগুলি খুব বৃহদাকার ও বলবান। আমাদের দেশের ভাড়া গাড়ির ঘোড়ার ন্যায় অস্থিচর্ম্মসার পক্ষিরাজনন্দন য়ুরোপে কোথায়ও দেখা যায় না।

ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতবর্ষীয়ের পক্ষে পার্লামেণ্ট গৃহ দেখিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই প্রবল হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যে সময়ে ইংলণ্ডে ছিলাম সে সময় মহাসভার অধিবেশন বন্ধ ছিল, তাই আমার সভা দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু আমি দুই দিন ভিতরে যাইয়া সভাগৃহ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেই কথা কিছু লিখিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে ট্রেণ ঢুকিবার পূর্ব্বেই সেতুর উপর হইতে নদীতীরস্থ পার্লামেণ্ট গৃহ দৃষ্টিগোচর হয়। নদীর তীরেই পার্লামেণ্টের প্রকাণ্ড বারাণ্ডা বা Terrace, প্রায় ৪০০ গজ লম্বা। ইহাই সভ্যদিগের এবং Seasonএর সময়ে fashionable মহিলাদিগের বৈকালিক মিলনস্থান। আমি অবশ্য সে দৃশ্য দেখি নাই। রাজা যখন মহাসভায় আইসেন, তখন তাঁহার জন্য যে প্রবেশদ্বার আছে, সাধারণের প্রবেশদ্বার তাহার পার্শ্বেই। এই দ্বার দিয়া ঢুকিয়া Royal Gallery, Prince's Chamber, হাউস অব লর্ডস্, লবি, সেণ্ট্রাল হল, হাউস অব কমন্স, সেণ্ট ষ্টিফেন্স্ হল ও ওয়েষ্টমিনষ্টার হল, মাত্র

এই কয়টি ঘর সাধারণে দেখিতে পায়। হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব কমন্‌স ভিন্ন প্রত্যেক ঘরেই দেওয়ালে ও ছাতে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। অনেকগুলি মর্ম্মর মূর্ত্তিও এই সব ঘরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

Royal Galleryতে প্রকাণ্ড দুইখানি ছবি—নেলসনের মৃত্যু ও ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর ওয়েলিংটন ব্লুচারের সাক্ষাৎ। এই দুইখানিই খুব প্রসিদ্ধ চিত্র। মুমূর্ষু নেলসনের মুখের ভাব অতি নিপুণতাসহকারে চিত্রিত। ইহার পরে Prince's Chamber। তথায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি। তাহার পরেই হাউস অব লর্ডস, প্রথমে দুই খানি রাজসিংহাসন—সম্মুখে সুপ্রসিদ্ধ Woolsack এবং তাহার পর অভিজাতদিগের আসন। সমস্ত আসন লাল মরক্কোচর্ম্মে আবৃত, দেখিতে বাস্তবিকই খুব মহিমামণ্ডিত। উলস্যাকটিতে বসিলে আরামের অত্যন্ত অভাব হয় বলিয়া মনে হইল। একটা উচ্চ বৃহৎ জলচৌকির ন্যায় আসন, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একটা চতুষ্কোণ তাকিয়ার ন্যায় ঢিবি। ইহার উপর বসিলে কিছুমাত্র আরাম পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। চৌকিটা দেখিলে মনে হয় যে, উহাতে বসিলে পা মাটীতে ঠেকে না, ঝুলিয়া থাকে।

রাজসিংহাসন দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত এবং চন্দ্রাতপযুক্ত। গুটিকতক ধাপের উপর সিংহাসন স্থাপিত, এই সব ধাপে সভাধিবেশনের সময় যে সব Privy Councillor লর্ড নহেন, তাঁহারা বসিতে পায়েন।

লর্ডদিগের আসনের পর একটা ছোট খোয়াড়ের বা আসামীর কাঠগড়ার মত রেলিং দেওয়া স্থান। কমন্‌স সভার বক্তা (Speaker) এবং সভ্যরা এই স্থানে দাঁড়াইয়া রাজাদেশ এবং রাজার বক্তৃতা শুনেন। স্থানটি অতি সঙ্কীর্ণ; বোধ হয় কষ্টে ৮।১০ জনের স্থান হয়।

কাযেই বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অধিবেশনের সময় ভদ্রলোকের নিগ্রহের সীমা থাকে না। হাউস অব লর্ডসের পরেই Peers' Lobby বা ante-chamber তথায় লর্ডরা তাঁহাদের ওভার কোট এবং টুপি রাখেন, প্রত্যেকের কার্ডসংযুক্ত একটি করিয়া খোঁটা আছে। তাহার পর সরু পথকক্ষ। ইহার দুই পার্শ্বে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছবি। তাহার পরে মধ্যস্থ হল—অতি সুন্দর ও শুভ্র। এই হলে গ্ল্যাডষ্টোন, সার উইলিয়ম হারকোর্ট, লর্ড জন রাসেল প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। কয়েকটি স্থান এখনও অনধিকৃত; ভবিষ্যতে বোধ হয় অ্যাসকুইথ, ব্যালফোর প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে। ইহার পর আর একটি সরু পথকক্ষ; এই স্থানেও খানকতক সুন্দর ছবি আছে, তাহার মধ্যে The Last Sleep of Argyll সুপ্রসিদ্ধ। অতঃপর Commons লবি এবং তৎপরেই House of Commons; প্রথম দেখিলে মনে একটা প্রকাণ্ড হতাশার ভাব আইসে। এই ক্ষুদ্র, স্বল্পালোকিত কক্ষ এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধানতম শাসন ও অধিবেশনের স্থান! বাস্তবিকই ঘরটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন। এক ধারে ও মধ্যে স্পিকারের চন্দ্রাতপমণ্ডিত আসন, সম্মুখে কেরাণীদিগের টেব্‌ল এবং দুইপার্শ্বে চারিখানি করিয়া বেঞ্চ। বেঞ্চগুলি অবশ্য সবুজবর্ণ চামড়ায় মণ্ডিত; Green Benches of Westminster সকলেই জানেন। বেঞ্চগুলি ঘরে লম্বা লম্বি সাজান, মধ্যে একটা রাস্তা, তাহারই নাম Gangway ঘরে আন্দাজ ৪৫০ জন সভ্যের অতি কষ্টে স্থান হয়, অথচ সভ্যের সংখ্যা ৬৭০। উপরে গ্যালারি, পুরুষ ও স্ত্রীলোক দর্শকদিগের স্থান। স্ত্রীদর্শকের নির্দ্দিষ্ট স্থানের সম্মুখে অতি অস্বচ্ছ আবরণ। য়ুরোপের মধ্যে এই এক স্থানে মাত্র পর্দ্দা আছে বলিয়াই বোধ হয় এই স্থানে পর্দ্দার এত বেশী কড়াকড়ি। ঘরে ঢুকিবার দরজার উপরেই একটি ঘড়ি এবং এই ঘড়ির উপরে যুবরাজের আসন। ছাতে প্রকাণ্ড আলোকাধার—স্ফটিক-

নির্ম্মিত। রক্ষীর নিকট শুনিলাম, এই আলোক প্রজ্জ্বালিত হইলে ঘরের শোভা খুব মনোরম হয়।

St. Stephen's Hall অতি সুন্দর—প্রশস্ত—শুভ্রমর্ম্মরনির্ম্মিত দীর্ঘ কক্ষ। দুই ধারে অনেক রাজা রাণী ও হ্যাম্পডেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জনগণের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। তৎপরে গুটকতক সিঁড়ি দিয়া দর্শক ওয়েষ্ট-মিনষ্টার হলে পৌঁছিবেন—হলটি অতি প্রকাণ্ড এবং স্তম্ভশূন্য। পৃথিবীতে এত বড় স্তম্ভবিহীন হল আর আছে কি না সন্দেহ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫০ ফুট এবং উচ্চে ৯০ ফুট। ছাতের খিলান ওককাষ্ঠমণ্ডিত। হলের এক পার্শ্ব বেদীর ন্যায় একটু উচ্চ। হলে ঢুকিলে একটা গাম্ভীর্য্য অনুভূত হয় এবং মেকলের সেই প্রসিদ্ধ বিবরণ মনে পড়ে। কত প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা এই হলে সম্পন্ন হইয়াছে! প্রথম চার্লস, সার টমাস মুর, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি কত সম্ভ্রান্ত লোকের বিচার এই স্থানে হইয়াছে। হলের দুই পার্শ্বে ইংলণ্ডের জনকতক রাজা রাণীর মর্ম্মর-মূর্ত্তি। হলের হর্ম্ম্যতলোপরি খানকতক ক্ষোদিত ফলক; যে স্থানে বিচারের সময় রাজা প্রথম চার্লস দাঁড়াইয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোনের এবং রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের শবদেহ যে যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল এবং আর্ল অব ষ্ট্রাফোর্ডের বিচারের সময় তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে এই সকল ফলক প্রোথিত। হল হইতে-বাহির হইয়া প্রকাণ্ড উঠান New Palace Yard এবং সম্মুখে উত্তরের কোণে প্রসিদ্ধ Clock Tower এবং Big Ben নামক ঘণ্টা। ঘড়িটি অতি উচ্চে বসান; স্তম্ভটি বোধ হয় ৩০০ফুট উচ্চ। একদিন দেখিলাম, কতক গুলি মিস্ত্রি স্তম্ভগাত্রে ভারা বাঁধিয়া মেরামত করিতেছে। নিম্ন হইতে লোক গুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

বলিতে ভুলিয়াছি, Westminster Hall এর সম্মুখেই অলিভার ক্রমওয়েলের প্রস্তরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

New Palace Yard এর পার্শ্বেই সুবিখ্যাত ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের সেতু এবং সেই স্থান হইতে Victoria Embankment নামক সুবিশাল নূতন রাস্তা টেম্‌স নদীর ধার দিয়া প্রায় ১৷৷ মাইল চলিয়া গিয়াছে। প্রথমেই ইংলণ্ডের কাহিনী-প্রসিদ্ধ রাণী বোডিসিয়ার রথে দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি।

পার্লামেণ্টের পরেই ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবির কথা মনে হয়। অনেকের ধারণা আছে—অন্ততঃ আমার ছিল—যে, আমাদের দেশে যেমন গির্জ্জার সন্নিকটস্থ ভূমিতে মুক্ত আকাশতলে মৃতের কবর থাকে অ্যাবিতেও বুঝি সেইরূপ। কিন্তু দেখিলাম, তাহা নহে। এই অ্যাবিতে এবং য়ুরোপের সমস্ত প্রধান ভজনালয়ে—ঘরের ভিতর হর্ম্যতলে মৃতের সমাধি; দর্শক ও জনসাধারণ সেই সব সমাধির উপর দিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করেন। প্রধান প্রধান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের সমাধির উপর দিয়া পদক্ষেপ করিতে কাহাকেও কুণ্ঠিত হইতে দেখি নাই। কিন্তু আমার বাস্তবিকই অত্যন্ত দ্বিধা বোধ হইত। অ্যাবির স্তম্ভের ও দেওয়ালের গাত্রে প্রসিদ্ধ লোকদিগের স্মৃতিফলক, কাহারও কাহারও প্রতিমূর্ত্তি। সমব্যবসায়ীলোকদিগের স্মৃতিফলক যথাসম্ভব একই স্থানে সংরক্ষিত এবং সেই অনুসারে অ্যাবির অংশবিশেষের নাম Poets' Corner, Little Poets' Corner, Statesmens' Aisle প্রভৃতি। হয় ত মৃতদেহ যে স্থানে সমাহিত আছে, স্মৃতিফলক তথা হইতে দূরে স্থাপিত।

অ্যাবির অংশবিশেষ, যথায় রাজারাণীদিগের শব সমাহিত, তাহার নাম Chapel of Henry VII (সপ্তম হেনরীর চ্যাপেল)। এই অংশ দেখিতে সোম ও মঙ্গলবার ভিন্ন প্রত্যহ ৬ পেনি দর্শনী দিতে হয় ও একজন পাদ্রী দর্শকদিগকে লইয়া সমস্ত অংশ বেশ করিয়া দেখাইয়া ও তাহার ইতিহাস বুঝাইয়া দেন। ইহার এক পার্শ্বে

প্রসিদ্ধ অভিষেকের আসন; একটি অতি সামান্য ভগ্নপ্রায় জরাজীর্ণ কাষ্ঠাসন, তাহার নিম্নে একখানা প্রকাণ্ড ময়লা পাতর। এই চেয়ারে প্রথম এডওয়ার্ড হইতে পঞ্চম জর্জ্জ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সমস্ত রাজারাণীর অভিষেক হইয়াছে। চেয়ারখানি পূর্ব্বে খোলা থাকিত কিন্তু অনেকে তাহার গাত্রে নাম ক্ষোদিত করায় এক্ষণে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সাধারণে তাহা স্পর্শ করিতে পায় না।

ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবিতে কত প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি! এই স্থানে কিছুক্ষণ থাকিলে মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। রাজা রাণীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এইস্থানে চসার, মিল্টন, বেন্‌জনসন, সেক্সপীয়ার, ডিকেন্স, থ্যাকারে, মেকলে, স্কট, টেনিসন, বার্ণস, ব্রাউনিং, রাস্কিন, প্রভৃতি সাহিত্যিক; ষ্টিফেন্‌সন, ক্রনেল, কেলভিন, নিউটন, হার্শেল, ড্যারউইন, প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্য; পিট্, পীল, কবডেন, বার্ক, গ্ল্যাডষ্টোন, ডিসরেলি প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ ও ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ওয়ারেন হেষ্টিংস, আউটর‍্যাম, লরেন্স প্রভৃতির মৃতদেহ সমাহিত বা স্মৃতিফলক স্থাপিত। বাস্তবিকই ইহা ঐতিহাসিক ছাত্রের পক্ষে এক মহাপীঠস্থান।

লণ্ডনের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিশদ বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; ব্রিটিশ মুজিয়ম, বা ন্যাশনাল গ্যালারি বা টেট গ্যালারির বর্ণনা করিয়া তাহাদের চিত্র পাঠকের সম্মুখে স্থাপিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। বিশেষ চিত্রশালাগুলির বর্ণনা লিখিয়া কোনও লাভ নাই। যদি চিত্রের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বরং পাঠকের ধৈর্য্য থাকিত। তবে মুজিয়মগুলির মধ্যে South Kensington মুজিয়মের কথা কিছু বলিতে হয়। তথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশের খনিজ কৃষিজ প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের নমুনা সংরক্ষিত। ভারতবর্ষীয় বিভাগে ভারতের যাবতীয় খনিজ

পদার্থের নমুনা আছে। বঙ্গদেশের পাটের গাছ হইতে দড়ী পর্য্যন্ত আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আছে। আর আছে, আমাদের রাজা ও তাঁহার পিতা যখন ভারতবর্ষে আইসেন তখন যে সকল অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিলেন সেই সমস্ত অভিনন্দনপত্র। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সিংহাসন প্রভৃতি যাহা তাঁহারা উপহার পাইয়াছিলেন, সে সকলও এই স্থানে সংরক্ষিত। এই স্থলে বলা উচিত যে, ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে একখান প্রকাণ্ড রথ আছে।

লণ্ডনের প্রধান রাজাবাস বকিংহাম প্রাসাদে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তবে রাজা বৎসরের অধিকাংশ সময় যে স্থানে থাকেন সেই উইণ্ডসর প্রাসাদ রাজা অনুপস্থিত থাকিলে সাধারণে দেখিতে পায়, দর্শনী সাধারণতঃ এক শিলিং, বুধবারে দর্শনী লাগে না। আমি অবশ্য একটা বুধবারেই গিয়াছিলাম।

লণ্ডন হইতে রেলে বাইশ মাইল যাইয়া প্রাসাদের অতি নিকটেই ষ্টেশনে নামিতে হয়। প্রবেশদ্বার দিয়া ঢুকিয়া প্রথমেই St. George's Chapel দেখা যায়। ইহার ভিতর যত Knights of the Garter এর পতাকা দোদুল্যমান এবং চতুঃপার্শ্বে আলবার্ট ভিক্টর প্রভৃতির সমাধি। চ্যাপেল হইতে বহির্গত হইয়া লর্ড চেম্বারলেনের আফিসে টিকিট লইতে হয়। তাহার পর দ্বারদেশে টিকিট দেখাইলে জন কুড়িক দর্শককে লইয়া এক এক জন রাজভৃত্য ঘরগুলি দেখায়। ঘরগুলি অবশ্য মহামূল্য আসবাবে ও চিত্রে পরিপূর্ণ। দেখিলে মনে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতির যোগ্য আবাস বটে। একটা ঘর ওয়েলিংটন ও তাঁহার সমসাময়িক লোকের ও ঘটনার চিত্রসম্বলিত; আর এক ঘরে যুদ্ধে জিত অনেক পতাকা লম্বমান; তাহার মধ্যে সিপাহীবিদ্রোহে জিত কতকগুলি পতাকাও আছে। ভারতবর্ষ হইতে নীত অনেক মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রী এই প্রাসাদে স্থান পাইয়াছে।

প্রাসাদের পার্শ্বে প্রকাণ্ড পার্ক, প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা। দূরে তৃতীয় জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তি। এক কোণে ফ্রগমোর স্মৃতিমন্দির। তথায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ সমাহিত। আমি যে দিন গিয়াছিলাম সে দিন তথায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

উইণ্ডসরের নিকটে টেম্‌স নদীর অপর পারে ইটন কলেজ। বলিয়া রাখা উচিত যে, এই স্থানে টেম্‌স সামান্য খালের মত। এই ইটন বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডের অভিজাত বংশীয় অনেকেই পাঠাভ্যাস করেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; কাযেই বহুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রবেশের আবেদন পাঠাইতে হয়। শুনিলাম, দশ বার বৎসর পরে যে সকল বালক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবে তাহাদের নামেও এখন হইতে আবেদন করা হইতেছে। একটি ঘরে ছাত্ররা নিজ নিজ নাম ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের নাম দেখা যায়; ২।১টি ভারতবর্ষীয় রাজপুত্রের নামও আছে।

বিদ্যালয়ের সম্মুখেই একটি নূতন শ্বেত বর্ণের বাটী। এইটি এই বিদ্যালয়ের যে সকল ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বোয়ার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন।

লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে Hampton Court অন্যতম। এই প্রাসাদে অবশ্য রাজা অধুনা বাস করেন না; কিন্তু রাজকীয় কক্ষগুলি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। অনেকগুলি বহুমূল্য চিত্রে এই প্রাসাদ সুশোভিত। প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে একটি দেড়শত বৎসরের পুরাতন দ্রাক্ষা লতা আছে। আমি যে দিন দেখিয়াছিলাম সে দিনও তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ফলিয়াছিল। সমস্ত গাছটি একটি কাচের ঘরে স্থাপিত। উদ্যানে আর একটি কৌতুকজনক ব্যাপার আছে—সেটি গোলকধাঁধা। অনেকে বর্দ্ধমানের গোলাপ

বাগে গোলক ধাঁধাঁ দেখিয়া থাকিবেন। ইহাও সেই জাতীয়। প্রবেশ অতি সহজ, নিগম বড় কঠিন। আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ঘুরপাক খাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, নাকালের একশেষ। একজন রক্ষী দ্বারের নিকট মঞ্চে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে খুব নিকটেই দেখিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার নিকট পৌঁছিতে পারিতেছিলাম না; বড় মজা। প্রাসাদের একটি গেটের উপর একটি প্রকাণ্ড জ্যোতিষিক ক্লকঘড়ি আছে।

আর একটি বর্ণনীয় স্থান Crystal Palace বা স্ফটিক প্রাসাদ। সকলেই জানেন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম লণ্ডন প্রদর্শনী হয় তখন ইহা নির্ম্মিত হয়। প্রকাণ্ড লম্বা একটি হল (প্রায় ১৬০০ ফুট) ছাত ও দেওয়াল সমস্তই কাচনির্ম্মিত। ধূমে ও লণ্ডনের কুজ্ঝটিকায় কাচ খুব মলিন হইয়াছে; কিন্তু এখনও ইহার শোভা অতুলনীয়। হলের ভিতর অনেকরূপ ক্রীড়াকৌতুকের স্থান আছে। একটি প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ আছে, আর আছে একটি অতি বৃহৎ অর্গ্যান বাদ্যযন্ত্র—তাহাতে প্রায় ৪৫০০ পাইপ। হলের বাহিরে দুইটি বড় বড় মিনার। ক্রিষ্টাল প্যালেসের প্রাঙ্গণ বড় সুশোভন। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাগান, কোথাও ক্রীকেট ফুটবল খেলার স্থান, কোথাও উড়িবার কল বেলুন প্রভৃতি উড়িবার স্থান, কোথাও সন্তরণাগার; সবই বৃহৎ ও সুরক্ষিত। একটি রেলওয়ে ষ্টেশন নিম্নতলের নিকটে এবং আর একটি হলের সমতল; তাহাদের নাম যথাক্রমে Lowlevel ও Highlevel ষ্টেশন।

একদিন লণ্ডনের হাইকোর্ট দেখিতে গিয়াছিলাম। বাটীটি খুব প্রকাণ্ড বটে; কিন্তু আদালতকক্ষগুলি আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের কক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধ হইল। তদ্ভিন্ন আলোকও কম বোধ হইল। সুবিধার মধ্যে দেখিলাম, সাধারণ দর্শকের স্থান গ্যালারিতে;

কাযেই ব্যবহারাজীবিগের গতিবিধির অসুবিধা তত হয় না। কিন্তু বিস্ময়কর দেখিলাম, কৌন্সলিদিগের আসন। চেয়ার নাই, সরু সরু বেঞ্চ ও সরু সরু টেবল, ইস্কুলের Form এর ন্যায়। সম্মুখের সারি K. C. দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পশ্চাতে আর সব বসিবার ব্যবস্থা। নথিপত্র ও নজিরের পুস্তকাদি রাখার অত্যন্ত অসুবিধা। আমি যে দিন গিয়াছিলাম তিনটি আদালতে বিয়ের ঘটিত মোকর্দ্দমা চলিতেছিল।

লণ্ডন টাওয়ার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া লণ্ডনের প্রসঙ্গ শেষ করিব। সকলেই জানেন, টাওয়ার একটি দুর্গ এবং পুরাকালে রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে এই স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তথাকথিত গোখাদক Beefeater নামক টাওয়াররক্ষীদের এবং তাহাদের বিচিত্র পোষাকের কথাও অনেকে শুনিয়াছেন। এই দুর্গের দক্ষিণে টেম্‌স্‌ নদী ও অন্য তিন দিকে পরিখা। টেম্‌সের দিকে একটি সুরঙ্গ ও সুরঙ্গের লৌহময় কপাট আছে, এই দরজার নাম Traitors' Gate বা রাজদ্রোহীর কপাট। এই দ্বার দিয়া জলপথে অপরাধীদিগকে টাওয়ারে আনয়ন করিত। সম্মুখেই Bloody Tower; ইহার এক কক্ষে তৃতীয় রিচার্ড তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের প্রাণসংহার করেন। সেই জন্য ইহার এই নামকরণ।

দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি বাটী আছে; কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য তিনটি—হোয়াইট টাওয়ার, ওয়েকফিল্ড টাওয়ার ও বিচাম টাওয়ার। প্রথমোক্তটির মধ্যে অস্ত্রাগার স্থাপিত। এই স্থানে বহুপুরাকালীন হইতে আধুনিক পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্মাদি রক্ষিত, তদ্ভিন্ন সপ্তম এডওয়ার্ড ও তাঁহার মহিষীর অভিষেক-সজ্জাও আছে। ওয়েকফিল্ড টাওয়ারের সম্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শবাধারবাহী কামানের গাড়িখানি দেখা যায়। ভিতরে রাজার মণিমুক্তাদি

আছে। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা দেখা হয় নাই। সংস্কার উপলক্ষে সে গৃহ তখন বন্ধ।

বিচাম টাওয়ারের সন্নিকটে অল্প একটু স্থান বাঁধান রহিয়াছে। সেই ভীষণ স্থানে পূর্ব্বে অপরাধীদিগের মস্তকচ্ছেদ হইত। এলিজাবেথের মাতা এন বোলিনের মস্তক এই স্থলেই স্কন্ধচ্যুত হইয়াছিল। এই টাওয়ারের ঘরেই অপরাধীদিগের কারাকক্ষ ছিল। অনেক হতভাগার হস্তলিপি প্রাচীরগাত্রে বিদ্যমান। স্যর ওয়াণ্টার র‍্যালে—ধূমপায়ীদিগের patron saint—তন্মধ্যে একজন। লিখা প্রায়ই খুব অস্পষ্ট; তবে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা অনেক পাঠ উদ্ধার (বা আবিষ্কার) করিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে দুই দিন জাপান-ব্রিটিশ প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। অতি প্রকাণ্ড প্রদর্শনী; কয়েক ঘণ্টায় তাহার কিছুই দেখা হয় না। এক স্থানে কতকগুলি (বোধ হয় ১৬টি) মোম-নির্ম্মিত পুত্তলিকার দ্বারা অতি পুরাকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত জাপানের বেশভূষা ও হাব ভাব চিত্রিত ছিল। আর এক স্থলে কিছুদূর পর্য্যন্ত জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অঙ্কিত। রজনীতে এরূপ ভাবে সেই স্থান আলোকিত থাকিত যে, দেখিলে ভ্রম হইত যেন বাস্তবিকই জাপানে আছি। এই দুইটি চিত্র আমার নিকট বড় ভাল লাগিয়াছিল। আর এক ঘরে কি করিয়া কাচ প্রস্তুত হয় এবং এক দলা গলান কাচ হইতে কিরূপে সুন্দর বোতল, গ্লাস, ফুলদানি প্রভৃতি হয় প্রত্যক্ষ দেখাইতেছিল, সে গৃহও বড় কৌতূহলোদ্দীপক।

এক দিন ট্রেণে গুটিকতক জুয়াচোর উঠিয়া তেতাস খেলিতে আরম্ভ করে এবং আমাদিগকেও যোগ দিতে বলে। আমাদের সঙ্গী একটি যুবক তাহাদের প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া খেলিতে চাহেন; কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাকে খেলিতে দিলাম না। ইহা দেখিয়া

জুয়াচোররা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ব্যাপার কত দূর গড়াইত জানি না, ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া পড়াতে তাহারা পলায়ন করিল।

ম্যাডাম টুসোর (Tussaud's) প্রদর্শনী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এই স্থানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নরনারীর মোমে গঠিত মূর্ত্তি আছে। অনেক পাপী নরহত্যাকারীর মূর্ত্তিও আছে। তদ্ভিন্ন আছে, জুয়াড়ির দৃশ্য, আত্মঘাতীর দৃশ্য, জাল মুদ্রা প্রস্তুতের বর্ম্মস্থলের দৃশ্য, ফ্রান্সের গিলোটিনের দৃশ্য ও একটি টুকরা, ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লবে হত রাজা রাণীর কাটামুণ্ডের cast প্রভৃতি অনেক বীভৎস জিনিষ।

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন অনেকগুলি ভারতবাসী অল্পদিনের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তাই বিজয়ার দিন লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের সম্মানার্থ এক ভোজের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে আমিও ছিলাম। স্যর হেনরি কটন সভাপতি ছিলেন; কারণ, তাঁহার সে দিনের উক্তিতে, তিনি ভারতবর্ষের দত্তক পুত্র।

এই ভোজনের পরদিন আমি লণ্ডন ত্যাগ করি।

ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্‌-এভন।

—:০:—

ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ লোক মাত্রেরই পক্ষে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড একটি মহা পীঠস্থান। এই গ্রামে সেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ করেন, পার্শ্বস্থ গ্রামে তিনি বিবাহ করেন ও শেষ বয়সে তিনি এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

ষ্টেশনে নামিয়া একটু আসিলেই একটি সুন্দর ফোয়ারা দেখা যায়। ইহা সেক্সপীয়ারের মার্কিণ ভক্তদিগের দান। গ্রামে ঢুকিলেই কেমন একটু পুরাতনের ভাব মনে আইসে। যদিও অনেক বাটী আধুনিক, তথাপি মনে হয় যেন অধিবাসীরা এখনও ষোড়শ শতাব্দির ভাবে বিভোর, আর যেন সকলেই সেক্সপীয়ারের স্বগ্রামস্থ বলিয়া মনে মনে গৌরব অনুভব করেন।

যে বাটীতে সেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই পুরাতন ভাবেই সংরক্ষিত। বলা আবশ্যক যে, একজন মার্কিণ ধনী এই আবাসটি ক্রয় করিয়া স্বদেশে সংস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তখন ইংলণ্ডের লোক ব্যস্ত হইয়া সভা ডাকিয়া টাকা তুলিয়া ৪৫০০০ টাকা মূল্যে বাটীটি ক্রয় করেন। এখন "Trustees and Guardians of Shakespeare's Birthplace" একটি রেজেষ্টারি করা সভা। এই সভা সেক্সপীয়ারের জন্মভবন ব্যতীত তাঁহার স্ত্রীর পৈতৃক কুটীর এবং New Place নামক তাঁহার শেষ বয়সের আবাসগৃহও ক্রয় করিয়া রক্ষা করিতেছেন।

যে বাটীতে মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা এখন ম্যুজিয়মে পরিণত। অতি সামান্য একটি দ্বিতল কাষ্ঠের বাড়ী, নিম্নে ৪টি ও উপরে ৪টি ঘর। উপরের যে ঘরে শিশু সেক্সপীয়ার প্রসূত হইয়া-

ছিলেন, সিঁড়ির পার্শ্বেই সেই ছোট ঘরে এখন সাবধানে ঢুকিতে হয়; পাছে খসিয়া পড়ে। বাড়ীটি অনেক কষ্টে দাঁড় করাই রাখা হইয়াছে, অনেক স্থানে কড়ি দিয়া চাড়া দিয়া সোজা রাখিতে হইয়াছে। এই বাটীতে সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে যত কিছু পুস্তক, চিত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে সে সকল, তাঁহার ও তাঁহার নিকট আত্মীয়দিগের হস্তলিপি, তাঁহার সমসাময়িক মুদ্রা, তখনকার কালের বাতি, তাঁহার অঙ্গুরীয়ক ও তাঁহার পুস্তকের যতরূপ সংস্করণ আছে, সবই সংরক্ষিত।

এই বাটীতে ঢুকিলে মনে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় তাহা বলাই বাহুল্য। উপরে উত্তরদিকে একটি ছোট ঘর। তাহার এক ধারে একটি জানালার মত। সেই স্থানে কবির একখানি তৈলচিত্র রক্ষিত; দেখিলে মনে হয় যেন কবি স্বশরীরে উপস্থিত। বাটীর পশ্চাতে (উত্তরে) একটি সুন্দর উদ্যান। এই স্থানে তাঁহার পুস্তকাবলীতে যত প্রকার গাছ বা ফুলের কথা আছে, সে সব রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকের গাত্রে একটি করিয়া ফলক, কোন্ নাটকের কোন্ অঙ্কে, কোন্ গর্ভাঙ্কে এবং কোন্ ছত্রে সেই লতা বা বৃক্ষের কথা আছে, তাহা ক্ষোদিত।

এই বাটী দেখিয়া আমি পার্শ্বস্থ সটারি গ্রামে কবির স্ত্রীর কুটীর —Anne Hathaway's Cottage—দেখিতে যাই। পথে পরিচিত পল্লীদৃশ্য—শ্যামল ক্ষেত্র; কৃষকেরা কায করিতেছে; আকাশও সেদিন মেঘমুক্ত—পরিষ্কার, যেন বঙ্গের শ্যামল দৃশ্য। গ্রাম্য রাস্তা দিয়া হ্যানসম ক্যাবে চড়িয়া গম্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, খড়ের চাল দেওয়া পুরাতন ছোট কুটীর; সম্মুখে ক্ষুদ্র বাগান। নিকটে কাহাকেও দেখিলাম না। স্বয়ং হুড়কা খুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখি, একজন স্ত্রীলোক রক্ষিভাবে আছেন। দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে সেকালের গুটিকতক চেয়ার টেবল প্রভৃতি। অগ্নিকুণ্ডের (fireplace) কাছে

একটি চওড়া কুলুঙ্গির মত স্থান। সেই স্থানে বসিয়া বোধ হয় কবিবর স্ত্রীর সহিত গল্প করিতেন।

মেঠো রাস্তা দিয়া গ্রামে ফিরিয়া পুরাতন গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এই স্থানে কবির Christening, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইয়াছিল। তাঁহার নাম-সম্বলিত সেই পুরাতন খাতার সেই সেই পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করিয়া কাচের আধারে সংরক্ষিত। এই গির্জ্জার High altar এর বামে কবি মহানিদ্রায় শয়ান। কি ভাগ্য, দেখিলাম তাঁহার কবর রেলিং দিয়া ঘেরা। তাহার পার্শ্বেই কবির স্মৃতিচিহ্ন বা মনুমেণ্ট। গোরের উপর সেই পরিচিত inscription—"Good friend for Jesus love forbeare &c" ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড গ্রামের রাস্তা পাতরবাঁধান, তবে পাতরগুলি কত কালের বলিতে পারি না, অনেক ক্ষয় হইয়াছে।

নিউ প্লেসে (New Place) কবির যে বাসস্থান ছিল, তাহা আর নাই; তবে পার্শ্বে খনন করিয়া সেই বাটীর ভিত্তি অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে, এবং একটি পুরাতন কূপ—বোধ হয় কবি যাহার জল ব্যবহার করিতেন—আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাটীর পার্শ্বে কবির বন্ধু ন্যাশের (Thomas Nash) বাড়ী এখন ক্রয় করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছে। তথায় কবির বাটীর যে সব অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা ও কবির বন্ধুবর্গের, অনেকের চিত্র প্রদর্শিত হয়। বলিতে ভুলিয়াছি, সর্ব্বত্রই—গির্জ্জায় পর্য্যন্ত—দর্শকের নাম ও ঠিকানা লিখিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক রক্ষিত আছে।

New Place এর পার্শ্বেই একটি সাধারণের ভ্রমণ-উদ্যান। তথায় একটি mulberry গাছ আছে। কথিত আছে, ইহা কবির স্বহস্ত-প্রোথিত একটি বৃক্ষের চারা।

তাহার পর পূতসলিলা এভনের তীরে নূতন ম্যুজিয়ম এবং রঙ্গালয় দেখিতে গেলাম। অনেকেই জানেন, সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা ম্যেরি

করেলির যত্নে ও চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ কর্ত্তৃক এই রঙ্গালয়ে সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনীত হয়। ম্যেরি করেলি এই গ্রামেই বাস করেন। বেশ বড় লাল পাতরের বাটী। নিম্নে প্রকাণ্ড পুস্তকালয়, সিঁড়িতে এবং উপরে চিত্রশালা এবং প্রকাণ্ড রঙ্গালয়। পার্শ্বে সুন্দর উদ্যান, তাহাতে কবির ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তি।

কিরূপ যত্নে ও কি ভক্তির সহিত ইংলণ্ডবাসী তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবির স্মৃতিচিহ্ন জাগরূক রাখিয়াছেন। আমাদের দেশের কবিদিগের স্মৃতি আমরা কি ভাবে রক্ষা করিতেছি!

বার্মিংহ্যাম।

ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড হইতে আমি বার্মিংহ্যামে যাই। যে ট্রেণে যাই তাহা অনেকটা সেকালের খিদিরপুর যাইবার ট্রামের ন্যায়, দুইখানি গাড়ি ও একটি এঞ্জিন; তবে গাড়িগুলির অবশ্য দুই ধারেই কাচ আঁটা।

পথে ইংলণ্ডের বন দেখিলাম। রেলের পার্শ্বে গ্রাম খুব কম, কেবল জঙ্গল, তবে জঙ্গলও যেন সুরক্ষিত বলিয়া মনে হইল।

লণ্ডনে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে এক দিন কথা হইতেছিল। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, বার্মিংহ্যাম যাইতেছেন কেন? আমি বলিলাম, ইংলণ্ডের একটি Manufacturing town দেখিবার ইচ্ছা আছে। তিনি বলিলেন, যদি শিল্প কোথায় স্বভাবের সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে তাহাই দেখিতে চাহেন (Nature absolutely spoilt by art) তবে লিড্‌সএ (Leeds) যাউন। বাস্তবিকই বার্মিংহ্যামকে সুন্দর বলা যায় না, কেবল চিম্‌নি ও ধূম। অবশ্য সহরের পার্শ্বে বেশ খোলা যায়গা আছে এবং কয়েকটি সুন্দর পার্কও আছে। একটি—ক্যাননহিল পার্ক—আমি দেখিয়াছিলাম। তথাপি Town properএর প্রশংসা আমি করিতে পারি না। ইহাকে লণ্ডনের একটি ছোট ও অপরিষ্কার সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্র পড়িতেছেন। সকলের সঙ্গেই আলাপ হইল। একজন আবার কলিকাতায় আমার ছাত্র ছিলেন। আর দেখিলাম, এ স্থানের প্রাচ্য সভা (Oriental Association); ভারতবর্ষীয়, তুরস্ক, মিশরদেশীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও

চীনদেশীয় ছাত্ররা ইহার সভ্য। একজন ভারবর্ষীয় ভদ্রলোক বার্মিংহামে ডাক্তারি করিতেছেন, তিনি ইহার সভাপতি। শুনিলাম, একটি ভারতসভাও আছে; কিন্তু আমি তাহার অধিবেশনে যাইতে পারি নাই।

বার্মিংহামে একদিন কতকগুলি বালক 'ব্ল্যাকি' 'ব্ল্যাকি' বলিয়া কিছু দূর আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, আর কোথাও এ ভোগ ভুগিতে হয় নাই।

এডিনবরা

স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা অতি সুশোভন ক্ষুদ্র নগর; তিন দিক্ পাহাড়ে বেষ্টিত। সহর অতি পরিষ্কার। প্রধান রাস্তা প্রিন্সেস ষ্ট্রীট; এক ধারে অতি সুন্দর বাগান এবং অন্য পার্শ্বে মনোরম সৌধাবলী—দেখিতে বড়ই চমৎকার। কথিত আছে যে, য়ুরোপের মধ্যে ইহাই সুন্দরতম রাস্তা। মনে করুন, কলিকাতার চৌরঙ্গী রাস্তার বাটীগুলা যদি সবই সুশ্রী হইত এবং সম্মুখের ময়দান যদি পত্র-পুষ্পশোভিত সুন্দর উদ্যানে পরিণত হইত, তাহা হইলে কি সুন্দর শোভা হইত। প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট অনেকটা ইহারই অনুরূপ। বাগানটি (Prince's Garden) রাস্তা হইতে খানিকটা নীচু, এবং এই স্থানে একটি অতি মনোরম ঘড়ি আছে। ঘড়িটি বাগানের এক কোণে, যেন একটা প্রকাণ্ড ডালাহীন (openface) ওয়াচ শায়িত রহিয়াছে, ঘড়ির কাঁটা এবং অঙ্কগুলি সমস্তই কুসুমে রচিত—বিদ্যুৎ-সংযোগে ঘড়ি চালিত হয়।

এই রাস্তার পার্শ্বে সহরের প্রধান প্রধান বিপণিশ্রেণী দেখা যায়। উদ্যানের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড সৌধ—স্যার ওয়াল্টার স্কটের মনুমেণ্ট। ইহা একটি মন্দিরের ন্যায় বাটী; তাহাতে স্কটের প্রতিমূর্ত্তি বসান আছে।

এডিনবরার এক পার্শ্বে শষ্পাবৃত গুটিকতক সুন্দর পাহাড়, তাহাদের নাম Blackford Hills এবং The Braids। এই দুইটি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় এডিনবরাবাসীদিগের—বিশেষতঃ প্রণয়ীদিগের

—সমীরণ সেবনের প্রিয় স্থান। এই পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে মানমন্দির স্থাপিত।

অন্য পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ Holyrood Castle এর পার্শ্বে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Arthur's Seat নামক পাহাড়। ইহাতে তৃণাদি বড় নাই। পাহাড়টি দেখিতে যেন একটি বৃহৎ চৌকির ন্যায়—সেই জন্যই এ নাম।

এডিনবরা পার্ব্বত্য সহর; ক্রমাগতই উচু নীচু। তবে সহরের মধ্যে Prince's Garden ভিন্ন আরও একটি প্রকাণ্ড পার্ক আছে, তাহারই ধারে এডিনবরার সুপ্রসিদ্ধ য়ুনিভার্সিটি এবং চিকিৎসালয়—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ Infirmary—স্থাপিত।

সহরের মধ্যে দেখিবার জিনিষ অনেকগুলি আছে, তবে সেগুলির বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এডিনবরা হইতে কিছু দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের কথা কিছু বলিব।

প্রথম, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও স্কটের উপন্যাসপাঠকের সুপরিচিত পুরাতন রস্‌লিন ক্যাস্‌ল (Rosslyn Castle)। ইহা এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত। দুই একটি ঘর খাড়া আছে। একটির দরজার উপর বাটী নির্ম্মাণের তারিখ পড়া যায়—খৃষ্টাব্দ ১৩০৪। নিম্নে অন্ধকার কারাগৃহগুলি অনেকটা অভগ্ন আছে। দুর্গের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড পাহাড় ও নিবিড় জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটি নদী এবং নিকটস্থ পার্ব্বত্য রাস্তা। Glens দেখিতে বাস্তবিকই বড় সুন্দর। তিন দিকে এই পাহাড় ও জঙ্গল, এক ধারে সুগভীর পরিখা; এ দুর্গ যে বাস্তবিকই দুর্ভেদ্য ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, এডিনবরার নিকটে সমুদ্রের উপর সেতু Firth of Forth Bridge। শুনিয়াছি, গ্ল্যাস্‌গো সহরের নিকটস্থ টে (Tay) সেতু ইহা অপেক্ষাও বড়; কিন্তু তাহা আমি দেখি নাই। এই কার্থ অব

ফোর্থ ব্রিজ স্থপতিবিদ্যার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাঁচ সহস্র লোকের সাত বৎসর অহোরাত্রব্যাপী পরিশ্রমের ফলে ও পাঁচ কোটীর অধিক টাকা খরচ করিয়া এই সেতু নির্ম্মিত। সেতুর উপর ডবল লাইন রেল পাতা। জলের নিকট দাঁড়াইয়া সেতুটি অত্যন্ত উচ্চ দেখায় এবং অপর কূল ভালরূপ নজরে আইসে না। আমি যে দিন সেতু দেখিতে গিয়াছিলাম ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর এক অংশ—খ্যাতনামা ড্রেডনট্ (Dreadnought) প্রভৃতি ১০।১২ খানা যুদ্ধ জাহাজ সে দিন সেতুর নিকট ছিল।

এডিনবরার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা বলিবার পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসীদিগের একটা কথা বলিব। অনেকেই জানেন, স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল, এবং রবিবারে কেহ কোনরূপ কায করেন না, অর্থাৎ Sabbathkeeping পূরা মাত্রায় প্রবল; কিন্তু শুনিলে চমৎকৃত হইবেন যে, রবিবারে বালকবালিকাদিগকে পর্য্যন্ত খেলিতে দেওয়া হয় না—অন্ততঃ বাটীর বাহিরে এই ব্যবস্থা। বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াস্থল পর্য্যন্ত সে দিন বন্ধ। হয় ত বৈকালের দিকে কেহ কেহ বেড়াইতে পায়, কিন্তু সে দিন খেলাধূলা একেবারে নিষিদ্ধ।

এডিনবরার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি—(১) হোলিরুড প্রাসাদ (২) এডিনবরা ক্যাস্‌ল এবং (৩) ক্যালটন্ হিল।

হোলিরুড—স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে খুব প্রসিদ্ধ স্থান। অতি প্রাচীন কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের রাজাদের ইহাই আবাস ছিল। অতি বৃহৎ প্রান্তরের মধ্যে এবং Arthur's Seat নামক পাহাড়ের গাত্রে এই প্রাসাদ। প্রাসাদের সম্মুখে একটি অবিশাল প্রাঙ্গণ, তাহাতে একটি মুকুট-শোভিত ফোয়ারা। প্রাসাদের মধ্যে কতকগুলি ঘর এখনও রাজা এডিনবরায় আসিলে ব্যবহৃত হয়। সে সব প্রকোষ্ঠে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

মেরী—কুইন্ অব্ স্কটসের বাসগৃহগুলি সবই দেখা যায়। দুই একটি ঘর বেশ বড়; প্রায় আর সব কক্ষই ক্ষুদ্রায়তন। বিশেষতঃ যে কক্ষে রাণী মেরী আহার করিতেন এবং যথা হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র রিচিওকে ধরিয়া আনিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে হত্যা করা হয়, সে কক্ষটি অতিশয় ক্ষুদ্র, একটি রেলগাড়ির কামরার ন্যায়। প্রায় সব ঘরেই স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে খ্যাত ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত এবং ছাতগুলি অনেক Heraldic inscriptionsএ সুশোভিত। যে কক্ষে রাণীর সভাধিবেশন হইত, সে কক্ষটি কিছু বড় এবং তাহার দরজার নিকট একটি পিত্তলফলকে লিখা আছে, সেই স্থানে রিচিও হত হয়েন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ঘরের মেঝে কাষ্ঠমণ্ডিত, ছাতও তাহাই।

প্রাসাদের পূর্ব্বগাত্রে পুরাতন চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই স্থানে সেকালের অনেক রাজা রাণী ও প্রধান প্রধান লোকের দেহ সমাহিত; কিন্তু এখন সমাধিগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এডিনবরা ক্যাস্‌ল্ বা দুর্গ— সমুচ্চ পাহাড়ের একটি শৃঙ্গ কাটিয়া সমতল করিয়া তাহার উপর নির্ম্মিত। প্রবেশদ্বার দেখিলে শিমলাশৈলে বড়লাটের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার পড়ে।

ভিতরে অন্যান্য দুর্গেরই মত অনেকগুলি ফটক। কোনও কোনও ফটকের উপরিস্থ কক্ষ কারাকক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। আবাসগৃহগুলি অতি ক্ষুদ্রায়তন। একটি ঘরে স্কটল্যাণ্ডের রাজমুকুট ও রাজকীয় মণিরত্ন রক্ষিত রহিয়াছে। যদিও ইংলণ্ডের রাজাই স্কটল্যাণ্ডের রাজা তথাপি স্কটল্যাণ্ডের রাজকীয় পরিচ্ছদ, মুকুট, মণিমুক্তা প্রভৃতি লণ্ডনে লইবার নিয়ম নাই। তাহা এই ক্যাস্‌লে রক্ষিত থাকে; রাজা স্কটল্যাণ্ডে আসিলে তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। এই কক্ষের পার্শ্বে একটি সামান্য কক্ষ। তথায় মেরীর পুত্র গ্রেটব্রিটেনের যুক্তরাজ্যের প্রথম অধিপতি স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ ও ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স্ ভূমিষ্ঠ হয়েন।

সেই কক্ষে এখন একজন স্ত্রীলোক বসিয়া Picture Post Card বিক্রয় করেন। যে রক্ষী রাজমুকুট প্রভৃতির প্রহরী, সেও Picture Post Card, কাগজচাপা প্রভৃতি বিক্রয় করে।

ক্যাস্‌ল এখনও সেনাবাসের জন্য ব্যবহৃত।

ক্যাল্‌টন হিল (Galton Hill)—এডিনবরা সহরের ভিতর একটি পাহাড়। ইহার উপর কবি বার্ণসের মন্নুমেণ্ট আছে, নেল্‌সনের মন্নমেণ্ট আছে, একটি জ্যোতিবিক মানমন্দির আছে, আর আছে একটি অর্দ্ধসমাপ্ত গৃহ, তাহাকে স্কটল্যাণ্ডের গর্ব্ব ও দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি বলে (the pride and poverty of Scotland) ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে যে সকল স্কচ সৈন্য হত হয়, তাহাদের সম্মানার্থ এই গৃহ বা মন্নুমেণ্ট আরদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে ইহা সমাপ্ত হয় নাই, তাই এই নাম।

এডিনবরার ম্যুনিসিপাল ম্যুজিয়ম, Market Cross (বাজারের মধ্যস্থ ক্রুশ কাষ্ঠ) প্রভৃতি দেখিবার জিনিস বটে। তথাকার হাইকোর্ট অতি ক্ষুদ্র, নিম্নতলেই আদালতগৃহ। নূতন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জিনিব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ছাত্র অধ্যয়ন করেন, অধিকাংশই চিকিৎসাবিদ্যার্থী। একটি কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম। দক্ষিণ আফরিকাবাসী অনেক বৃটিশ ছাত্র এডিনবরায় আছেন। তাঁহাদের প্রভাবে এডিনবরার নেটিভ ছাত্ররা ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করে না। এমন কি শুনিলাম, যদি কোনও বৃটিশ ছাত্রের আহারকালে কোনও ভারতবর্ষীয় ছাত্র সেই টেব্‌লে গিয়া বসেন, তবে প্রথমোক্ত ছাত্র আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যায়েন। আরও শুনিতে পাইলাম যে, ছাত্ররা নিয়ম করিতে চাহিয়াছিল যে, য়ুনিভার্সিটির সন্তরণসভায় কোনও কালো ছাত্র সভ্য হইতে পারিবে না। সুখের বিষয়, অধ্যক্ষ এ নিয়ম রহিত

করিয়া দিয়াছেন। তবে বলা উচিত যে, সব ছাত্রই এই বিদ্বেষভাব পোষণ করে না; এবং ক্রমে ইহা কমিতেছে। আরও সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ ভাবের কথা কিছু শুনি নাই। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; কিন্তু ব্যারিষ্টারি পীঠস্থানে Inns of Courtএ এ ভাবে কিছু আছে, অন্ততঃ একটি স্থলে আমি দেখিয়াছি, বৃটিশ ও কৃষ্ণকায় ছাত্রাদিগের বসিবার ঘর (Common Room) স্বতন্ত্র।

কেম্ব্রিজ।



এডিনবরা হইতে ট্রেণে কেম্ব্রিজ আসিতে পথে কার্লাইলের এক্লিফেকান (Ecclefechan) এবং বিবাহার্থী যুবকযুবতীর তীর্থস্থান গ্রেটনা দেখা যায়। রেল হইতে যতটা বুঝা যায়, দুইটিই অতি ক্ষুদ্র গ্রাম।

স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য সহজেই বুঝা যায়। ইংলণ্ডের প্রথম ষ্টেশন ফ্লরিষ্টন (Floriston) দেখিলে মনে হয়, হাঁ গাছপালা ও সমতল ক্ষেত্র আছে বটে; Caledonia বাস্তবিকই stern and wild। পথে একটা আমাদের দেশের নদীর মত নদী দেখা যায়, বোধ হয় টাইন্ (Tyne)। রেলের দুই ধারে অনেক লবণের ও কয়লার খনি দেখা যায়; আর Oxenholme নামক ষ্টেশন হইতে কল্পনায় ওয়াড´সওয়ার্থের লেক্ ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌সের ছবি দেখা যায়। দূরে পাহাড়গুলি বেশ দেখা যায়, হ্রদের কিছুই দেখা যায় না। পথে দুই ধারে অনেক শস্যক্ষেত্র, গোমেষাদি চরিতেছে। দেখিলাম, একটি মেষের লেজ গরুর লেজের ন্যায় লম্বা!

রাগ্‌বি (Rugby) ষ্টেশনে প্রায় ৪০ মিনিট অপেক্ষা করিয়া গাড়ি বদল করিতে হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল, রাগ্‌বি ইস্কুল দেখিয়া যাইব; কিন্তু শুনিলাম, স্কুল ষ্টেশন হইতে দূরে; সাধ অপূর্ণ রহিল।

সন্ধ্যার পর কেম্ব্রিজে পৌঁছিলাম। ভ্রাতা সঙ্গে করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। তাঁহার আবাসস্থল হইতে বাসা প্রায় ১ মাইল দূর। ছাত্রাবাসে, অবশ্য বাহিরের লোক থাকিতে পায় না; কিন্তু তাঁহার

আবাসস্থানের নিকটেও আমার জন্য বাটী পায়েন নাই; কারণ, স্নানাগারে আমার নিতান্ত প্রয়োজন এবং কেম্বিজে অধিকাংশ বাটীতেই স্নানাগারের একান্ত অভাব।

কেম্ব্রিজ অতি ছোট সহর, কলেজগুলি এবং ছাত্রাবাস বাদ দিলে প্রায় কিছুই থাকে না।

যে নদীর নামে কেম্ব্রিজ খ্যাত সেই ক্যাম আমাদের দেশের সাধারণ খাল অপেক্ষাও সরু; প্রায় দশ হাত চওড়া হইবে। আবার গ্র্যাণ্টা নামে যে নদী আসিয়া ক্যামে পড়িয়াছেন তিনি এত বড় যে, একটি পাইপের ভিতর দিয়া ক্যামে প্রবেশ করিয়াছেন!

ছাত্ররা কেহ কেহ কলেজে বাস করেন; কিন্তু স্থানাভাববশতঃ অনেকেই বোর্ডিং হাউসে থাকেন। এই সব বাটী রেজেষ্টারি করা। গৃহকর্ত্রীদিগকে কলেজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রের দুইটি করিয়া ঘর; একটি শয়নের এবং অন্যটি বসিবার। ছোট ছোট বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীতে ২,৩ বা ৪ জন ছাত্র বাস করেন। সন্ধ্যা ৮টায় দরজায় চাবি পড়ে, ৮টার পর ১০টার মধ্যে বাটী ফিরিলে ২ পেনি জরিমানা দিতে হয়, ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ৩ পেনি, ১২টার পর প্রবেশ নিষেধ। গৃহকর্ত্রীকে খাতা রাখিতে হয়,—তাঁহার গৃহস্থ ছাত্ররা কে কখন বাড়ী ফিরে লিখিয়া রাখিতে হয়, আবার অন্য বাটীর কোন ছাত্র ৮টার পর তাঁহার বাটীতে থাকিলে কতক্ষণ ছিল তাহাও লিখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন রাত্রিতে এক একজন শিক্ষক (Proctor) দুইজন অনুচর (ইহাদিগকে Bulldog বলে) লইয়া সহরের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান; ছেলেদেরদেখা পাইলে নাম ও কলেজের নাম লিখিয়া লয়েন। অপরাধীর জরিমানা হয়।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত ছেলেদের তত্ত্বাবধান কিছুই হয় না। লেক্‌চর শুনিতে না গেলে কেহ কিছু বলে না। সপ্তাহে কয়েক

দিন কলেজে ডিনার খাইতে হয়। যদি কেহ নিয়ম মত ডিনার খায় এবং ৮টার পূর্ব্বে বাসায় আইসে তবে সে লিখা পড়া করুক বা না করুক পরীক্ষায় উপস্থিত হউক বা না হউক কেহ খবর রাখিবেন না। কলেজে যিনি tutor থাকেন তাঁহার নিকট লিখা পড়ার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্য বলিয়া দিবেন; কিন্তু না জিজ্ঞাসা করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। ফলকথা সবই আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করে এবং এসব স্থানে self-help বা আত্মনির্ভরতা যথেষ্ট শিক্ষা হয়।

কেম্ব্রিজের কলেজগুলি অবশ্য খুব পুরাতন। অনেকগুলি কলেজ ক্যামের ধারে অবস্থিত এবং নদীর অপর পারে উদ্যানসম্বলিত। কলেজের নদীর ধারের অংশকে Backs বলে। এ অংশ বেশ উপবনের ন্যায়; শুনিলাম, গ্রীষ্মকালে বড় সুন্দর দেখায়।

King's College নামক কলেজের চ্যাপেল বেশ সুন্দর Illuminated বাতায়নশোভিত।

কলেজ ভিন্ন কেম্ব্রিজে দেখিবার জিনিষ (১) ম্যুজিয়মস্থিত চিত্রশালা, অনেক উৎকৃষ্ট চিত্রে শোভিত (২) পুস্তকাগার, ইহাতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকই আছে। এখন আইন হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে প্রকাশিত সব পুস্তকের ১ খানি ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে, ১ খানি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ১ খানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতেই হইবে। (৩) বোট্যানিকাল গার্ডেন,—যদিও ছোট তথাপি সংগ্রহসম্পদে উল্লেখযোগ্য, এবং (৪) ইউনিয়ন বা ছাত্রসভা। এই সভায় ছাত্রদিগের পড়িবার জন্য পুস্তকাগার, খেলিবার জায়গা, ধূমপানের স্থান এবং সভাসমিতির স্থান আছে। ছাত্র ভিন্ন শিক্ষকরাও অনেক সময় এই স্থানে আইসেন। ছাত্রসভাটি পার্লামেণ্টের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলেও চলে। ইংলণ্ডের অনেক রাজমন্ত্রীর বক্তৃতার হাতেখড়ি এই স্থানে হইয়াছে।

কেম্ব্রিজ ইংলণ্ডের জলাভূমিতে (Fen country) অবস্থিত, কাযেই অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর। কেম্ব্রিজে আহারের পর আমাদের দেশের মত নিদ্রাকর্ষণ হয়, এবং আমাদের দেশের মত এ স্থানে জ্বরও হয়।

কেম্ব্রিজের চতুঃপার্শ্বে অনেক বেড়াইবার স্থান আছে; একটু দূরে দুইটি ছোট পাহাড় দেখা যায়, তাহাদিগকে ছাত্রভাষায় Gog এবং Magog বলে।

কেম্ব্রিজের নিকটে ঈলি (Ely) নামক পুরাতন গির্জ্জা। ঈলির গির্জ্জাটি অবশ্য খুবই সুবৃহৎ এবং সুন্দর ভাবে সজ্জিত।

Illuminated জানালার বাহাদুরি এই যে, ঘরের ভিতর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যকিরণে ছবি হাসিতেছে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখুন, সূর্য্যের মুখও দেখা যায় না, আকাশ মেঘাবৃত। যত এইরূপ জানালা দেখিয়াছি সবই এই জাতীয়।

ব্রসেল্‌স্।

লণ্ডন হইতে অনেক পথে ব্রসেল্‌সে যাওয়া যায়। তবে ডোভার পর্য্যন্ত ট্রেনে যাইয়া তাহার পর Royal Belgian Mail Packetএ অষ্টেণ্ড পর্য্যন্ত এবং অষ্টেণ্ড হইতে ব্রসেল্‌স্‌ রেলে যাইবার পথই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দূর। মেল বোটগুলি ছোট ছোট; ডোভার-ক্যালের মধ্যে যেরূপ জাহাজ চলে সেই প্রকার। সমুদ্র শান্ত থাকিলে ২॥০ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টায় ডোভার হইতে অষ্টেণ্ড পৌঁছান যায়। আমি যে দিন যাই সে দিন সমুদ্র বড় সুবিধামত ছিলেন না। আকাশ মেঘাবৃত, সমুদ্র কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত, কাযেই ছোট জাহাজ বেশ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে বেশ আমোদ হইতেছিল: অর্দ্ধঘণ্টা পরে যখন আহারান্বেষণে নিম্নে যাইলাম, তখনও বেশ: কিন্তু কিছু আহারের পরেই একটা মাংসের ডিসে অতি ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম। প্রথমে মনে হইল, বুঝি মাংস পচা; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, রোগ খাদ্যে নহে, খাদকে; আমাকে সমুদ্র পীড়ায় ধরিয়াছে। মনটা বড় খারাপ হইল। দুস্তর আরব সাগর প্রভৃতি অবলীলাক্রমে কাটাইয়া শেষে কিনা ক্ষুদ্র North Seaতে বিপাকে পড়িলাম। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ উদ্গীরণ করিয়া দেহ অনেকটা সুস্থ হইল। অষ্টেণ্ড পৌঁছিতে চারি ঘণ্টা লাগিল। কপালের ভোগ, কে খণ্ডাইবে? সমুদ্রের ধারেই রেল ষ্টেশন। প্রথমে নামমাত্র কাষ্টম পরীক্ষা করিয়া রেলে উঠিতে দিল। দুই ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার পর ৬টার সময় ব্রসেল্‌স্‌ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। অক্টোবরের শেষ, প্রায় ৪॥০টায় সূর্য্যাস্ত হয়; কাযেই ৬টা

বেশ রাত্রি, তদুপরি অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। হোটেলে পৌঁছিয়া হাত ধুইয়া আহার-কক্ষে যাইলাম। গিয়া দেখি, হোটেলে যাত্রীর সংখ্যা অনেক। ব্রসেল্‌সে তখন প্রদর্শনী চলিতেছে। যদিও প্রদর্শনীর প্রায় শেষ তথাপি অনেক লোক তখনও আসিতেছেন। টেব্‌লে য়ুরোপের অনেক দেশবাসী লোকই দেখিলাম। এসিয়ার অধিবাসী আমি ও একজন জাপানী যুবক। জাপানীটির সহিত সামান্য পরিচয় হইল। তিনি বলিলেন, আগামী বর্ষে তাঁহার ভারতবর্ষ দেখিবার অভিলাষ আছে।

আহারের পর হোটেল আফিস হইতে একজন "সেথো" সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। রাত্রিতে ঘণ্টা দুই ঘুরা গেল, বিশেষ ভাল লাগিল না। তখন অনেক জায়গাই বন্ধ এবং বৃষ্টি তখনও চলিতেছে। যে স্থান অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়াছিল, দেখিলাম সে স্থলে লতাপাতা দিয়া সব ঢাকিয়া দিয়াছে। প্রদর্শনীর স্থান খুব প্রকাণ্ড বলিয়াই বোধ হইল। ট্রামে হোটেলে ফিরিলাম। সহরের যেটুকু দেখিলাম অনেকটা প্যারিসের ন্যায় সুশোভন এবং প্যারিসেরই ন্যায় পাপপঙ্কিল মনে হইল।

সকালে কুক কোম্পানির প্রেরিত গাড়ি ও পরিদর্শক আসিল। তাহার সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলাম, ব্রসেল্‌সের রাস্তা অতি চমৎকার। অনেকগুলি রাস্তা খুব চওড়া। প্রথম দুই ধারে ফুটপাথ, তাহার পর দুই ধারে গাড়ির রাস্তা, তাহার পর দুই ধারে সারি করিয়া বৃক্ষশোভিত প্রকাণ্ড avenue সংযুক্ত ফুটপাথ এবং সর্ব্বমধ্যে পুনরায় চাওড়া গাড়ির রাস্তা। এত প্রশস্ত রাস্তা ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে দেখি নাই। এরূপ রাস্তা ব্রসেল্‌সে ও এণ্টওয়ার্পে অনেকগুলি আছে। ব্রসেল্‌সের এইরূপ একটি রাস্তা ২।০ মাইল লম্বা, তাহারই শেষ সীমায় প্রদর্শনী ছিল।

বলা উচিত, বেলজিয়ম খুব সমতল দেশ। তবে ব্রসেল্‌স্‌ (দেশীয় ভাষায় ব্রুক্‌সেল) পার্ব্বত্য বটে। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে রাজবাটীর নিকটে বিচারালয় (Palais du Justice)। সমস্ত য়ুরোপে এত বড় বিচারগৃহ আর নাই। দেশটি খুব ছোট, তাই হাইকোর্টটি য়ুরোপে বৃহত্তম। প্রবেশ-পথের নিকটে সিঁড়ির দুই ধারে দুইটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, একটি ডিমস্থিনিসের, আর একটি কাহার মনে নাই। সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মূর্ত্তি কি মর্ম্মরের?" তিনি বলিলেন, "তা আমাদের গরীব দেশ, প্রস্তর-মূর্ত্তি কোথায় পাইব?" বিচারালয় দেখিয়া ত দেশ কিছুমাত্র দরিদ্র বলিয়া বোধ হইল না। যে স্থানে (কক্ষ বলিতে ভয় হয়) ব্যবহারাজীবিগণ মোয়াক্কেলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন সেটি ত প্রায় আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের Quadrangleএর ন্যায় প্রশস্ত বলিয়া মনে হইল। অনেক ব্যারিষ্টার দেখিলাম, গাউনে ফার্ (fur) লাগান। বোধ হয়, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বড়দরের—King's Counsel জাতীয়। দুই একজন বিচারপতি দেখিলাম, মাথার ছোট ছোট টুপি পরিয়া বিচারাসনে বসিয়া আছেন। ভাষা অজ্ঞাত থাকায় অবশ্য মোকর্দ্দমার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার বাসস্থানের নিকটেই ব্রসেল্‌সের টাউনহল বা Hotel de Ville অবস্থিত। চকমিলান প্রকাণ্ড বাড়ী; ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। সম্মুখে বাঁধান উঠান; তথায় শাক সব্‌জি প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। এই বাটীতে মুনিসিপাল আফিস অবস্থিত।

ব্রসেল্‌সের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে অনেক ভাল ভাল চিত্র আছে, তবে ভ্যান ডাইক (Van Dyck) চিত্রিত ছবিরই কিছু আধিপত্য। আর এক ভয়ানক চিত্রশালা আছে, Weirtz নামক একজন চিত্রকর নিজের অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র মৃত্যুর পর সাধারণকে দান করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহারই বাটীতে সেগুলি রক্ষিত। চিত্রগুলি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। পাপের, রোগের ও মানসিক বিকারের চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি নাকি কাহাকেও এ সব চিত্র দেখান নাই। লোকটির শিক্ষা ও শিল্পদক্ষতা অসাধারণ। কিন্তু কি জন্য যে তিনি এ সব ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলা কঠিন। এক কোণে একটি কুকুর বদ্ধ রহিয়াছে; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এখনই কামড়াইবে. ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জীবন্ত নহে, অঙ্কিত। একটা প্রকাণ্ড চিত্র আছে, মৃত্যুর পর পাপীর শাস্তি। সে চিত্র দেখিলে অনেক দিন সুনিদ্রা হওয়া কঠিন।

বৈকালে পুনরায় প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন দেশের দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত। প্রত্যেক গৃহ বা কোর্ট দেখিতে একাধিক সপ্তাহ লাগে। যন্ত্রবিভাগে যাইয়া ভাবিলাম, একটা কোনরূপ যন্ত্র বিশেষ করিয়া দেখিব। কিন্তু সম্ভব হইল না;— প্রত্যেক প্রকারের অনেকগুলি যন্ত্র বর্ত্তমান। বিশেষজ্ঞ লোকের সাহায্য ব্যতীত কিছুই বুঝা যায় না।

প্রদর্শনীস্থান হইতে সেক্সপীয়ার-পাঠকের সুপরিচিত আর্ডেন কানন (Forest of Ardennes) নয়নগোচর হয়।

অতি সন্তর্পণে বলিতে হয়, ব্রসেল্‌স্‌বাসিনীদিগের মুখে কমনীয়তা ও কোমলতা বড় কম দেখিলাম।

য়্যাণ্টওয়ার্প।



য়্যাণ্টওয়ার্প (দেশীয় ভাষায় য়ঁ্যাভার্স্) য়ুরোপের দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর। শুনিলাম যে, জর্ম্মণির একটি বন্দর ইহার অপেক্ষা বড়। নানাদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ জাহাজে বন্দর পরিপূর্ণ। য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের ও আমেরিকার পোত তথায় রহিয়াছে। এই স্থানেও ব্রসেল্সের ন্যায় অনেকগুলি অতি প্রশস্ত রাস্তা দেখা যায়। একটি খুব বড় পার্ক আছে; তাহার মধ্যে একটি হ্রদে একটি ভাসমান উদ্যান। এই পার্ক য়্যাণ্টওয়ার্পবাসীর কাম্য স্থান। ইহার নিকটস্থ রাস্তায় একটি ভদ্রলোক কয়েকটি বাটী তৈয়ার করিয়াছেন, প্রত্যেকটি য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্থাপত্যাদর্শে নির্ম্মিত। মোটের উপর দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে।

য়্যাণ্টওয়ার্পে রুবেন্সের (Rubens) অত্যন্ত প্রভাব। রুবেন্সের মর্ম্মর মূর্ত্তি ও বিখ্যাত কর্ম্মকার চিত্রকর কুইনটিন ম্যাট্সিসের (Kuintin Matsys) মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। ন্যাসনাল গ্যালারিতে অতি সুন্দর চিত্র ও মর্ম্মর-মূর্ত্তির সমাবেশ, অধিকাংশই রুবেন্স্ ও তাঁহার ছাত্রদ্বয় ভ্যান ডাইক্ ও জর্ডানের (Jordannes) অঙ্কিত।

এ স্থানের কেথিড্রাল বা গির্জ্জা অতি প্রসিদ্ধ। তথায় টিসিয়ানের (Titian) অঙ্কিত কয়েকটি সুন্দর তৈলচিত্র রক্ষিত আছে, রুবেন্সের চিত্রের ত কথাই নাই। তদ্ভিন্ন তথায় একটি আশ্চর্য্য বস্তু আছে। অল্টারের (Altar) ঠিক পশ্চাতে তিনটি চিত্র আছে। দেখিলে মনে হয় যেন, মর্ম্মর-মূর্ত্তি (Sculpture in relief) কিন্তু হাত দিলে বুঝা

যায়, Black and white painting মাত্র। আবার সরিয়া দাঁড়াইলে মনে করা যায় না যে, মর্ম্মরগঠিত নহে। কেথিড্রালের stained glass windows গুলিও বড় চমৎকার; অতি সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত।

কেথিড্রাল ভিন্ন সেণ্টপলের গির্জ্জা নামধেয় একটি ভজনালয়ের সন্নিকটে Calvary বা শ্মশান চিত্রিত আছে। তথায় মর্ম্মরে একটি পরিত্যক্ত শ্মশান গঠিত ও নরকের দৃশ্য প্রদর্শিত। স্থানটি বিভীষিকাময়।

এমষ্টারডাম।

য়্যাণ্টওয়ার্প হইতে হলাণ্ডের রাজধানী এমষ্টারডামে আসিতে পথের শোভা অতি মনোরম। বেলজিয়মে রেলের দুই ধারে জঙ্গল ও ঘন বন। রোসেনডাল নামক ষ্টেশনে Customs পরীক্ষা হয় ও ঘড়ি কুড়ি মিনিট বাড়াইয়া লইতে হয়। ইহাই হলাণ্ডের প্রথম ষ্টেশন। তাহার পর দুই ধারে কেবল জল ও জলাভূমি। জলের মধ্যে কাঠের বড় বড় গুঁড়ি ফেলিয়া মাটি চাপা দিয়া তাহার উপর রেল বসান। আমি যে গাড়িতে ছিলাম, তাহাতে দুইটি ইংরাজ ছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্র—পিতার বয়ঃক্রম ৯০, পুত্রের ৫০। পিতা বোধ হয় ইংলণ্ডের বাহিরে খুব কমই আসিয়াছেন। তিনি বিদেশে সবই অপছন্দ করিতেছিলেন। পথে কোনও ষ্টেশনে চা পাওয়া গেল না; বৃদ্ধ বড়ই বিরক্ত হইলেন। পুত্রের পিতৃভক্তি অনন্যসুলভ; তিনি পিতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিলাম।

সমস্ত এমষ্টারডাম সহরটাই জলের উপর অবস্থিত। বড় বড় গাছের ডাল সোজা জলের মধ্যে প্রোথিত করিয়া পার্শ্বস্থ স্থান ইট চূণ দিয়া ভরাট করিয়া সেই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত। এমন কি রাজবাড়ীও এইরূপ। রাণীএ স্থানে খুব কমই বাস করেন। কিন্তু আবাসভবনটি খুব জমকালো; মর্ম্মরের অত্যন্ত ছড়াছড়ি। প্রায় সকল কক্ষেই মর্ম্মরের উপর সুন্দর কারুকার্য্য (frieze)। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। তলস্থ বৃক্ষকাণ্ডগুলি এতকাল পচে নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না। রাজ-

বাটীর এক পার্শ্বে একটি Squareএর মত। সেই দিকে একটি Balcony বা বারাণ্ডা। সেই স্থান হইতে রাণী (বা রাজা) প্রজাদের দর্শন দেন।

এম্‌ষ্টারডামে অনেক খাল; তবে রাস্তাও আছে, কিন্তু অপ্রশস্ত—আমাদের দেশের গ্রাম্য রাস্তার মত। কাযেই দুই ধার দিয়া গাড়ি চলিতে দেয় না; কোনও রাস্তায় হয় ত উত্তর হইতে দক্ষিণে গাড়ি যাইতে পায় না, সব শকটই উত্তরগামী। এইজন্য অতি নিকটস্থ স্থানেও যানারোহণে যাইতে হইলে অনেক সময় লাগে। ষ্টেশন হইতে আমি যে হোটেলে উঠিয়াছিলাম তথায় যাইতে দশ মিনিট লাগিয়াছিল, কিন্তু আসিবার দিন হোটেল হইতে ষ্টেশনে আসিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিল। তবে বলা উচিত যে, সহরের এক অংশ বেশ প্রশস্ত রাস্তায় সুশোভিত। য়ুরোপে এক হলাণ্ডে তামাকের শুল্ক নাই, কাযেই চুরুট অত্যন্ত সস্তা ও ভাল। Holland Havannas এর নাম সকল ধূমপায়ীই জানেন।

এম্‌ষ্টারডাম য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন সহর বলিয়া খ্যাত। বাস্তবিকই সহরটি অতি পরিষ্কার। অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীতেও ময়লা বা আবর্জ্জনা দেখা যায় না। অনেক জায়গায় জলের মধ্যে pine logs পুতিয়া reclaim করা হইতেছে দেখিলাম। দৃশ্য বড়ই কৌতুকাবহ।

এম্‌ষ্টারডামে আমার যে প্রদর্শক জুটিয়াছিলেন তিনি অনেক দিন ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সাধারণ লোক বিশ্বাস করে না যে, ভারতবর্ষে ব্যাঘ্র সর্প ভিন্ন সভ্য মনুষ্যের বসবাস আছে। বেচারা রাত্রিতে জানালা বন্ধ করিয়া শুইতে পারেন না ও ঘরে অগ্নি সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করে।

এম্‌ষ্টারডামে একটি প্রকাণ্ড ম্যুজিয়ম আছে। তথায় হলাণ্ডের

বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগের পরিচ্ছদ সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীর মূর্ত্তি গঠিত করিয়া পরাইয়া রাখিয়াছে। দেখিতে বড় চমৎকার। তদ্ভিন্ন চিত্র, মর্ম্মর-মূর্ত্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম্ম প্রভৃতি অনেক রক্ষিত। চিত্র অধিকাংশই রেমব্রাণ্ট বা তাঁহার অনুকারিগণের অঙ্কিত। Holland seems to be as much under the spell of Rembrandt as Antwerp is of Rubens and Brussels of Van Dyck.

এমষ্টারডাম যদিও নামে রাজধানী, রাজকায় সমস্ত অফিস ও জাতীয় সভার অধিবেশনস্থান হাগে (La Haag বা Hague)। রাণীও অধিকাংশ সময় এমষ্টারডামে বাস করেন না।

কলোন।



ওডিকলোনের (Eau-de-Cologne) কৃপায় জর্ম্মাণ দেশস্থ কলোনের নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত।

এম্‌ষ্টারডাম হইতে কলোন আসিতে পথে ক্রানেনবুর্গ নামক স্থানে জর্ম্মাণির আরম্ভ। এই স্থলেই Customs পরীক্ষা হয় ও ঘড়ি ৪০ মিনিট বাড়াইয়া লইতে হয়।

শুনিয়াছি, কলোন অতি সুন্দর নগর। কিন্তু বিধি বাম; আমি যতক্ষণ তথায় ছিলাম, ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় আমার নিকট কলোন মোটেই ভাল লাগে নাই তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ ত্যাগের পর প্রথম কলোনে মশার উপদ্রবে রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল।

কলোনের কেথিড্রাল খুব প্রসিদ্ধ। ইহা আয়তনে অতি বৃহৎ; এতদ্ভিন্ন আর বড় কিছু দেখিলাম না। অবশ্য অঙ্কিত গবাক্ষ (Illuminated windows) অনেকগুলি আছে; কিন্তু তাহাও খুব ভাল বোধ হইল না।

ওয়ালহফ্‌ ও রিকার্ট নাম্নীয় দুইটি ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ ম্যুজিয়ম আছে। বাহিরে তাঁহাদের মর্ম্মর-মূর্ত্তি সন্নিবেশিত, ভিতরে অবশ্য অনেক চিত্র। কিন্তু আমার নিকট প্রায় ছবিই অতি সাধারণ বলিয়া মনে হইল। কেবল জর্ম্মাণির রাণী লুইস্‌ এবং ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ মেরী কুইন অব স্কট্‌সের দণ্ডাজ্ঞা দস্তখত করিতেছেন এই দুইটি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বিশেষতঃ দ্বিতীয়টি। এলিজাবেথের মুখে একাধারে হর্ষ, সাফল্য ও লোকদেখান বিষাদের ভাব অতি

নিপুণতার সহিত চিত্রিত। চিত্রকরের নাম মনে নাই। কিন্তু তিনি যে কৃতী সেংবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলোনের Town Hallএর যে ঘরে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে Hansa League সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই কক্ষে এখন ম্যুনিসিপালিটির অধিবেশন হয়। দেওয়ালে গুপ্ত niches আছে। তাহার ভিতর স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত casket প্রভৃতি রহিয়াছে। রক্ষী বাহির করিয়া দেখাইল।

হাইডলবার্গ।



লতাপাদপপরিপূর্ণ পর্ব্বতপরিবেষ্টিত খরস্রোত নেকারের (Neckaar) উভয় কূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ালঙ্কৃত হাইডলবার্গ বাস্তবিকই অতি মনোরম স্থান। পরিশ্রান্ত জীবনের শেষভাগে পৃথিবীর কোলাহল হইতে অপসৃত হইয়া ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিবার পক্ষে এমন উপযোগী স্থান অধিক দেখা যায় না।

কলোন হইতে হাইডলবার্গ যাইতে রেলে প্রায় ৪॥০ ঘণ্টা সময় লাগে। এই পথটি অতি সুদৃশ্য। প্রায় সমস্ত ক্ষণই রাইন নদীর তীর দিয়া ট্রেণ চলে। নদীর তীরেই পাহাড়, কোথাও বা দুই ধারেই পাহাড়, কোথাও জঙ্গল, পাহাড়ের গাত্র দ্রাক্ষাক্ষেত্রময়—সুন্দর সুন্দর গাছ বড় চমৎকার দেখায়। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন নভেম্বর মাস। গ্রীষ্মকালে যখন উভয় কূল ফলপুষ্পে মণ্ডিত থাকে তখন এই নদীর উপর দিয়া ছোট ষ্টীমারে (pleasure steamer) বেড়াইতে কি আনন্দ হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নদীর মধ্যে এক স্থানে এক পাহাড়ের উপর একটা সেকেলে Castle দেখিলাম, স্বতঃই Grimm's Fairy Talesএর দৈত্যদের Castleএর কথা মনে হইল।

জর্ম্মাণিতে আমাদের দেশের ন্যায় রেলে চারি শ্রেণী—তবে মধ্যম শ্রেণী নাই, একেবারে খোলাখুলি ভাবে ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ। আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—রেলের কর্ম্মচারীরা সন্ধ্যার পর স্ব স্ব বক্ষে লণ্ঠন ঝুলান। রেলওয়ে ষ্টেশনগুলিও অতি বৃহৎ ও প্রকাণ্ড



হাইডেলবার্গ

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস।

ব্যাপার। ওয়েটিংরুমগুলি প্রায়ই মর্ম্মরমণ্ডিত ও অতি সুন্দর কারু-কার্য্যময়। ইহা শুধু জর্ম্মাণিতে নহে, য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই—বিশেষ এণ্টওয়ার্পে ও এমষ্টারডামে রেলওয়ে ষ্টেশন দুইটিতে।

সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরে আমি যখন হাইডলবার্গে পৌঁছিলাম তখন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া ধরিত্রী স্নিগ্ধ হইয়াছে। হোটেলে জিনিস পত্র ফেলিয়াই একাকী বেড়াইতে বাহির হইলাম। সহরটি ক্ষুদ্র। হাঁটিতে হাঁটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছিলাম। তথায় একজন অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি অতি সদাশয়; বলিলেন, "এখন রাত্রি হইয়াছে আপনি কল্য দশটার পর আসিলে আপনাকে সমস্ত দেখাইয়া দিবে; আমি বলিয়া রাখিব।"

পরদিন প্রথমে সহরের পার্শ্বস্থ দুইটি পাহাড়ের উপর বেড়াইতে যাইলাম। নদীর ধারেই পাহাড়। অল্প দূর পর্য্যন্ত কয়েকটি বাড়ী আছে, উচ্চে কেবল গাছপালা। প্রায় শিখর পর্য্যন্ত গাড়ীতে যাওয়া যায়। ঘোড়াগুলি কি ভাবে উপর পর্য্যন্ত উঠে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিসমার্কের স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত। এই স্থানে বৎসরে এক দিন খুব উৎসব হয়। পাহাড়ের গাত্রে এক পার্শ্বে একটি ছোট গৃহ। তথায় ছাত্ররা দ্বৈরথ যুদ্ধ (Duel) করেন। এ স্থানে ছাত্রদিগের অনেকেরই মুখে ও মাথায় তরবারির আঘাতচিহ্ন। কাহারও বা আঘাত অতি অল্প দিনের,—মাথায় ও মুখে sticking plaster লাগান। ইহা একরূপ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত। কোন কোন ছাত্র কলেজে পাঠাভ্যাস কালেও plaster লাগাইয়া রাখিয়াছেন দেখা যায়। পাহাড়ের উপর ও নদীর কূলে অতি সুন্দর বন অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাস্তবিক হাইডলবার্গে পাহাড়, নদী ও বনের অতি আশ্চর্য্য সমাবেশ।

নদীর ধারে সহরের দিকে একটি পুরাতন দুর্গ দেখা যায়। তথায়

দুইটি মদের পিপা আছে। একটিতে ৬০,০০০ বোতল ও অন্যটিতে ৩,০০,০০০ বোতল মদ ধরে। সিঁড়ি দিয়া বড় পিপাটির উপর উঠিলাম; একটি প্রকাণ্ড ঘরের ন্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে এই দুর্গ হইতে funicular railway আছে। ঈফেল টাওয়ারের প্রসঙ্গে যেরূপ রেলের কথা বলিয়াছি ইহা তদ্রূপই। এই রেলে বার্লিনবাসী মধুমাসযাপনকারী এক দম্পতির সহিত আলাপ হইল। তাঁহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী জানেন। শুনিয়াছি, এখন জর্ম্মাণির স্কুলে ইংরাজী ভাষা অবশ্য পাঠ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ দেখিবার জিনিষ ছাত্রদিগের কারাগৃহ। ছাত্ররা কোনও অপরাধ করিলে বা সহরের মধ্যে গোলমাল করিলে তাহাদিগকে এই কারাগারে বদ্ধ রাখে। দুইটি ঘর নির্জ্জন কারাবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট; দরজায় অনেক ছাত্র অপরাধীর ফটোগ্রাফ রক্ষিত। তাঁহারা হয় ত এখন খুব গণ্য মান্য ব্যক্তি। আবার ঘরের ভিতর অনেকে কবিতা প্রভৃতি লিখিয়া রাখিয়াছেন। একটির অনুবাদ এই:—"এ স্থানে আমি বেশ আছি। কারাগারের বাহিরে আমি অতি নগন্য ছিলাম। করাগারে আমাকে অনেক সুন্দরী ও মার্কিণ ভ্রমণকারী দেখিতে আসিতেছেন।" অনেকে আবার পেন্সিল বা কয়লা দিয়া দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

হাইডলবার্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি গির্জ্জা আছে। তাহার নাম Church of the Holy Ghost। একই ভজনালয়ে এক পার্শ্বে প্রোটেষ্টাণ্টরা এবং অপর পার্শ্বে রোমান ক্যাথলিকরা ভজনা করেন। মাঝে একটা সামান্য সরু দেওয়াল ব্যবধান। এই উদারতা য়ুরোপে আর কোথাও দেখি নাই।

ম্যুনিক



জর্ম্মাণির অন্তর্গত ব্যাভেরিয়া রাজ্যের রাজধানী ম্যুনিক খুব বড় সহর। ইহা ইসার নদীর তীরে অবস্থিত। কবি ক্যাম্বেলের Hohenlinden নামক কবিতায় পড়িয়াছিলাম, "Isar, rolling rapidly" দেখিলামও তাহাই। নদীটি খুব ক্ষুদ্র; আবার ম্যুনিকের নিকট দুই অংশে বিভক্ত, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতি; বহু উপলে শীর্ণা নদীর বক্ষ আস্তৃত—কিন্তু কি খরবেগে স্রোত চলিয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য মনে হয়।

ম্যুনিকে দ্রষ্টব্য স্থান অনেক, বিশেষ এ স্থানে চিত্রশালার বাহুল্য। সহস্র সহস্র বহুমূল্য তৈলচিত্রে ম্যুনিক বিভূষিত। এক ফ্লরেন্স ভিন্ন আর কোথাও এত চিত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিকই ম্যুনিকের চিত্র-সম্পদ অতি মহার্ঘ্য ও অনন্যসাধারণ। এত চিত্রের মধ্যে কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা দেখি অল্পসময়ক্ষেপণকারী যাত্রীর পক্ষে তাহা স্থির করা দুষ্কর; ঠিক "বাঁশবনে ডোম কাণা।" এই জন্যই বোধ হয় আমার নিকট ম্যাক্সিমিলিনিউম (Maximilianeum) নামক মাত্র ত্রিশখানি ছবিযুক্ত একটি গ্যালারি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

ম্যুনিকে আসিলে প্রথমেই এই স্থানের লোকের পোষাক দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। অনেক রকম পোষাক এ দেশে দেখা যায়। ব্যাভেরিয় কৃষকের, পুরুষ ও রমণী উভয়েরই, পরিচ্ছদ বড় সুদৃশ্য—picturesque। প্রায় লোকেরই টুপিতে হয় হরিণের লেজ না হয়

পাখীর পালক প্রভৃতি বসান। আর কত রকম বেরকমের আচ্ছাদনবাস (cloak)! স্ত্রীলোকদিকের মুখ লাল লাল ফুলা ফুলা; কিন্তু সৌন্দর্য্য বিশেষ আছে বলিয়া বোধ হইল না। বাস্তবিক সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে এক প্যারিসের মহিলাদিগের মুখেকমনীয়তা ও লাবণ্য কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান, আর কোথাও তাহা চক্ষুতে পড়িল না। নিশ্চয়ই আমার নয়নের দোষ।

ম্যুনিকে রাজারাজড়ার অত্যন্ত ছড়াছড়ি। অনেক বাড়ীর সম্মুখে সান্ত্রি দণ্ডায়মান। প্রশ্ন করিলে জানা যায়, অমুক প্রিন্সের বাড়ী। অনেক রাজাই আমাদের দেশের রাজাদিগের ন্যায় ভূমিশূন্য। দেশের প্রকৃত অধিপতি উন্মাদ, তাঁহার পিতৃব্য Regent বা রাজপ্রতিভূ, তিনিই কার্য্যতঃ রাজা।

ম্যুনিক আল্পস পর্ব্বতের অতি নিকটে অবস্থিত। বৈকালে বেড়াইতে যাইয়া তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের সুস্পষ্ট দৃশ্য দেখিতে পাওয়া গেল; প্রদর্শক বলিল, পাহাড় যখন এত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কল্য নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। ঘটিলও তাহাই।

ম্যুনিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে (১) ও (২) পিনাকোথেকদ্বয় (৩) ম্যাক্সিমিলিনিউম (৪) ম্যুজিয়ম (৫) ব্যাভিরিয়ার মূর্ত্তি ও Hall of Fame এবং (৬) বিয়র গৃহ। এই কয়টির মাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। এতদ্ভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর একটি জিনিষ আছে; Rathaus বা ম্যুনিসিপাল আপিসের ঘড়ি। বেলা ১১টার সময় এই ঘড়িতে প্রথমে কতকগুলি পূর্ণাবয়ব স্ত্রীপুরুষ অশ্বসাদি প্রভৃতি নৃত্য ও যুদ্ধ প্রদর্শন করে, তাহার পর অতি সুন্দর ভাবে Chimes বাজে, সর্ব্বশেষে একটি কুক্কুট বহির্গত হইয়া তিন বার শব্দ করে। সর্ব্ব সমেত প্রায় ১৫ মিনিট এই সব চলে। প্রত্যহ ইহার জন্য লোকের ভিড় হয়। খুব অদ্ভুত!

(১) পুরাতন পিনাকোথেক ঃ—পিনাকোথেক শব্দের অর্থ চিত্র-

ভাণ্ডার। এই পুরাতন ভাণ্ডার ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। মর্ম্মর মূর্ত্তি ব্যতীত এ স্থানে প্রায় দুই সহস্র সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। র‍্যাফেল, বটিচেলি, কেরেজিও, রুবেন্‌স, ভ্যানডাইক. রেমব্রাণ্ট, ডুরে, হোলবাইন, টেসিয়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সমস্ত চিত্রকরেরই অঙ্কিত চিত্র এ স্থানে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বনিম্নতলে বহু পুরাতন মৃৎপাত্র (Old Vases) রক্ষিত আছে। বর্ণনা করিয়া সে চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

(২) নূতন পিনাকোথেক—এ স্থানে আধুনিক চিত্রকরদিগের চিত্র সংরক্ষিত। চিত্রে লিখিত বিষয়গুলি অধিকাংশই আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসবর্ণিত। এতদ্ভিন্ন জর্ম্মাণির প্রধান প্রধান ব্যক্তির তৈল চিত্র এবং ম্যুনিকের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অনেক চিত্র আছে।

(৩) ম্যাক্সিমিলিনিউম—সহরের ঠিক বহির্ভাগে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর এই গৃহ দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বের অর্দ্ধচন্দ্রাকার পথে উঠিয়া আসিতে হয়। দুইটি প্রকাণ্ড হল ও দুইটি বারাণ্ডা। হল দুইটিতে মাত্র ত্রিশ খানি তৈলচিত্র। আদম ইভের স্বর্গচ্যুতি হইতে আরম্ভ করিয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জীবন ও লাইপজিগের যুদ্ধ পর্য্যন্ত মানবেতিহাসের ত্রিশটি প্রধান প্রধান ঘটনা এই চিত্র কয়টিতে লিখিত। অবশ্য ইতিহাস বলাতে য়ুরোপের ইতিহাসই বুঝিতে হইবে। এসিয়ার ইতিহাসবিষয়ক চিত্রের মধ্যে কেবল মহম্মদের মক্কাভিগমন এবং হরুণ-অল-রসিদের চিত্র দেখা যায়। বারাণ্ডা দুইটিতে জগতের প্রধান প্রধান প্রায় দুই শত লোকের চিত্র ও মর্ম্মররচিত আবক্ষ মূর্ত্তি আছে। বাস্তবিক য়ুরোপের চিত্রশালার মধ্যে এই গ্যালারিটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বোধ হইয়াছিল। নভেম্বর মাসে ইহা বন্ধ থাকে, তাই রক্ষীকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া দেখিতে হইয়াছিল।

(৪) ন্যাশনাল ম্যুজিয়ম—এই স্থানে আমাদের কলিকাতার ম্যুজিয়-

মেরই মত প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের অনেক অস্ত্রশস্ত্র, বাসন, পুস্তক, মর্ম্মর-মূর্ত্তি, প্রভৃতি রক্ষিত ; অবশ্য অনেক চিত্রও আছে। তদ্ভিন্ন ব্যাভেরিয়াবাসীদিগের পুরাতন ও আধুনিক বসন প্রভৃতিও Ceramic শিল্পের অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে।

(৫) ব্যাভেরিয়ার মূর্ত্তি এবং যশোমন্দির—একটি প্রান্তরের এক পার্শ্বে ৬২ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড এক ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি ফুলের মালা হাতে লইয়া দণ্ডায়মান। ইহাই ব্যাভিরিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্ত্তি। একটি দরদালান (Colonnade) ; তথায় ব্যাভেরিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের আবক্ষ মূর্ত্তি—ইহাই ব্যাভেরিয় যশোমন্দির। আমি ত অনেকেরই নাম শ্রুত ছিলাম না, কেবল শেলিঙ (Schelling) এবং রিকৃটার (Iean Paul Richter) এই দুইটি পরিচিত নাম দেখিলাম।

(৬) বিয়র গৃহ (Hofbrauhaus) :—আমরা যেরূপ জল খাই, জর্ম্মাণির লোক তাহা অপেক্ষাও অবাধে ও ঘন ঘন বিয়র পান করে। বিয়রই জর্ম্মাণির National drink। বিয়র সর্ব্বত্রই প্রস্তুত হয়, তবে ম্যুনিকের বিয়র খুব প্রসিদ্ধ। এই দ্বিতল গৃহটি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তুত। নিম্নে দুইটি লম্বা হল ; কতকগুলি টেবল ও তাহার চতুঃপার্শে বেঞ্চ। তাহাতে নানা পরিচ্ছদ পরিহিত শত শত স্ত্রীপুরুষ বিয়রপান ও ধূমপান করিতেছে। উপরেও ঠিক ঐরূপ, তবে তথায় টেবলগুলি ছোট ছোট ও বেঞ্চের পরিবর্ত্তে চেয়ার রক্ষিত। তথায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর লোক আইসেন। নিম্নে যে বিয়রের দাম এক বোতল তিন আনা, তাহাই উপরে ছয় আনা মূল্যে বিক্রীত হয়। এ স্থানটি সহরের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত ও সর্ব্বদাই খুব সরগরম। ম্যুনিকে একটি প্রকাণ্ড পার্ক আছে। তাহার নাম English Garden। কেন এ নাম হইল বুঝিতে পারিলাম না। প্রদর্শক বলিলেন—একজন

ইংরাজ এই উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাই এই নাম; কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে স্থপতির স্মৃতিস্তম্ভে দেখিলাম, তিনি মার্কিণবাসী। তবে এ নাম কেন?

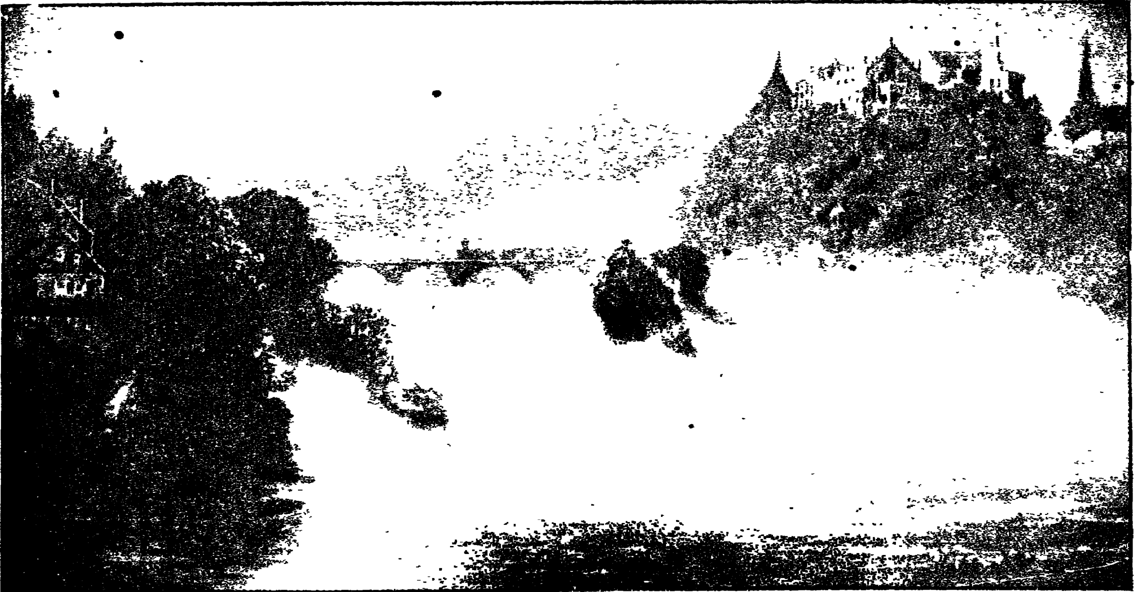
নয়হাউসেন।

বেলা দশটার সময় যখন ম্যানিক হইতে যাত্রা করি, তখন আকাশ প্রায় পরিষ্কার, রৌদ্র হাসিতেছে। মাত্র মিনিট দশেক পরেই আকাশ মেঘাবৃত হইল। রেলের কাচমণ্ডিত জানালার ভিতর দিয়া পথে দেখিলাম, তুলা পড়িয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কোথাও শিমুল গাছ দেখিতে পাইলাম না। সহযাত্রী কেহই ইংরাজীনবিশ ছিলেন না, জিজ্ঞাসাও করিতে পারি না। পরে জানলাতেও সেইরূপ দেখিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল, এ তুলা নহে তুষারপাত! দেখিতে দেখিতে সব ধবলাকার, অতি চমৎকার দৃশ্য। তুষারধবল কথাটি পূর্ব্বে অনেক স্থানে পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাবগ্রহণ করিতে পারি নাই। আজ বুঝিলাম, তুষারধবল এবং শ্বেত এ দুইটিতে কত পার্থক্য। খোলার বাড়ীর উপরে বরফ পড়িয়া ঢালু জায়গায় জমা হইতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন গোলা চুণ ঢালিয়া চুণকাম করিতেছে। বেলা প্রায় দুইটার সময় Lake of Constance নামক হ্রদের ধারে উপনীত হইলাম। চতুর্দ্দিকে পাহাড়; মধ্যে প্রকাণ্ড হ্রদ। পাহাড়ের অঙ্কে স্থানে স্থানে ছোট ছোট গ্রাম, সে আর এক সুন্দর দৃশ্য। ক্ষুদ্র ষ্টীম-বোটে হ্রদের অপর পারে আসিলাম। এখন আমি সুইট্জারল্যাণ্ড দেশে। এক রাস্তার ধারে বোট হইতে নামাইয়া দিল। সেই স্থানেই ট্রেণ আসিবে। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। প্রায় ট্রামের মত, তবে অনেকগুলি গাড়ি। প্রত্যেক গাড়ির মধ্যস্থল দিয়া যাতায়াতের রাস্তা, দুই পার্শ্বে বেতমোড়া বেঞ্চ, জিনিষ পত্র গাড়িতে লইবার

নিয়ম নাই। প্রত্যেক বেঞ্চে মাত্র দুইজনের বসিবার স্থান। কেবল প্রথম শ্রেণীর গড়িতে বেঞ্চগুলি গদি-আঁটা। দুইটিমাত্র ষ্টেশন পরে আমাকে গাড়ি বদল করিতে হইল। নূতন গাড়িতে উঠিয়া দেখি, অত্যন্ত স্থানাভাব। দুঃখের বিষয় আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, সে শ্রেণী পূর্ব্ব হইতে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আমার সঙ্গে দুইতিনটি ব্যাগ, সে দেশের ভাষা জানি না—সময়ের অল্পতানিবন্ধন ব্রেকে দিতে পারিলাম না, কাযেই মোট লইয়া একখানা গাড়িতে কণ্ডাক্টারের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া গিয়া উঠিলাম। মধ্যে যে সামান্য সরু রাস্তা তাহাই অবরোধ করিয়া অবাধে দাঁড়াইয়া রহিলাম; যাত্রীরা কলরব করিতে লাগিল, গার্ড বকাবকি করিতে আরম্ভ করিল; আমি ভাষা বুঝি না, ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বেগতিক দেখিয়া কণ্ডাকটার আমাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে ডাকিয়া তাহার সহিত যাইতে বলিল। তখন গাড়ি চলিতেছে; খুব জোরে বরফ পড়িতে সুরু করিয়াছে। গার্ড আমাকে প্রথম শ্রেণীর কক্ষে লইয়া গেল। তথায় দেখি, একজন ইংরাজ। তাঁহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তবু কিছুক্ষণ কথা বলা যাইবে। তিনিও আমাকে পাইয়া আহ্লাদিত। সেই বিদেশে আমরা যেন একদেশবাসী। গার্ড তাঁহাকে বলিয়া গেল, আমি যেন কিছুক্ষণ পরে স্থান হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাই। তথায় বলিয়া দুইজনে গল্প আরম্ভ করিলাম। প্রায় ঘণ্টখানেক পরে সহযাত্রী নামিয়া গেলেন, এ সময়টা বড় সুখে কাটিল। দুই ধারে কাল ও নীল পাহাড়, তাহার উপরে বরফ জমিয়া রহিয়াছে, কোথাও কোথাও শ্যামল তরুলতা, কোথাও বা হ্রদ দেখা যাইতেছে, চারিপার্শ্বে ধবল হিমানী—বড় সুন্দর দৃশ্য। অল্পক্ষণ পরে যখন সন্ধ্যা হইল, পাহাড়ের গাত্রে বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বালিয়া দিল তখন নয়নসমক্ষে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রতিভাত হইল। সন্ধ্যার পরে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাজধানী

জ্যিওরিক্ (Zurich) এ পৌঁছিলাম। এ স্থানে অর্দ্ধ ঘণ্টা অবস্থানের পর পুনরায় অন্য ট্রেণে যাত্রা করিলাম। তখন তুষারপাত বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে। রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার, পথে কিছুই দেখা গেল না। তবে ষ্টেশনে আমাদের দেশে পরিচিত রেলের ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। য়ুরোপে আর কোথাও রেলে ঘণ্টা বাজান শুনি নাই। প্রায় এক ঘণ্টা পরে নয়হাউসেনে পৌঁছিলাম। এটি সুইট্জারল্যাণ্ডের উত্তর সীমায় একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। বিলাতে আসিবার পূর্ব্বে ইহার নাম শুনি নাই। আমি যখন লণ্ডনে বসিয়া য়ুরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতেছিলাম, তখন আমাদের হাইকোর্টের জজ বন্ধুবর মিষ্টার সরফুদ্দিন পরামর্শ দেন, নয়হাউসেন না দেখিয়া যাইও না। এ স্থানে রাইন নদীর একটি প্রপাত আছে। নদী এ স্থানে মাত্র ১২৫ গজ চওড়া, কিন্তু খুব খরস্রোতা। কতকগুলি পাতরের গাত্রে আহত হইয়া জল প্রায় একশত ফুট উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে। অতি গম্ভীর দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে জল আঘাতে চূর্ণ হইয়া শত ধারায় উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রপাতের শব্দও খুব গুরু গম্ভীর। ঠিক মধ্যস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ চওড়া পাতর আছে। ক্ষুদ্র নৌকায় প্রাণ হাতে করিয়া সেই প্রপাতের ভিতর দিয়া তাহার উপর উঠিয়া তথায় চা-পান করা একটা অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। বাতাসে জলের কণা রেণুর ন্যায় অঙ্গে পড়ে, কাযেই তথায় যাইতে হইলে ওয়াটার প্রুফ গাত্রে দিয়া যাইতে হয়। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করে, তখন নিশ্চয়ই বড় সুন্দর দেখিতে হয়। আমি শীতকালে গিয়াছিলাম, সে সব কিছু দেখি নাই।

এই নয়হাউসেনে বড় কৌতুক হইয়াছিল। বলা উচিত যে, সুইট্জারল্যাণ্ডে সর্ব্বত্রই হোটেল, অন্য দেশবাসীরা বলেন, সুইট্জারল্যাণ্ড না বলিয়া হোটেলল্যাণ্ড বলা উচিত এবং ইহার জাতীয় বীরের নাম



রাইন-প্রপাত।

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

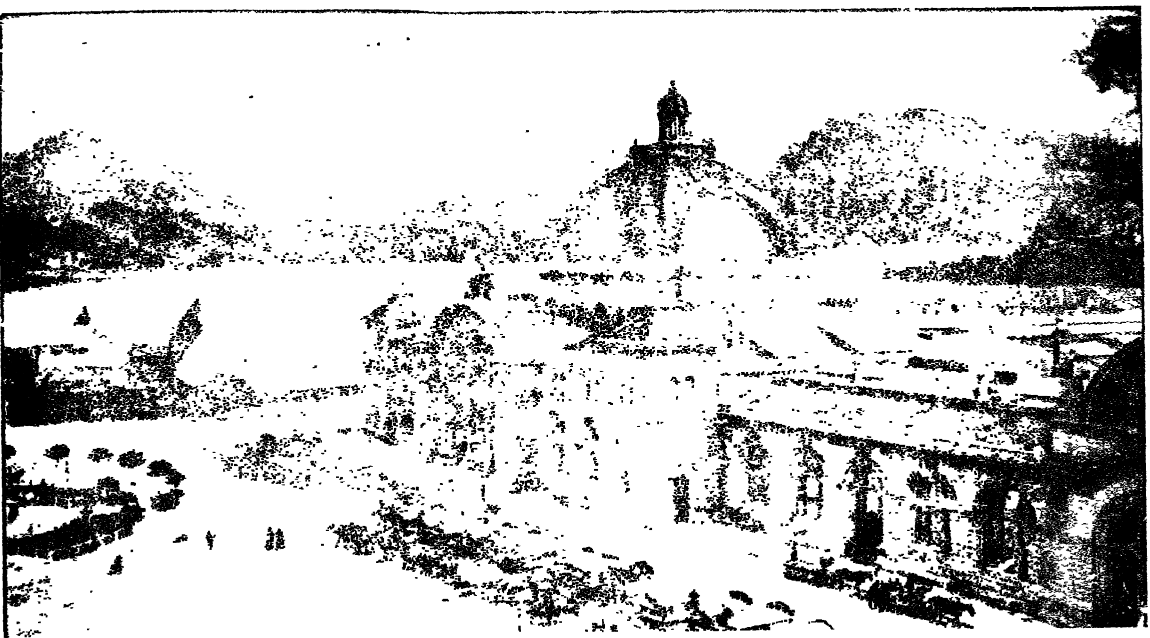
William Tell (উইলিয়ম টেল) না হইয়া উইলিয়ম হোটেল হওয়া উচিত। সে যাহা হউক বড় বড় কয়েকটি স্থান ভিন্ন অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট সময় (Season) আছে। বৎসরের মধ্যে সেই কয় মাস এই সব স্থান আমোদ আহ্লাদে ও যাত্রীদিগের কলহাস্যে মুখরিত, অন্য সময়ে প্রায় সমস্ত হোটেলই বন্ধ থাকে, এক আধটা যাহাও বা খোলা থাকে সে সকলে দাসদাসীর একান্ত অভাব। আমি যখন নয়হাউসেনে পৌঁছিলাম তখন সে স্থানের Season শেষ হইয়া গিয়াছে। যে হোটেলে যাইলাম, তথায় অন্য অতিথি কেহই ছিলেন না; কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে দুইজন রমণী ও একটি দাসী; তাঁহারা কেহই ইংরাজী জানিতেন না, আমারও ইংরাজী ভিন্ন অন্য য়ুরোপীয় ভাষা জানা নাই। কাযেই কথাবার্ত্তা আকার ইঙ্গিতেই চলিল। যখন ভাষার নিতান্ত দরকার তখন বাঙ্গালার ব্যবহার করিতে লাগিলাম, কারণ তাঁহাদের পক্ষে ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুইই সমান। শ্রোত্রীবর্গ হাসিয়া কুট পাট। আমার জানিবার প্রয়োজন হইল যে, ভারতবর্ষের ডাক কবে যায়। ইহা আর ত ইঙ্গিতে বুঝান যায় না! কাগজে লিখিয়া অনেক কষ্টে একজনকে বুঝাইলাম যে, কাগজখানা ডাক ঘরে পাঠান প্রয়োজন। দেড় ঘণ্টা পরে অনেক চেষ্টার পর পোষ্ট-মাষ্টার একজন ইংরাজী-নবিশকে বাহির করিয়া আমার চিঠি পড়াইয়া জবাব লিখিয়া দিলেন। এ ভোগ আর কোথাও ভুগিতে হয় নাই। অন্য সব স্থানেই ইংরাজী-জানা লোক হোটেলে পাইয়াছিলাম।

পরদিন বৈকালে লুসার্ণ যাত্রা করিলাম। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে কোনও মাল বিনা মাশুলে রেলে লইতে দেয় না। ছোট হাণ্ডব্যাগেরও মাশুল দিতে হয়। অন্য দেশের তুলনায় মাশুলও খুব বেশী।

রেল জ্যিওরিক পর্য্যন্ত প্রায় পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। পথে প্রায় তিন মাইল একটি আঁকা বাঁকা নদীর ধারে ধারে সর্পাকৃতি

লাইন। দেখিলাম, নদীর একেবারে কিনারা পর্য্যন্ত কর্ষিত, কেবল দুই পাহাড় মাত্র পাইনাদি বৃক্ষে শোভিত। রেলের দুই পার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্র তৃণমণ্ডিত; উচ্চ শিখরগুলি পাদপহীন ও তুষারমণ্ডিত। পাইন গাছগুলিতে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। পথে সমস্ত দিন সূর্য্যদেব বৃষ্টির সহিত লুকোচুরি খেলিতেছিলেন, তাই দুই ধারে দৃশ্য আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

পথে চ্যাম (Cham) নামক গ্রাম দেখা গেল। তথায় "গোয়া-লিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধের" (Milkmaid Brand Condensed Milk) কারখানা। গ্রামটিতে ঐ কারখানার অধিবাসী ব্যতীত আর বিশেষ কোন অধিবাসী আছে বলিয়া মনে হইল না। তবে একটি গির্জ্জা দেখিলাম, তাহার চূড়া ব্রোঞ্জমণ্ডিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৪॥০ টার সময় লুসার্ণ পৌঁছিলাম।



লুসার্ন

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।

লুসার্ণ

সুইট্জারল্যাণ্ড কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত, প্রত্যেকটি বিভিন্ন ভাবে শাসিত; আবার সবগুলি মিলিয়া এই সমগ্র দেশের প্রজাসভা গঠিত। ফলতঃ গোটাকয়েক স্থূল বিষয় (শুল্ক সৈন্যবল প্রভৃতি) ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে এই সব প্রদেশ স্বপ্রধান। এই প্রদেশগুলি ক্যাণ্টন নামে অভিহিত। চারিটি ক্যাণ্টনের মধ্যে স্থিত বিশাল হ্রদের—যাহার ইংরাজী নাম লুসার্ণ হ্রদ এবং দেশীয় নাম চারি ক্যাণ্টনের হ্রদ—উপর লুসার্ণ নগর অতি মনোরম। হ্রদ হইতে খরস্রোতা রয়েস্ নামক নদী নির্গত হইয়াছে। এই নদীর উৎপত্তিস্থানে ও তাহার দুই পার্শ্বে এই নগর।

সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রায় সকল হ্রদই অতি সুন্দর; কিন্তু বোধ হয় লুসার্ণ হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা প্রায় ২৪।২৫ মাইল দীর্ঘ ও ১ কি ১॥০ মাইল প্রশস্ত; জলের বর্ণ গাঢ় হরিৎ, কিন্তু অতি পরিষ্কার, নৌকার উপর হইতে ৩০।৪০ ফুট নিম্নে মৎস্য সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তাহার পর আবার চতুঃপার্শ্বে অতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ সকল দণ্ডায়মান; কেহ বা (পিলাটুস্) একেবারে বৃক্ষতৃণহীন—তুষারমণ্ডিত, কেহ বা (রিগি) বৃক্ষচ্ছায়া-সমাকুল এবং হোটেলবৃন্দপরিশোভিত। মধ্যে মধ্যে দুই একটি দ্বীপ রহিয়াছে; একটি দ্বীপের উপর পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। বাস্তবিকই এই হ্রদ নয়নমনোমুগ্ধকর।

লুসার্ণ ষ্টেশনে নামিলেই সম্মুখে হ্রদ দৃষ্টিগোচর হয়। হ্রদের

পার্শ্বেই প্রস্তরনির্ম্মিত রয়েসের প্রকাণ্ড সেতু। অপর কূলে হ্রদের তীর দিয়া প্রায় ১॥০ মাইল দীর্ঘ পথ; দুই পার্শ্বে বাদামগাছ। এই পথ বড় মনোরম। পথের অপর পার্শ্বে অতি প্রশস্ত রাস্তা—তাহাতে নানারূপ যানাদি চলিতেছে এবং রাস্তার উপর অনেক সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্য ও বাগান দেখা যাইতেছে। এক প্রান্তে এইরূপ হরিৎবর্ণ হ্রদ অপর ধারে এইরূপ বাড়ী ও বাগান দেখিতে কিরূপ সুন্দর তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বাটীগুলির অধিকাংশই হোটেল এবং খেলাধূলার আড্ডা ক্লাবগৃহ (Kursaal) প্রভৃতি।

পূর্ব্বকথিত সেতুর ঠিক মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড তাপমান যন্ত্র বসান। এই সেতু ভিন্ন রয়েসের উপর আরও ৫।৬টি সেতু আছে। তাহার মধ্যে দুইটি কাষ্ঠনির্ম্মিত, এবং আচ্ছাদিত। এই দুইটি সেতুর ভিতরের দিকে গাত্রে ও ছাতে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত। যদিও চিত্রগুলি এখন মলিন হইয়া আসিয়াছে, তথাপি দেখিতে মন্দ নহে। প্রথম কাষ্ঠ-সেতুর মধ্যস্থলে জলমধ্যে একটি কাষ্ঠময় গোলঘর দেখা যায়। এই ঘরে নাকি ম্যুনিসিপাল কাগজপত্র সংরক্ষিত।

অতি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন লুসার্ণে দেখিবার জিনিষ দুইটি :—

(১) সিংহমূর্ত্তি—সুইস সৈন্য প্রাচীন ফরাসীস্ রাজাদিগের শরীর-রক্ষী ছিল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রায় ৮০০ প্রভুভক্ত সুইস সৈন্য রাজাকে রক্ষা করিতে গিয়া হত হয়েন। তাঁহাদের স্মরণার্থ এই মনুমেণ্ট। একটি পাহাড়ের গাত্রে গুহা নির্ম্মিত, সেই গুহায় প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ এক সিংহ শূলবিদ্ধ অবস্থায় পতিত, হস্তপদদ্বারা পদ্ম (ফ্রান্সের রাজশ্রী) সংরক্ষণে সচেষ্ট। এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ঐ পাহাড় হইতেই ক্ষোদিত, অন্যত্র গঠিত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত নহে।

(২) গ্লেসিয়ার গার্ডেন—এই স্থানে বহু পুরাতনকালে গ্লেসিয়ার



লুসার্ণ

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।

বা তুষারবাহ হইতে কিরূপে পাতর খসিয়া শিলা বাহির হইত তাহা দেখা যায়। কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই স্থানে ৩টি Glacier mills আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে এখন জল দিয়া তুষারবাহের স্বরূপ দেখান হয়। তদ্ভিন্ন এই স্থলে আল্পস্ পর্ব্বতের সর্ব্ববিধ প্রাণী ও বৃক্ষাদি দেখান হয়, পশুপক্ষীগুলি অবশ্য সবই মৃত—stuffed; তদ্ভিন্ন আল্পসের উপর যাত্রীদিগের জন্য যে সকল কুটীর নির্ম্মিত আছে (chalet) তাহারও একটি এই স্থানে রহিয়াছে। সেই চতুর্দ্দিকে প্রায় উন্মুক্ত—সামান্য তৃণমণ্ডিত একটি সামান্য কুঁড়ে দেখিয়া সন্ধ্যাগমশঙ্কাকুল পথহারা পথিকের মনে কি সুখেরই উদয় হয়! এইরূপ কুটীর পাহাড়ের উপর অনেক স্থানেই আছে; না থাকিলে পাহাড়ে রাত্রিবাস করিলে সে রাত্রির আর অবসান নাই।

লুসার্ণ হইতে এক দিন গিরিশৃঙ্গে গিয়াছিলাম। হ্রদের উপর দিয়া প্রায় এক ঘণ্টা এক ছোট ষ্টীমারে যাইয়া ভিট্‌নাউ (Vitznau) নামক স্থানে নামিতে হয়। এই স্থান হইতে পার্ব্বত্য Rack and Pinion রেলওয়ে। ব্যাপারটা চমৎকার। সব রেলপথে যেমন দুইখানা রেল পাতা থাকে তাহা ত আছেই, তদ্ভিন্ন মধ্যে আর একখানা রেল, তাহাতে কাঁটা কাঁটা মত খাঁজ আছে। গাড়ির সাধারণ চাকা ভিন্ন মধ্যে আর একখানা ছোট চাকা; সেই ছোট চাকাখানা মাঝের রেলের কাঁটায় জড়াইয়া জড়াইয়া উঠে,—পাছে গড়াইয়া পড়ে। একখানামাত্র গাড়ি, দুইটা কামরা, ২৪ জনের স্থান হয়। এঞ্জিন পশ্চাতে থাকে, গাড়িখানা ঠেলিয়া উঠে। সম্মুখে একজন লোক কোদালী হস্তে বসিয়া পথের বরফ কাটিতে কাটিতে যায়। লাইন অত্যন্ত খাড়া, Gradient প্রায় 1 in 4. গাড়িতে বসিতে কিছু কষ্ট হয়। এইরূপ ভাবে প্রায় সার্দ্ধ চারি

মাইল যাইতে হয়। শেষের ১॥০ মাইল একেবারে বরফে আবৃত।

ভিট্‌স্নাউ ছাড়িয়া একটু উঠিলেই বামে লুসার্ণ হ্রদের শোভা নয়নগোচর হয়। প্রত্যেক সেকেণ্ডে হ্রদ সরিয়া যাইতেছে ও নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইতেছে! ভিট্‌স্নাউ ছাড়িয়া মিনিট পনের পরেই দেখি, লাইনের ধারে ধারে গাঁজলার মত কি রহিয়াছে, ক্রমে বুঝিলাম ইহাই তুষার। শৃঙ্গোপরি যখন উঠিলাম তখন দেখি, চতুর্দ্দিক একেবারে তুষারমণ্ডিত। প্রথমে হোটেলে ঢুকিয়া কিছু খাইয়া লইলাম, তাহার পর হোটেল হইতে পার্ব্বত্য যষ্টি (Alpen-stock) সংগ্রহ করিয়া স্থানদর্শনে বাহির হইলাম। হোটেল শৃঙ্গের উপর অবস্থিত, তবে একেবারে সর্ব্বোচ্চ স্থানে নহে। সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটি কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মিত; তাহার উপর দাঁড়াইয়া বিখ্যাত Panorama দেখিতে হয়। যখন হোটেল হইতে বহির্গত হইলাম তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া বরফ পড়িতেছে; ভাবিলাম, এত চেষ্টা বৃথা হইল, আমার ভাগ্যে Panorama দর্শন নাই। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় কিছুক্ষণ পরেই বরফ পড়া থামিল ও কুজ্‌ঝটিকা কাটিয়া গেল। প্রায় কুড়ি মিনিট আকাশ বেশ পরিষ্কার রহিল। চতুর্দ্দিকে তুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী, নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন হ্রদ, কোথাও বা শস্যক্ষেত্র, কোথাও বা শুধু গাছপালা, কোথাও বা পিপীলিকাশ্রেণীবৎ রেলগাড়ি চলিতেছে; কোনও পাহাড় হয় ত একেবারে তৃণহীন, শুধু বরফ, কোনও পাহাড়বা বৃক্ষলতাসুশোভিত অথচ বরফমণ্ডিত। চারি শত মাইলব্যাপী এই দৃশ্যের সম্যক বর্ণনা করা বা সেচিত্র চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত করা চিত্রশিল্পীর পক্ষেও সহজসাধ্য নহে, আমি ত কোন্ ছার। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলে অতি পাষণ্ডেরও মন ভক্তিরসাপ্লুত হয়। মিনিট কতক পরে খুব বরফ পড়িতে

লাগিল।" আমি Alpestock এর ফলা দিয়া সেই মঞ্চের উপর N. K. B. ক্ষোদিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। হোটেল অতি নিকটে; পথ হারাইবার কোনই ভয় নাই; আর একটু গা ঝাড়া দিলেই বরফ সব পড়িয়া যায়, ঠাণ্ডা লাগিবার কোনও আশঙ্কা নাই। বরফ লইয়া পিণ্ড— Snowball করা প্রভৃতি যাহা সব পড়া ছিল, খেদ মিটান গেল। কিছুক্ষণ পরে হোটেলে ফিরিলাম। তথা হইতে বাটীতে ও বন্ধুবান্ধবদিগকে Picture Postcaord পাঠান গেল। যখন গাড়ির সময় হইল তখন বরফ আরও বেগে পড়িতেছে ও আকাশ প্রায় কুজ্ঝটিকামণ্ডিত। যদিও হোটেলের নিম্নেই রেলের ষ্টেশন (কুটীরমাত্র) এবং পথও সরল তবুও সেই সময়ে অনেকটা ঘুরিতে হইয়াছিল।

পুনরায় সেই পথে লুসার্ণে ফিরিয়া আসিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, হ্রদের ধারে এক স্থানে এক কাষ্ঠময় weird মূর্ত্তি ঠিক জলের ধারে অবস্থিত আছে। শুনিলাম, যীশুর মূর্ত্তি। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যত গির্জ্জার ঘড়ি সব এক কাঁটা—বড় কাঁটাটা নাই। বোধ হয়, ইহারা তত বেশী ব্যস্ত নহে। য়ুরোপের অন্যদেশবাসীরা সদাই ব্যস্ত, পাছে এক মিনিট সময় বৃথা ক্ষেপণ হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসীরা নাকি প্রধানতঃ কৃষিজীবী; তাই ইহাদের অত ব্যস্ততা নাই।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ শুনিয়া হয় ত অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। এ দেশের সাধারণ লোকের কৃষিই একমাত্র ব্যবসায়। যেখানে সেখানেই দেখা যায়, বড় বড় শস্য-ক্ষেত্র না হয় ঘাসের জমী। ঘাস খুব বড় বড় পাহাড়ের গাত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সবুজ ক্ষেত্র, দেখিতে খুব সুন্দর। তদ্ভিন্ন এ দেশের গরু খুব বৃহদাকার এবং খুব মূল্যবান্। শুনিলাম, দেড়মাস বয়সের গোবৎস ১২০০ হইতে ১৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এ দেশের লোকের অবস্থা খুব সচ্ছল নহে,

অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় ইহারা খুব দরিদ্র, তবে হোটেলের কৃপায় ধনী ইংরাজ—বিশেষতঃ মার্কিণ যাত্রীর পয়সায় অনেক লোক প্রতিপালিত হয়।

এ দেশের আর এক অদ্ভুত ব্যাপার সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জাতীয় কোনও ভাষা নাই। কতক লোকের মাতৃভাষা জর্ম্মাণ, কতকের ফরাসীস্ এবং কতকের ইতালীয়। একজন সুইস্ ভদ্রলোকের মুখে শুনিলাম যে, কতকগুলি আদিম নিবাসী নাকি পর্ব্বতে বাস করে, তাহাদের একটি বিভিন্ন ভাষা আছে।

অন্য য়ুরোপীয় দেশের ন্যায় এ দেশেও শিক্ষা সাধারণ ও অবৈতনিক। মেয়েদের ৮ বৎসর বয়স হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্কুলে পড়িতে হয়। সকালে আটটা হইতে বারটা ও অপরাহ্নে দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ইস্কুল বসে।

এই গরীব দেশে আয়কর শতকরা ৮।৹ আনা দিতে হয়; আর আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ২৷৵১৫মাত্র।

উকিলের অবস্থা এ দেশে বড় ভাল নহে। রাজধানীর কথা জানি না, কিন্তু অন্যান্য সহরে কোথাও বাৎসরিক ১০০০ পাউণ্ডের বেশী আয়ের উকিল নাই। তবে বলা উচিত, লোকসংখ্যার অনুপাতে মোকর্দ্দমার সংখ্যায় ইঁহারা আমাদিগকে হারাইয়াছেন।

রিগি হইতে ফিরিবার সময় ষ্টীমবোটে এক মার্কিণ ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি আমার নিকট ভারতবর্ষের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং বিনিময়ে আমাকে মার্কিণ রাজনীতির কথা কিছু বুঝাইয়া দিলেন।

লুসার্ণ হইতে ইণ্টারলাকেন (Interlaken) নামক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। লুসার্ণ হইতে রেলে ও ষ্টীমবোটে প্রায় ৫ ঘণ্টার রাস্তা। মানুষ কি রকম ঘটনাচক্রের ক্রীড়নক তাহা এই দিন যথেষ্ট

উপলব্ধ হইয়াছিল। যখন লুসার্ণ হইতে যাত্রা করি তখন খুব ঠাণ্ডা; সবেমাত্র বরফ পড়া বন্ধ হইয়া Sleet পড়িতেছে (Sleet যতক্ষণ আকাশে থাকে ততক্ষণ বরফ মাটীতে পড়ে জল)। এ দেশের সব রেলে গরম করার যন্ত্র ও তাপমান যন্ত্র থাকে। গাড়িতে আমি একা, কাযেই নির্ব্বিবাদে গরম করা যন্ত্রটি খুলিয়া দিলাম। ট্রেণ মৃদু মন্দ গতিতে পাহাড়ের উপর উঠিতেছে; ঝুপ ঝুপ করিয়া বরফ পড়িতেছে। হঠাৎ অসহনীয় গরম বোধ হইল। চাহিয়া দেখি, তাপ মাত্র ২০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্। কষ্ট এত অধিক হইতে লাগিল যে, কল বন্ধ করিয়া কোট খুলিয়াও তাহার নিবৃত্তি হইল না! ষ্টেশনে অনেক আকার ইঙ্গিতে তৃষ্ণা জানাইয়া দুই গেলাস সেই কন্‌কনে জল পান করিয়া তবে ধড়ে প্রাণ আইসে। সেই ঠাণ্ডায় শীতল জল পান করা দেখিয়া ষ্টেশনের লোকগুলা বিস্ময়ে চাহিয়া ছিল।

সুস্থ হইয়া পথের শোভা দেখিতে লাগিলাম। তখনও পাহাড়ের উপর রেল উঠিতেছে, দুই ধারে কেবল পাহাড়, বরফ, পাইন গাছের সারি ও অসংখ্য ঝরণা। পাইনগাছের একরকম সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। মাটীর উপর দিয়া কোথাও কোথাও পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে। পাহাড়ে যায়গা, মধ্যে মধ্যে জল বেশ স্তরে স্তরে নামিতেছে দেখিতে বড় সুন্দর।

পথের ধারে Lungern নামক ক্ষুদ্র গ্রামের বড় চমৎকার শোভা। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটি বাটির ন্যায় (Cupshaped)স্থান, মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রায় সব বাটীরই খোলার চাল,—সমস্ত বরফে মণ্ডিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রগুলি তুষারাবৃত, দেখিতে বড়ই সুন্দর। গ্রামে মাত্র দুইটি একটু বড় গোছের বাড়ী দেখিলাম, বলা বাহুল্য দুইটিই হোটেল।

Lungern এর কাছে লাইন অত্যন্ত খাড়া এবং ট্রেণ পূর্ব্ববর্ণিত

Rack and Pinion systemএ চলে। ইহার পরের ষ্টেশন ক্রনিগ: এই লাইনের সর্ব্বোচ্চ স্থান। তথায় দেখিলাম, লাইনের উপর প্রায় ২।৩ হাত বরফ জমিয়াছে। দুইজন মজুর ষ্টেশনের সম্মুখভাগ কোদালী দিয়া পরিষ্কার করিতেছে।

এই স্থান হইতে লাইন নামিয়া প্রিয়েন্স (Brienz) গিয়াছে। তথায় ষ্টীমবোটে চড়িতে হয়। হ্রদের নাম Brienzer See (প্রিয়েন্সের জি) অর্থাৎ প্রিয়েন্সের হ্রদ (ঠিক যেন বাঙ্গালা সম্বন্ধপদ)। ইহারও তিন পার্শ্বে পাহাড়ের গাত্রে অসংখ্য ঝরণা, কোন কোনটি বা হ্রদে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেক পথে জমিয়া গিয়াছে, নিম্নের দিকে চিহ্নমাত্র নাই। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

এই হ্রদের এক ষ্টেশনে (Oberried) একটি যুবক নামিল, তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে তাহার প্রণয়িনী ঘাটে উপস্থিত। ইহাদের মিলনদৃশ্য দেখিয়া তথায় উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রই অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাহারা হাত ধরিধরি করিয়া গলাগলি রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, যেন পৃথিবীতে তাহারা দুইজন ব্যতীত অন্য প্রাণী নাই।

Brienzer Seeর পার্শ্বেই Thuner See (থুনের জি) নামক আর একটি হ্রদ। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে Interlaken (ইণ্টারলাকেন হ্রদমধ্যস্থান) অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে আল্পসের প্রসিদ্ধ শিখর Jungfrau বা য়ুংফ্রাউ খুব নিকটে ; দেখিলে মনে হয় যেন গ্রামের Guardian Angelএর ন্যায় গ্রামখানি য়ুংফ্রাউয়ের অধিকারন্যস্ত। এই জন্য এবং স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া Interlaken খুব প্রসিদ্ধ। আমি এই স্থানে দুই দিন বাস করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম, গুটি দুইতিন বিদ্যালয়, একটি হাঁসপাতাল, গুটি ৪।৫ রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন এবং রাশিকৃত হোটেল। অধিবাসীর সংখ্যা খুবই

কম, বোধহয় ৫।৬ সহস্র মাত্র। স্থানটি আমি যখন গিয়াছিলাম তখন খুবই নিরালা ও শান্ত ছিল, Seasonএর সময় অবশ্য অসংখ্য যাত্রী-বর্গের কলনিনাদে মুখরিত হইয়া উঠে।

একটা কথা বলিয়া রাখি, সুইট্জারল্যাণ্ডের রেল পার্ব্বত্য প্রদেশের, কাযেই Tunnel বা সুরঙ্গ অসংখ্য। ১মাইল ১॥০ মাইল সুরঙ্গ সুইট্জারল্যাণ্ডের যে অংশে আমি ঘুরিয়াছিলাম, তাহাতে শতাধিক পার হইয়াছি, তদপেক্ষা ছোটর ত "লেখা যোকা নাই।"

Interlaken হইতে ফিরিয়া লুসার্ণের পথে লুগানো যাইলাম। পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ St. Gotthard's Tunnel (সেণ্ট-গট্হার্ট সুরঙ্গ) এর ভিতর দিয়া রেল আসিল। এই সুরঙ্গটি সওয়া নয় মাইল লম্বা; ট্রেণে পার হইতে ১৯ মিনিট লাগিল। সুরঙ্গের ভিতর বায়ু বিশুদ্ধ বোধ হইল। Simflon Tunnel এই সুরঙ্গ অপেক্ষাও তিন মাইল অধিক দীর্ঘ। পথে উইলিয়ম টেলের গ্রাম এল্টডর্ফ Altdorf) দেখিলাম।

লুগানোতে মাত্র এক রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। তথায় কিছু দেখি নাই। লুগানোও একটি হ্রদের ধারে অবস্থিত. এই হ্রদের নাম Lago di Lugano বা লুগানোর হ্রদ। লুগানো যদিও সুইট্জারল্যাণ্ড দেশে, এই হ্রদটি ইটালির অন্তর্বর্ত্তী। হ্রদটি যে সুইস্ নহে তাহা জলের বর্ণে প্রমাণ। জল আমাদের দেশের জলের ন্যায়,—সবুজ নহে। এই হ্রদের উপর ষ্টীমারে ইটালি দেশস্থ Customs Examination হইল। এই আমার সপ্তম Customs, পরীক্ষা। কোনও বারে কিছু লাগে নাই; কিন্তু এবার ছাড়িল না। সঙ্গে হল্যাণ্ডে ক্রীত ত্রিশটি চুরুট ছিল, তাহার জন্য ৭ ফ্রাঙ্ক ১০ কসান্তিম (৪।৯/০) আদায় করিল! এত করিয়া বলিলাম যে, চুরুটের দাম অত নহে, না হয় চুরুট জলে ফেলিয়া দিতেছি; কিছুতেই কিছু হইল না, টাকা গণিয়া

দিতে হইল। তখন নিছাক বাঙ্গালা ভাষায় গালাগালি দিয়া মনের ঝাল ঝাড়িলাম, লোকটি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যখন এই ব্যাপারে Customs Office এর সহিত কলহ করিতেছিলাম, তখন একজন সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক দোভাষীর কার্য্য করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে গোলমাল চুকিলে তাঁহার সহিত আলাপ হইল, তিনি ইংরাজ ও ডাক্তার; ইটালিতে নিকবর্ত্তী এক স্থানে বসবাস করেন। লোকটি অতিশয় ভদ্র, নাম এলিয়ট; বলিলেন, তাঁহার মাতামহ মাদ্রাজে জজ ছিলেন।

এই হ্রদের চতুঃপার্শ্বও পাহাড়-মণ্ডিত, তবে বরফ নাই। অনেক সুন্দর সুন্দর গৃহ পাহাড়ের গাত্রে দেখা যায়।

ষ্টীমবোটে পরলেসা (Porlezza) পর্য্যন্ত যাইলাম। তথা হইতে মেনাজিয়ো (Menaggio) পর্য্যন্ত ছোট রেল,—ষ্টীম ট্রামওয়ে বলিলেও চলে। এই মেনাজিয়োতে ডাক্তার এলিয়ট বাস করেন। কিন্তু তিনি ট্রেণ পৌঁছিলে বাটী না যাইয়া অগ্রে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আমার গন্তব্য ষ্টীমবোটে তুলিয়া দিলেন, তাহার পর আমার জিনিষ পত্র উঠিলে করমর্দ্দন করিয়া টুপি তুলিয়া বিদায় লইলেন।

এই মেনাজিয়ো Lago di Como বা কমো হ্রদের ধারে অবস্থিত। এই স্থান হইতে ষ্টীমারে কমো যাইলাম।

ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে কমো রেলওয়ে ষ্টেশন প্রায় ১ মাইল; ভাষা জানি না, গাড়ি ভাড়া করা বড় মুস্কিল, যাহা হউক অনেক কষ্টে ১৷৷০ ফ্রাঙ্ক দিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, ট্রেণ আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওয়েটিং রুমে থাকিতে হইবে, প্ল্যাটফর্ম্মে যাইবার নিয়ম নাই। কি করি, বসিবারও স্থান নাই, দাঁড়াইয়া সময় কাটাইতে হইল।

ট্রেণের ঘণ্টা পড়িলে ভিতরে যাইতে দিল। শুনিলাম, প্ল্যাট-ফর্ম্মের পার্শ্বস্থ লাইনে গাড়ি আসিবে না, নামিয়া দুই লাইনের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; পরে ট্রেণ আসিলে তাহাতে চড়িয়া সন্ধ্যা ৫ টায় মিলানো (Milan)পৌঁছিলাম।

মিলান।



মিলান বাণিজ্যপ্রধান প্রকাণ্ড সহর। সহরের বাহিরে কিছু কিছু খোলা জায়গা আছে বটে, কিন্তু সহরের ভিতর অত্যন্ত ঘন বসতি ও দোকানপাট। রাস্তা প্রায়ই খুব সরু, আমাদের দেশের পশ্চিমোত্তর প্রদেশের সহরের রাস্তার ন্যায়। বিশেষতঃ Corso Vittorio Emanuele (কর্সো ভিটোরিও এমান্নুয়েল) নামক যে রাস্তার এক মুখে প্রসিদ্ধ মিলান কেথিড্রাল এবং যাহার দুই ধারে মিলানের প্রধান প্রধান বিপণিশ্রেণী তাহা একেবারেই সরু রাস্তা। এই পথের ধারেই একটি হোটেলে আমি ছিলাম। সন্ধ্যার পর এই পথের শোভা অতি সুন্দর ; অসংখ্য বিদ্যুতালোকে সজ্জিত বিপণিশ্রেণী এবং ক্রেতা ও দর্শকের সমাবেশে পথটি অত্যন্ত জাঁকালো দেখায়।

মিলানের বড় ষ্টেশনে রেল পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেকগুলি কারখানা নয়নগোচর হয় এবং ষ্টেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাম পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড বিদ্যালয় (Elementary and Technical School) দেখা যায়।

ষ্টেশনের বাহিরেই একটি প্রকাণ্ড উদ্যান (Public Gardens)। ইহা ষ্টেশন ও চতুঃপার্শ্বস্থ রাস্তা হইতে কিছু উচ্চ। এই বাগানের মধ্যে অনেক মেলা প্রভৃতি বসে এবং অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় মিলান-বাসীরা এই স্থানে আসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন সহরে নূতন পার্ক (Nuovo Parco) নামক একটি প্রকাণ্ড উদ্যান আছে, আমি তথায় যাই নাই।

মিলানে দেখিবার জিনিষ অনেক, কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। কিন্তু সকলের অপেক্ষা মিলান যে জন্য প্রসিদ্ধ সেই কেথিড্রালের কথা সর্ব্বাগ্রে বলা উচিত।

মিলান কেথিড্রাল বা ডুওমো (Duomo) মর্ম্মরে রচিত এক প্রকাণ্ড মন্দির। যদিও ইহাতে তাজের সরল সৌন্দর্য্যের অভাব তথাপি ইহার সামঞ্জস্য অতি বিস্ময়কর। পৃথিবীতে এক রোমের সেণ্ট পিটার্স ব্যতীত এত বড় ভজনালয় আর নাই; কিন্তু ইহা এমনই চমৎকার ভাবে গঠিত যে, ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথম মনেই হয় না যে, বিশেষ একটা বড় হলে ঢুকিয়াছি। ভিতরে ঘুরিলে তবে বুঝা যায়, কত বড় ব্যাপার। দেড় শত গজ লম্বা ও এক শত গজ চওড়া একটি প্রকাণ্ড মার্ব্বলের হল। ভিতরে, বাহিরে ও ছাতের উপর অসংখ্য মর্ম্মরগঠিত প্রতিমূর্ত্তি, ছাতের উপর শত শত turrets—প্রত্যেকটির গঠনকৌশল অতি চমৎকার। যে স্থানেই দাঁড়াও চারি দিকেই সমান বোধ হয়, সমস্তই অতি সামঞ্জস্যসহকারে গঠিত। প্রত্যেক জানালার প্রত্যেক খিলানে, প্রত্যেক স্তম্ভে মর্ম্মরে ক্ষোদিত অতি সুন্দর কারুকার্য্য দেখা যায়। ছাতের উপর হইতে অনেক দুর পর্য্যন্ত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

এই মন্দিরে মনে যে সৌন্দর্য্যের ভাব সঞ্চারিত হয় তাহা অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। ইহাকে "মর্ম্মরে গঠিত প্রেমস্বপ্ন" বলা যায় না; কিন্তু মর্ম্মরে গঠিত পরিরাজ্য নাম বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

এই কেথিড্রাল ব্যতীত মিলানে দ্রষ্টব্য স্থান অনেকগুলি, তাহার মধ্যে (১) ব্রেরা (২) অনেকগুলি অতি প্রাচীন গির্জ্জা (৩) যিশুর Last Supper নামক চিত্র (৪) পিয়াসা স্কালা (Piazza della Scala) এবং (৫) গোরস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আদেশে প্রস্তুত Arena বা ঘোড় দৌড়ের

স্থান ও Arch of Triumph বা মর্ম্মরমূর্ত্তিপরিশোভিত প্রকাণ্ড মর্ম্মরখিলানও দেখিবার জিনিষ। মিলান হইতে আল্পসের উপর পর্য্যন্ত Simplon রোড নামক রাস্তা শেষ করিয়া নেপোলিয়ন এই খিলান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

(১) ব্রেরা (Brera) একটি প্রাসাদ। এই প্রাসাদে পুস্তকাগার, মানমন্দির ও চিত্রশালা আছে। পুস্তকাগার ও মানমন্দির আমি দেখি নাই। চিত্রশালা অতি প্রকাণ্ড। ইটালির বিখ্যাত সকল চিত্রকরের চিত্রই চিত্রশালায় আছে। তন্মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—র‍্যাফেলের অঙ্কিত মেরি মাতার বিবাহ, গিডো রেণির অঙ্কিত পিটার ও পল এবং এলবানোর অঙ্কিত প্রেমের নৃত্য (Dance of the Cupids)। টিসিয়ান, মুরিলো প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ চিত্রকরের চিত্র এই স্থানে দেখা যায়। এই চিত্রশালার চিত্রের এক বিশেষত্ব দেখিলাম যে, অধিকাংশ চিত্রই মাতৃমূর্ত্তি, Madonnaর ছবির কিছু ছড়াছড়ি।

ব্রেবার উঠানে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত এক রোমান মূর্ত্তি আছে। রোমান মূর্ত্তি অর্থে রোমক সম্রাটদিগের ন্যায় বেশপরিহিত মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ক্যানোভার (Canova) রচিত।

(২) প্রথমেই বলা উচিত যে, ইটালিতে ভজনালয়ের অত্যন্ত আধিক্য; এক এক সহরে এত গির্জ্জা আছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মিলানের পুরাতন গির্জ্জার মধ্যে দুইটি বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য, একটির নাম ইউষ্টর্জিও (Sant Eustorgio) ইহা নাকি ৩২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত এবং দ্বিতীয়টি এম্‌ব্রোজিও (Ambrogio or St. Ambrose) ইহাও খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রস্তুত এবং অগষ্টাইন এই স্থানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। চকমিলান বাড়ী, একটি বারাণ্ডায় বহু পুরাতন সমাধি, দেওয়ালের উপরিস্থিত কারুকার্য্য প্রভৃতির চিহ্ন

রাখিয়া দিয়াছে। আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভজনালয় Santa Maria Delle Grazie যথায়

(৩) Leonardo da Vinciর Last Supper চিত্র অবস্থিত। একটি ছোট রকম হল; তাহার এক পার্শ্বের একটি দেওয়াল সম্পূর্ণ জুড়িয়া এই প্রসিদ্ধ চিত্র। কাগজে নহে, কাপড়ে নহে, দেওয়ালের গাত্রে এই চিত্র অঙ্কিত। মধ্যে যিশু, দুই পার্শ্বে তাঁহার শিষ্যরা আহারে বসিয়াছেন। যিশু বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুহস্তে নিক্ষিপ্ত করিবে" ঠিক সেই সময়ের ভাব অঙ্কিত। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যের মনোভাব ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও যুডাসের মুখভঙ্গী অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে এই চিত্র অঙ্কিত। দেওয়ালে ঠাণ্ডা লাগিয়া চিত্র অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, একজন ইহার সংস্কার করিয়াছেন। চিত্রখানি অতি সুন্দর। এই ছবির আদর্শে অঙ্কিত অনেক চিত্র ইটালির চিত্রশালায় দেখা যায়; এমন কি মিলানেই আর দুইখানি আছে।

(৪) কেথিড্রালের সম্মুখেই ইটালির রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রকাণ্ড অশ্বারোহী মূর্ত্তি। তাহার পর গ্যালারি ভিটোরিও ইমানুয়েল নামক অতি সুন্দর বাজার। কলিকাতায় আজকাল হোয়াইট্যায়ের যেরূপ দোকান হইয়াছে অনেকটা ঐরূপ প্রকাণ্ড কাচমণ্ডিত বাড়ী। মধ্যে প্রকাণ্ড উঠান, চতুঃপার্শ্বে দোকান, সবটাই কাচে মণ্ডিত। এই স্থানের নাম পিয়াসা স্কালা এবং এই স্থানে লেনার্ডো ডা ভিঞ্চির এক মূর্ত্তি স্থাপিত।

(৫) গোরস্থান খুব বৃহৎ একটি মাঠ, চতুর্দ্দিকে বৃত্তিবেষ্টিত; তাহাতে মিলানবাসী যত বড় বড় পরিবারের সমাধিস্থান। প্রত্যেক গোরের উপর অতি সুন্দর মর্ম্মর-মূর্ত্তি। কতর রকমের মূর্ত্তি ও কত রূপক যে এই স্থানে রক্ষিত তাহা আর কি বলিব। মর্ম্মর ভিন্ন ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিও

কতকগুলি আছে। আবার শব দাহের ব্যবস্থাও আছে। প্রায় দেড়শত বিঘা ব্যাপী এই গোরস্থান বাস্তবিকই অতি গম্ভীরভাবব্যঞ্জক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিলান খুব বড় সহর। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। ইহা একটি খুব প্রাচীন নগরও বটে। রোমক সাম্রাজ্যের সময়ও মিলান খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এক স্থানে ১৬টি বৃহৎ কোরিন্থিয়ান স্তম্ভ দণ্ডায়মান, সেই স্থানে প্রাচীন মিলানের ফটক ছিল। ফটক আরও দুই তিনটি দেখা যায়।

মিলানের চতুঃপার্শ্বে সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় আছে, ইহা খাল কি পুরাতন গড়খাই তাহা বলিতে পারি না। ইহার জল অত্যন্ত দুর্গন্ধ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ মিলানে অনেক; প্রায়ই অভিজাত বংশীয়দিগের আবাসস্থান, এখনও কোন কোনটি ব্যক্তি বিশেষের বাসগৃহ, কোনটি বা সরকারী আফিস। এইরূপ একটি প্রাসাদের চত্বরে তৃতীয় নেপালিয়নের ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত।

রোম।

রাত্রি নয়টায় মিলান ছাড়িয়া তাহার পরদিন প্রাতঃকালে রোমে (ইতালীয় ভাষায় রোমা) পৌঁছিতে হয়। মিলানের রেলওয়ে ষ্টেশনটি অতি বৃহৎ; টিকিট প্রভৃতির আফিস হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে যাইতে ভূগর্ভস্থ রাস্তা দিয়া যাইতে হয়।

গাড়িতে উঠিয়া দেখিলাম, বেশ ভিড়। শুইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ১৭৲ টাকা খরচ করিয়া একরাত্রি নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হইল না, (মিলান হইতে রোম পর্য্যন্ত Sleeping Carএর ভাড়া ১৭৲ টাকা) কাযেই বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। মধ্য-রাত্রিতে বলইন (Bologna) নামক স্থানে আর একজন যাত্রী ব্যতীত সকলে নামিয়া গেলেন, তখন বেশ ঘুমান গেল।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ, সূর্য্য হাসিতেছে। য়ুরোপে আসিয়া আর এ দৃশ্য দেখি নাই। ষ্টেশনে ছোট ছোট মেয়েরা সুর করিয়া জর্ণালি (Giornali বা খবরের কাগজ) বেচিতেছে, সে সুরও যেন আমাদের দেশের মেয়েদের গলার সুর। অভিন্ন পথের ধারে দেখি, গরুতে লাঙ্গল টানিতেছে। য়ুরোপে আর কোথায় এ দৃশ্য নাই।

রোমে পৌঁছিবার প্রায় বিশ মাইল পূর্ব্বে একটা ছোট খালের মত দেখিলাম; রেলের পাশ দিয়া যাইতেছে, লোক গরু ভেড়া লইয়া হাঁটিয়া পার হইতেছে। শুনিলাম, ইনিই টাইবার; সেই Father Tiber to whom the Romans pray.

দশ মাইল দূর হইতে সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জার গম্বুজ নয়নগোচর হয়। মনে পড়ে,আগ্রার তাজমহল প্রায় ১০।১২ মাইল দুর হইতে প্রথম দেখা যায়। ট্রেণ রোম সহর প্রায় পরিক্রমণ করিয়া সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে আসিল। পৌঁছিবার কথা বেলা নয়টায়, পৌঁছিল প্রায় সাড়ে দশটায়। ব্রেকে মালের খোঁজ করিতে যাইয়া শুনিলাম,মাল তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, আরও ২।৩ ঘণ্টা পরে পুনরায় গাড়ি আসিবে, তাহাতে মাল আসিবে।

হোটেলে যাইয়া শুনিলাম কুক কোম্পানির প্রেরিত "সেথোঠাকুর" গাড়ি লইয়া বসিয়া ছিলেন; দশটার পর কেহ খবর দিয়াছে যে, ট্রেণ পৌঁছিয়াছে, তাহাই শুনিয়া আমি আসিলাম না মনে করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

প্রদর্শককে আসিতে টেলিফোঁ করিয়া স্নান করিয়া লইলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন, আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এ বেলা আর পাওয়া যাইবে না। কাযেই সাধারণ ভাড়াটিয়া গাড়ির শরণাপন্ন হইতে হইল।

প্রথমেই প্যান্থিয়ন (Panthcon) দেখিতে গেলাম। পথে বাহির হইলেই রোম দর্শককে মুগ্ধ করে। অসমতল, সরু সরু পুরাতন পাতরবাঁধান রাস্তা; রাস্তার দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ, মাঝে মাঝে বাগান পথের মধ্যে দুই চার শত ফুট অন্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারা ব্রোঞ্জ বা মার্ব্বলনির্ম্মিত—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্পীর মূর্ত্তিগুচ্ছসম্বলিত,—কোথাও বা Triton blowing his horr, কোনও বা Horsetamer এর মূর্ত্তিগুচ্ছ। সর্ব্বোপরি রোমের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মৃতি। এই সমস্ত মিলিয়া বাস্তবিকই পর্য্যটকের মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে।

প্যান্থিয়ন একটি বৃত্তাকার হল। মার্ব্বলের দেওয়াল—বাইশ ফুট চওড়া, গম্বুজ তাম্রমণ্ডিত; গম্বুজের ঠিক মধ্যস্থলে ত্রিশ ফুট একটি

ছিদ্র। এই ছিদ্রপথে ও একমাত্র দ্বারপথে গৃহে আলোক প্রবেশ করে। দ্বার ব্রোঞ্জনির্ম্মিত। গম্বুজ সুগোল উহার উচ্চতা ও পরিধি উভয়ই সমান ; প্রায় ১৫০ শত ফুট। এই প্যান্থিয়নের স্তম্ভগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য ক্ষোদিত। প্যান্থিয়নে রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ও রাজা হাম্বার্টের সমাধি বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন ভুবনবিখ্যাত চিত্রশিল্পী র‍্যাফেল এই স্থানে মহানিদ্রায় নিদ্রিত।

প্যান্থিয়ন হইতে স্যান জোভানি লেটারাণোর গির্জ্জা (San Giovanni in Laterano) দেখিতে গেলাম। বলা বাহুল্য, রোমে সহস্র সহস্র গির্জ্জা আছে, প্রত্যেকটিই সুন্দর এবং প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু চিত্রশিল্প বা মর্ম্মরশিল্পের প্রকৃষ্ট আদর্শ বিদ্যমান। কিন্তু পর্য্যটকের পক্ষে সে সমস্ত দেখা সম্ভব নহে ; আমি যে কয়টি দেখিয়াছিলাম সব কয়টির কথা আমার বিশেষ মনে নাই। যতদূর স্মরণ হয় লিখিতেছি। রোমের সমস্ত ভজনালয় দেখিতে বোধ হয় বর্ষাধিককাল অতিবাহিত হয়।

এই লেটারাণো গির্জ্জার বিশেষত্ব, ইহাতে বরোমিনি (Borromine) কৃত খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন ইহাতে একটি বেদী আছে, তাহার মধ্যে নাকি সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট পলের মস্তক নিহিত।

এই স্থান হইতে "পবিত্র সিঁড়ি" দেখিতে গেলাম। ইহা পন্টিয়াস পাইলেটের বাড়ীর সিঁড়ি ;—যে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যিশু ক্রুশস্থানে গিয়াছিলেন, সেই ২১টা ধাপসম্বলিত সিঁড়ি নাকি এই। ভক্ত ক্যাথলিকরা হাঁটিয়া এই সিঁড়িতে উঠেন না, হাঁটু গাড়িয়া উঠেন। সিঁড়ির নিম্নে পোপের এক হুকুমনামা রহিয়াছে, হাঁটু গাড়িয়া এই সিঁড়িতে উঠিলে কয় পুরুষ মুক্ত হইবে তাহারই আদেশপত্র।

রোমের কোলিসিয়মের নাম সকলেই শ্রুত আছেন। রোম

সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিসময়ে এই স্থানে বহুপ্রকার মল্লযুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি হইত এবং সম্রাট ও স্ত্রীপুরুষ সকলে তাহা দেখিতেন। কোলিসিয়মে মৃতপ্রায় গ্লাডিয়েটরের দর্শকের অঙ্গুষ্ঠের প্রতি ক্ষীণ দৃষ্টি অনেক কবিতার ও চিত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে। রমণীরা অঙ্গুষ্ঠ নিম্নমুখী করিলে পরাজিত ব্যক্তি হত হইত। সেই কোলিসিয়মের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। তিন দিকে ৫।৭ তল উচ্চ গ্যালারির মত (Tiers of galleries) মধ্যে মধ্যে পথ এবং এক দিকে হিংস্র জন্তু ও দাসদিগের থাকিবার অন্ধকার কক্ষগুলি। এই প্রকাণ্ড স্থানে এক সঙ্গে ৪০।৫০ হাজার দর্শকের স্থান হইত। সম্রাটের বসিবার স্থানের নিকটে কতকগুলি গর্ত্ত দেখা যায়—তাহাতে খুঁটি লাগাইয়া চন্দ্রাতপ খাটান হইত, পাছে রাজার রৌদ্র লাগে। এই কেলিসিয়মের বসিবার আসন দেখিয়া লণ্ডনের Albert Hall এর বসিবার ব্যবস্থা মনে পড়ে এবং হিংস্র জন্তুগুলির জন্য নির্ম্মিত বিবরাদি দেখিয়া আগ্রার দুর্গের একাংশ স্মৃতিপটে উদিত হয়।

কোলিসিয়ম পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া দেখি, এক স্থানে কতকগুলি বালক খেলা করিতেছে। একটু দাঁড়াইয়া দেখিলাম, আমাদের দেশের সেই সনাতন ডাণ্ডাগুলি খেলা ; দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম। কোলিসিয়মের নিকটেই Roman Forum বা প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ। এখনও ইহার খনন কার্য্য চলিতেছে ও নিত্য নূতন স্থান আবিষ্কৃত ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের দ্বারা ইতিহাসখ্যাত স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যে স্থানে ব্রুটাসের বক্তৃতা হইয়াছিল, যে স্থানে মার্ক এণ্টনি রোমকদিগের প্রতিহিংসানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, যে স্থানে জুলিয়াস সিজারের শবদাহ হইয়াছিল, যে সব রাস্তা বাহিয়া রোমক সেনানীগণের বিজয় অভিযান (Triumphs) আসিত সেই সকল স্থান দেখিতে দেখিতে মনে কতরূপ ভাবের উদয় হয়!



রোমান ফোরাম

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস।

এই স্থান হইতে সেণ্ট পিটার্স দেখিতে গেলাম। সকলেই জানেন, ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভজনালয়। মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড চাতালের মত। এই চাতাল শত শত স্তম্ভে সজ্জিত এবং সেই স্তম্ভগুলির উপর ছাত দিয়া রাস্তার মত করিয়াছে। সেই রাস্তায় দুইখানা গাড়ি পাশাপাশি যাইতে পারে। উপরে প্রায় ১৫০ সেণ্টদিগের প্রতিমূর্ত্তি। এই চাতালের মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড Obelisk স্থাপিত ও দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড ফোয়ারা। এই চাতালের পার্শ্বে পোপের রাজ্য ভেটিকানের (Vatican) প্রবেশদ্বার।

এই চাতাল পার হইয়া কতকগুলি সিঁড়ি উঠিয়া ভজনালয়ের বারাণ্ডা পাওয়া যায়। মন্দিরের পাঁচটি দ্বার, সর্ব্বমধ্যস্থিত দ্বার বন্ধ থাকে, মাত্র পঁচিশ বৎসর অন্তর একবার খুলা হয়। বারাণ্ডার দুই পার্শ্বে দুইটি মূর্ত্তি, একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সার্লেমেনের ও অন্যটি কন্‌স্‌ট্যাণ্টাইন দি গ্রেটের।

এই গির্জ্জা যে কত বড় তাহা প্রথম ঢুকিয়া বোধগম্য হয় না। আমার সেথো তাহা বুঝিতে পারিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আমাকে সর্ব্বনিকটস্থ স্তম্ভ ও তদুপরিস্থ বালমূর্ত্তি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ মূর্ত্তিগুলি কত বড় বোধ হয়?” আমি আন্দাজ করিয়া বলিলাম, “বোধ হয় তিন ফুট হইবে।” তখন তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, নিকটে যাইয়া দেখুন।” আমি যতই অগ্রসর হই মনে হয় যেন স্তম্ভ পিছাইতেছে ও মূর্ত্তিগুলি বড় হইতেছে! ক্রমে নিকটে যাইয়া দেখিলাম, মূর্ত্তিগুলি ছয় ফুট অপেক্ষাও অধিক উচ্চ। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এই মন্দিরে যে কত সুন্দর সুন্দর চিত্র, কত সুন্দর মর্ম্মর-মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহা আর কি বলিব। ছাতে অনেক চিত্র ও যিশুশিষ্য-দিগের মূর্ত্তি লিখিত আছে। গম্বুজটি অতি প্রকাণ্ড। চারিটি স্তম্ভের উপর এই গম্বুজ নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভের পরিধি ২৫০ শত ফুট।

এই গম্বুজের মধ্যে অনেক Mosaics আছে; ঠিক মধ্যস্থলে God the Father অঙ্কিত। গম্বুজের গাত্রে লাটিন ভাষায় একটা লিপি আছে; শুনিলাম, প্রত্যেক অক্ষর ৬।৹ ফুট উচ্চ। নিম্ন হইতে দেখিলে সাধারণ ছাপার অক্ষর অপেক্ষা বিশেষ বড় মনে হয় না। ইহাতেই উপলব্ধি হইবে, গম্বুজ কত উচ্চ।

মন্দিরের মধ্যস্থ প্রতিমূর্ত্তিগুলির মধ্যে সেণ্ট পিটারের একটি উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে। ইহা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত উপাসকরা ইহার দক্ষিণ পদ চুম্বন করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিকই দক্ষিণ পদ কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মন্দিরে অনেক পোপের সমাধি ও স্মৃতিচিহ্ন আছে। ক্যানোভা, মিকেলেঞ্জেলো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মর্ম্মর-শিল্পীর রচনা অনেক মূর্ত্তিও দেখা যায়। এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য এবং অদ্ভুত সামঞ্জস্য-শোভা বহুক্ষণ না দেখিলে উপলব্ধ হয় না। It grows upon one; কিছুক্ষণ যাপন করিয়া এই স্থান হইতে চলিয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হয়।

সেণ্ট পিটার্সের পরেই সেণ্ট পালের গির্জ্জার কথা বলিতে হয়। আধুনিক সহরের বহির্ভাগে এক নির্জ্জন স্থানে এই মন্দির। ইহাতে বহুমূল্য অ্যালাব্যাষ্টার ও ম্যালাকাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত অনেকগুলি স্তম্ভ আছে। আর আছে, ইহার ছাতে সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক পোপের চিত্র ও প্রত্যেকের রাজত্বকাল লিখিত। অনেকে ৮।৯ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছেন। একজন দেখিলাম, মাত্র তিন দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর চেহারাটাও কিছু অদ্ভুত; মস্তকে প্রকাণ্ড টাক,—মুখে প্রকাণ্ড দাড়ি। এতদ্ভিন্ন এই গির্জ্জায় সেণ্ট পিটার, সেণ্ট পল ও পোপ গ্রেসরির বৃহৎ মূর্ত্তি সংরক্ষিত। আর দুইটি ছোট গির্জ্জা উল্লেখযোগ্য। যে স্থানে

যিশু সেণ্ট পিটারের সম্মুখে উপনীত হইয়া "কোথা যাও?" বলিয়া তাঁহার সন্দিগ্ধ চিত্তকে আশ্বস্ত করেন প্রথমটি সেই স্থানে এবং যে স্থান হইতে নির্গত হইয়া সেণ্ট অগষ্টিন ব্রিটেনে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যায়েন দ্বিতীয়টি সেই স্থানে। দ্বিতীয়টি অতি ক্ষুদ্র।

রোমের এক পার্শ্বে একটু উচ্চ স্থান আছে, সেই স্থানে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহা যুদ্ধ হয়। সেই স্থানে এখন গ্যারিবল্ডির এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত। এই পাহাড়ের উপর হইতে পুরাতন রোমের সপ্ত-গিরি বেশ দেখা যায় এবং রোমের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। সন্ধ্যা-কালে এই স্থান হইতে রোম দেখিতে বড় চমৎকার। এই পাহাড় হইতে নামিবার পথে দুই পার্শ্বে আধুনিক ইতালীয় ও রোমক ইতি-হাসে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের আবক্ষ মূর্ত্তি রক্ষিত।

বলা উচিত, গ্যারিবল্ডির মূর্ত্তি ও তাঁহার নামে রাস্তা নাই এরূপ কোনও সহর ইটালিতে নাই।

এই পাহাড়ের উপর হইতে Roman Campagna অর্থাৎ চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশ বেশ ভাল দেখা যায়।

পোপের প্রাসাদস্থ পুস্তকাগার এবং শিল্পাগার সম্বন্ধে অধিক লিখা বাহুল্য। এত মর্ম্মর-মূর্ত্তি আর কোথাও আছে কি না, জানি না; আমি ত দেখি নাই। পোপ এখন এই ভেটিকানে বন্দিভাবে বাস করেন। রাজত্ব অবসান হওয়া পর্য্যন্ত কোনও পোপ ভেটি-কানের বাহিরে আগমন করেন না।

কেপিটোল নামক পাহাড়ের উপর পুরাতন রোমক সেনেটের স্থান। অনেক মর্ম্মর-মূর্ত্তি ও পুরাতন কবরের আবরণ (Sarcoph-agi) দেখা যায়। এই যে সব মর্ম্মরশিল্প ইহাতে একটা বড় ভাবি-বার বিষয় আছে; দুই একটি ভিন্ন নগ্নমূর্ত্তি সবই পুরুষের। কেন? স্ত্রীজাতির রূপ মর্ম্মর-শিল্পীরা অঙ্কিত করেন নাই কেন? আমার ত

মনে হয়, তাঁহাদের বিবেচনায় সুগঠিত পুরুষ-মূর্ত্তিই অধিকতর রূপবান্; স্ত্রীলোকের রূপ কেবল সজ্জায় ও দর্শকের মনে।

রোমের ভিতর দেখিবার স্থান অসংখ্য। সে সকলের বর্ণনা করিবার সাধ্যও আমার নাই, স্থানও নাই। সব আমি দেখিও নাই। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান মাত্র নির্দ্দেশ করিব। জুলিয়াস সিজার যে স্থানে হত হয়েন সেই স্থানটি আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। পম্পের মূর্ত্তির নিম্নে সিজার হত হয়েন, সে মূর্ত্তিটি এখন অন্য স্থানে রক্ষিত। এতদ্ভিন্ন ট্রেজানের ফোরাম, ডাইওক্লিটিয়ানের ফোরাম, ক্যারাকালার স্নানাগার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই স্নানাগারে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ সকল লোকই আসিতেন। এই স্নানাগার কবি, যোদ্ধা, দার্শনিক প্রভৃতির সম্মিলনস্থান ছিল।

আধুনিক রোম নগরের বাহিরে Appian Way নামক পুরাতন সড়ক এখনও বিদ্যমান। তাহার দুই পার্শ্বে ক্রমাগত প্রচীন রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ; দেখিলেই দিল্লীর কথা মনে পড়ে। ইহার নিকটে অনেকগুলি Catacombs বা ভূগর্ভস্থ বাসস্থান আছে। রোমের সম্রাট-গণ যখন খৃষ্টবিদ্বেষী ছিলেন, তখন তাঁহাদের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খৃষ্টীয়ানরা এই সব ভূগর্ভস্থ স্থানে বাস করিতেন। আমি একটিতে নামিয়াছিলাম। একজন পাদরী পথিপ্রদর্শক ছিলেন। হাতে বাতি লইয়া নামিতে হয়; কারণ, সে স্থানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। ৬০ ফুট মাটীর নিম্নে মাইলের পর মাইল পাতরের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকের গ্যালারি চলিয়াছে,—অনেকটা দেওয়ালের গাত্রে তাকের মত। এই সব তাকে সেকালের খৃষ্টীয়ানদিগের জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই হইত। কোথাও গোর রহিয়াছে, কোথাও বা চ্যাপেল বা ভজনালয়। দুই একটি কবরে এখনও কঙ্কাল রহিয়াছে দেখা যায়। দুই একটা মামির (Mummy) ন্যায় দেখিলাম;

একটি স্ত্রীদেহের মস্তকে কৃষ্ণ কেশ দেখা গেল। আলোকের জন্য আমাদের পল্লীগ্রামে ব্যবহৃত মৃৎপ্রদীপের ন্যায় প্রদীপ ব্যবহৃত হইত। এক স্থানে কতকগুলি সংগৃহীত রহিয়াছে, দেখিলাম। স্থানে স্থানে কিছু কিছু কারুকার্য্যও আছে। অনেক স্থানে মৎস্য অঙ্কিত আছে, যিশুর সহিত ইহার কি একটা Symbolical সম্বন্ধ আছে প্রদর্শক পাদ্রি বলিয়া দিয়াছিলেন, ভুলিয়া গিয়াছি। এত নিম্নেও বাতাস বেশ শুষ্ক মনে হইল, আর্দ্রতা নাই। বরং দুই এক স্থানে যথায় নূতন মেরামত হইয়াছে ড্যাম্প (Damp) মনে হইল। এই-রূপ ভূগর্ভস্থ রাস্তা নাকি ৬০ মাইল আছে।

রোমের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে বসতি বড়ই কম, প্রায়ই খোলা মাঠ। শুনিলাম, ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ।

এই প্রাচীন সহরে আর একটি জিনিষ দেখিয়াছিলাম, যাহা য়ুরোপে আর কোথাও বোধ হয় নাই। আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার পার্শ্বেই রাজমাতা মার্গেরিটার প্রাসাদ। একদিন দ্বিপ্রহরে দেখি, রাণীর প্রাসাদে অন্নসত্র বসিয়াছে। ম্যাকারোণী রাঁধিয়া বিতরণ করা হইতেছে, যত দরিদ্র লোক টিন ভাঁড় প্রভৃতি পুরিয়া সেই অন্ন লইয়া কেহ নিকটে রাস্তার উপর বসিয়াই আহার করি-তেছে, কেহ বা গৃহে যাইতেছে।

এই ম্যাকারোণী ইতালীয়দিগের সাধারণ খাদ্য। ব্যাপারটা কি বোধ হয় অনেকেই জানেন। চাউল, গোধূম, যব প্রভৃতি শস্য চূর্ণ করিয়া তাহাই অল্প ভিজাইয়া সূতার ন্যায় পাকাইয়া রাখে (আমাদের দেশে যাহাকে চষি বলে) পরে তাহাই সিদ্ধ করিয়া পণিরের গুঁড়া প্রভৃতি সহযোগে পরম পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করে। খাইতে নাকি বড়ই ভাল। আমি ত কিছুতেই গলাধঃকরণ করিতে পারিতাম না।

ফ্লরেন্স।

প্রাতে ১০টায় রোম হইতে বহির্গত হইয়া বেলা ২॥ টার সময় ফ্লরেন্স পৌঁছিতে হয়। পথে রেলের দুই ধারে পাহাড় ও জঙ্গল, মাঝে মাঝে কর্ষিত প্রান্তর ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র। পাহাড়গুলি সবই লতা-পাদপমণ্ডিত, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের নিম্নগ অঙ্গে দ্রাক্ষাক্ষেত্র। ফ্লরেন্সের অনেক দূর হইতে আর্ণো নদী রেলের পাশে পাশে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চলিতেছে, দেখা যায়।

আমার সহিত গাড়িতে সহযাত্রী একজন জর্ম্মাণ চিকিৎসক ছিলেন। ভদ্রলোক প্রাচীন ও প্রবীণ। তাঁহার ইংরাজী ভাষাতে ব্যুৎপত্তিও যথেষ্ট। নানা সদালাপে সময় কাটিল।

ফ্লরেন্স অতি সমৃদ্ধিশালী ও অতি সুন্দর নগর। বাস্তবিক ফ্লরেন্সে একটি মাধুরী ও Holiday garbএর ভাব আছে যাহা আর কোনও স্থানে দেখি নাই। সহরটি বেশ বড়, কিন্তু এ সহরে যে লোক দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ করে বা অন্নের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে তাহা সহজে অনুভব করা যায় না।

ফ্লরেন্সে প্রাসাদ অনেক, বাস্তবিকই কলিকাতা অপেক্ষা ফ্লরেন্সই বোধ হয় City of Palaces নামের অধিক উপযুক্ত। বহু পুরা-কালীন প্রাসাদে বড় বড় কড়া লাগান আছে, তাহাতে সেকালে মশালধারীরা মশাল আটকাইয়া রাখিত। ফ্লরেন্স শিল্পকলাপ্রসিদ্ধ ইটালির মধ্যে শিল্পকলার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শিল্প বলিতে যাহা কিছু বুঝায় ফ্লরেন্সে সে সমস্তই খুব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

এই প্রাসাদগুলিও স্থাপত্য হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য সকলই ফ্লরেন্সে অত্যন্ত উন্নতিলাভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক হিসাবেও ফ্লরেন্সে সাভানোরোলা স্বদেশভক্তির যে সব উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে।

চিত্রসম্বন্ধে ফ্লরেন্সে Pitti ও Uffizzi প্রাসাদদ্বয়স্থিত গ্যালারি দুইটি জগদ্বিখ্যাত। য়ুরোপে আমি অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিয়াছি; প্যারিস, লণ্ডন, ব্রসেল্‌স্‌, এনভার্স, এমষ্টারডাম, কলোন, মিলান, রোম সর্ব্বত্রই গ্যালারি, প্রায় অনেক স্থানেই একাধিক গ্যালারি, অনেক চিত্র; কিন্তু এক ফ্লরেন্সে এই দুইটি গ্যালারিতে যত ভাল ভাল ছবি আছে অন্যত্র সর্ব্ব সংগ্রহের সমষ্টি তদপেক্ষা অধিক হইবে না। এই দুইটি গ্যালারি আর্ণো নদীর দুই ধারে স্থিত, নদীর উপর দিয়া সেতু বাঁধিয়া ইহাদিগকে যুক্ত করা হইয়াছে। এই সেতুর দুই পার্শ্বে দেওয়ালে ক্রমাগত ছবি। তদ্ভিন্ন গ্যালারি দুইটির কক্ষগুলি পাশাপাশি রাখিলে বোধ হয় প্রায় এক মাইল লম্বা হইবে। প্রত্যেক ঘরে অনেক ছবি, মধ্যে মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি। র‍্যাফেল, টিশিয়ান প্রভৃতি চিত্রকরের অধিকাংশ চিত্রই এই গ্যালারিদ্বয়ে রক্ষিত; আর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মেদিচি পরিবারের (Medicis) সংগৃহীত অনেক চিত্র ও প্রস্তর-মূর্ত্তি সংরক্ষিত।

একটি অষ্টকোণ কক্ষে এই দুই গ্যালারির সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি রক্ষিত। তন্মধ্যে Venus de Medici, Group of Wrestlers and Satyr নামক প্রস্তরমূর্ত্তি এবং র‍্যাফেলের Madonna with the Goldfinch, এবং Pope Julius II, টিশিয়ানের Venus of Urbino এবং Venus and Cupid এবং ডুরারের Adoration of the Magi নামক শিল্পকীর্ত্তির কথা সকলেই শ্রুত আছেন।

র‍্যাফেলের অঙ্কিত অনেক চিত্র এই দুইটি গ্যালারিতে দেখা যায়। কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে একক রক্ষিত। এই সব চিত্রের বর্ণ অতি আশ্চর্য্য রকম ফলান; দেখিলে কিছুতেই বুঝা যায় না যে, এই মাত্র অঙ্কিত নহে। এই সব বর্ণের উপাদান নাকি আজকাল কেহ জানেন না। শুনিতে পাইলাম, প্রসিদ্ধ মার্কিণ ধনকুবের পিয়ারপঁত মর্গান নাকি এই গ্যালারির একখানি চিত্রের জন্য তিন কোটী মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ইতালীয় গভর্ণমেণ্ট চিত্র বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। আজকাল আইন হইয়াছে যে, পুরাতন কোনও চিত্র ইটালি দেশ হইতে রপ্তানি করা যাইবে না।

এই সব চিত্র এত মনোহর যে, বোধ হয় যদি প্রতিদিন নিয়ত দেখা যায় তবুও বিরক্তি বোধ হয় না এবং নূতনত্ব যায় না।

ফ্লরেন্সের ইতালীয় নাম ফাইরেনসে (Firenze)

একটি প্রাসাদ (Palazzo Vecchio) আজকাল টাউনহল রূপে ব্যবহৃত। 'রমলা' পাঠকের নিকট এই প্রাসাদ সুপরিচিত। এই স্থানে ডিউক Cosimoর আবাসগৃহ ছিল এবং দ্বিতলের এক গৃহে সাভানো-রোলার বিচার হয়। প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি অতি বৃহৎ মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত এবং সম্মুখের সানবাঁধান উঠানে যে স্থানে সাভানোরোলাকে জীয়ন্তে দাহ করা হইয়াছিল সেই স্থানে একটি সুন্দর প্রস্রবণ স্থাপিত। প্রাসাদে সাভানোরোলার মর্ম্মর-মূর্ত্তি বিদ্যমান।

প্রাসাদ ভিন্ন স্থাপত্য বিদ্যার পরাকাষ্ঠা ফ্লরেন্সে অনেক ভজনালয়ে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইটালিতে গির্জ্জা অনেক। ফ্লরেন্সের গির্জ্জা যতগুলি আমি দেখিয়াছিলাম সবগুলিই অতি সুন্দর, মর্ম্মর-নির্ম্মিত এবং দুর্লভ কারুকার্য্যমণ্ডিত। দুইটি দেখিয়াছিলাম, অপরি-মিত অর্থ ব্যয় করিয়া বহুমূল্য মণিমুক্তাবিমণ্ডিত।

ফ্লরেন্সের কেথিড্রাল বা প্রধান ভজনালয়টি খুব বৃহৎ এবং ক্রুশে-

লেস্‌কি (Brunelleschi) নামক প্রসিদ্ধ স্থপতি-নির্ম্মিত গম্বুজবিশিষ্ট। অনেক ভাস্করের নির্ম্মিত মূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপিত। প্রকাণ্ড দরজা দুইটি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত। ইহার সম্মুখে ক্যাম্পেনাইল নামক প্রসিদ্ধ উচ্চ স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি কত উচ্চ তাহা এক কথায় বুঝাইতে হইলে বলা যায় যে, কুতবমিনার অপেক্ষা ইহা তিনগুণের অধিক উচ্চ। প্রস্তর-নির্ম্মিত এত উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে আর নাই। এক লৌহনির্ম্মিত ঈফেল টাওয়ার ইহার অপেক্ষা উচ্চ। অন্য পার্শ্বে ব্যাটিষ্টেরো নামক প্রসিদ্ধ অষ্টকোণ গৃহ। ইহার তিনজোড়া ব্রোঞ্জনির্ম্মিত দ্বার অতি সুন্দর Relief work বিভূষিত।

ইটালিতে ভিক্ষুক ও সচিত্র পোষ্টকার্ডবিক্রেতার অত্যন্ত উৎপাত। আমি যখন নিবিষ্টচিত্তে ব্যাটিষ্টেরোর দ্বার দেখিতেছিলাম তখন একজন সচিত্র পোষ্টকার্ডবিক্রেতা আসিয়া ক্রমাগত বিরক্ত করিতেছিল। [illegible] [illegible] রাগিয়া লাঠি ধরিলাম, সে চীৎকার করিয়া লোক জড় করিল। আমার সেথোর পরামর্শে আমরা সরিয়া পড়িলাম। নচেৎ বোধ হয় বিপদে পড়িতে হইত। কারণ, ইতালীয় ইতর লোক ছুরিকা ব্যবহার করিতে সিদ্ধহস্ত।

স্যানলরেঞ্জো নামক গির্জ্জায় প্রসিদ্ধ মেডিচি পরিবারের সমাধি-স্থান। একটি প্রকাণ্ড গোলাকার গৃহে তাঁহাদের শবাধার সংরক্ষিত, অনেকের প্রস্তর-মূর্ত্তি ও অনেক অতি সুন্দর মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে এই সমাধি-স্থল সুসজ্জিত। দেখিলে মনে অতি গম্ভীর ও পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

স্যান্টা ক্রোসে (Santa Croce) নামক আর একটি পুরাতন গির্জ্জা উল্লেখযোগ্য। বাহির হইতে দেখিতে বিশেষ ভাল নহে। ঢুকিয়া প্রথমে একটি দরদালানের মত দেখা যায়, তাহার ছাতে অনেক চিত্র; এখন প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। ভিতরে অনেক প্রসিদ্ধ ইতালীয়ের গোর

ও স্মৃতিস্তম্ভ বিরাজমান। মিকেলেঞ্জেলো, আল্‌ফিয়েরি, ম্যাকিয়াভেলি প্রভৃতি এই স্থানে মহানিদ্রায় শয়ান। তদ্ভিন্ন এই স্থানে দান্তে ও গ্যালেলিয়ো প্রভৃতির মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; এতদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা রসিনিরও সমাধি আছে; অনেক সুন্দর Frescoe ও মর্ম্মরের রূপক মূর্ত্তিগুচ্ছ আছে। বলা উচিত, ফ্লরেন্সের সকল প্রাসাদে ও গির্জ্জায় Msoaicsএর অত্যন্ত ছড়াছড়ি।

সাণ্টা মেরিয়া নোভেলা (Santa Maria Novella) নামক আর একটি গির্জ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার এক পার্শ্বে Old Cloisters দেখা যায়। ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা কিরূপ ভাবে বাস করিতেন এই স্থানে তাহা দেখা যায়। ছোট ছোট অন্ধকার ঘর, কোনও রূপ শিল্পকার্য্য নাই; অথচ পার্শ্বেই সুন্দর ভজনালয়, বহুমূল্য চিত্র মূর্ত্তি প্রভৃতির দ্বারা পরিশোভিত।

আর্ণো নদীর দুই ধারেই ফ্লরেন্স নগর অবস্থিত। নদীর উপর অনেকগুলি সেতু বিদ্যমান। পিটি প্রাসাদ হইতে উফিজি প্রাসাদ পর্য্যন্ত যে সেতুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা অবশ্য আবৃত এবং রাস্তা হইতে তাহাতে যাওয়া যায় না। তাহার পার্শ্বেই পণ্টিভিচিও (Ponte Vecchio) নামক সেতু। তাহার দুই পার্শ্বে অনেক সুন্দর সুন্দর মণিকারের দোকান।

সহরের উপকণ্ঠে অনেক সুন্দর সুন্দর উপবন-বাটীকা দেখা যায়। এই সব স্থানে বিভিন্ন দেশীয় অনেক লোক স্থায়িভাবে বাস করেন। আমি যখন যাই, 'ট্রুথ' পত্রিকার ল্যাবুসিয়ার একটি বাটীতে বাস করিতেছিলেন।

পিটি প্রাসাদের পার্শ্বে ববোলি উদ্যান (Boboli Gardens) অতি রম্য কানন। কিছু দূরে একটি উচ্চ ভূখণ্ডে Piazza le Michelangelo নামক একটি Square এর ন্যায় স্থান আছে। তথা হইতে

পরিদৃশ্যমান ফ্লরেন্স চতুঃপার্শ্বস্থ পাহাড় প্রভৃতির দৃশ্য অতি মনোহর।

ফ্লরেন্সে এখনও অতি সুন্দর Mosaic প্রস্তুত হয়। শ্বেত পাতরে নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড বসাইয়া চিত্র অঙ্কিত করে। আমি এইরূপ একটি কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। স্বত্বাধিকারী অতি যত্নসহকারে আমাকে সমস্ত দেখাইলেন। র‍্যাফেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকরের ছবি পাতরে ক্ষোদাই হইতেছে। একখানি চিত্র পরবৎসর রোমের প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিলাম, চারি জন লোক তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া ছবিটি ক্ষোদাই করিয়াছে। দাম আমাদের মুদ্রায় ৯০,০০০ টাকা। ছোট ছোট টি টেবল (Tea Table) অনেক রহিযাছে; সাধারণ মূল্য পাঁচ ছয় শত মুদ্রা। আগ্রায় যেরূপ ফল ফুল অঙ্কিত রেকাবি পাওয়া যায় সেইরূপ রেকাবির মূল্য ৭।৮ টাকা।

ফ্লরেন্সের গাড়োয়ানরা এক অদ্ভুত ছাতা ব্যবহার করে। ছাতাগুলি অতি বৃহৎ ও বাঁট অতি ছোট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপের ভাড়াগাড়ি সবই ফেটিন জাতীয়। এই ছাতার বাঁট কোচম্যানের পৃষ্ঠস্থিত রেলে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে। তখন ইহার দ্বারা গাড়ির আবরণ হইতে ঘোড়ার পৃষ্ঠের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে; কাযেই আমাদের দেশে ফিটনে যেরূপ আরোহীর সম্মুখভাগ অয়েলক্লথ দিয়া চাপা দিতে হয়, বৃষ্টির সময়ে যেরূপ কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

ফ্লরেন্সের সরকারী উদ্যানে একজন ভারতবর্ষীয় রাজপুত রাজার সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ আছে শুনিয়াছিলাম, আমি দেখি নাই।

ফ্লরেন্সের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবস্থল দান্তের বাসগৃহের কথা বলিয়া ফ্লরেন্সের বিবরণ শেষ করিব। ছোট একটি সাদা চুণা পাতরের (White limestone) সরু ত্রিতল গৃহ। বোধ হয় প্রত্যেক

তলে একটি কি জোর দুইটি কক্ষ। গলির মোড়ে বাড়ী। দরজায় ইতালীয় ভাষায় লিখিত রহিয়াছে, "এই বাড়ীতে স্বর্গীয় কবি, আলিঘেরির পুত্র জন্মগ্রহণ করেন" (Here was born the Divine Poet, the son of Alligheri).

ভেনিস।

ফ্লরেন্স হইতে বেলা ২টার সময় যখন যাত্রা করি তখন খুব বৃষ্টি হইতেছে। এই দিন গাড়িতে আমার অত্যন্ত দুর্গতি হইয়াছিল। এই ট্রেণ বরাবর রোম হইতে মিলান যায়, কেবল একখানা গাড়ি ভেনিস যায়, সেই গাড়িতে চড়িতে না পারিলে পথে ট্রেণ বদলাইতে হয়। এখন ইটালির গাড়ির অসুবিধা এই যে, একই গাড়ির দুইটি কামরা প্রথম শ্রেণী এবং অবশিষ্ট তিনটি কামরা দ্বিতীয় শ্রেণী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপে সবই Corridor carriages ; গাড়ির দুই দিক দিয়া উঠা যায়। ভিতরে গিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই, কেবল গদির বর্ণ বিভিন্ন ; তাহাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রকার। আমার ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট। গাড়ি যখন আসিল, ভেনিসের Through carriageএ গিয়া উঠিলাম। একটি কক্ষে একটি স্থান ছিল, সেই স্থানে বসিলাম ও জিনিষ পত্র তুলিতে বলিলাম। মুটিয়া কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। ট্রেণ ছাড়িলে যখন কণ্ডাক্‌টার বা গার্ড আসিয়া টিকিট দেখিল তখন বুঝিলাম, আমি প্রথম শ্রেণীর কক্ষে উঠিয়াছি। উঠিয়া যাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেখি, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীতে কক্ষগুলি পূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রীকে গাড়িতে স্থান দেয় না। কি করি ? বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। আরও বিপদ কোনও সহযাত্রী বা কণ্ডাক্‌টার কেহই ইংরাজীনবিস নহে।

কি বলে কিছুই বুঝি না। কিছুক্ষণ পরে গার্ড কি বলিল। আমি বুঝিলাম যে, সে আমাকে অন্য কামরায় যাইতে বলিতেছে এবং আরও বোধ হইল যে, যে গাড়িতে লইয়া গেল তাহাও ভেনিস যাইবে। আহ্লাদের সহিত সেই গাড়িতে গিয়া বসিলাম। ঘণ্টা দুই পরে একজন ইংরাজীভাষাবিৎ সেই গাড়িতে উঠিলেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে বুঝিলাম যে, গাড়ি ভেনিসগামী নহে। কি আর করি, গাড়ি বদলাইতেই হইবে। বলোইনা (Bologna) ষ্টেশনে যখন ট্রেণ পৌঁছিল তখন ভেনিসের ট্রেণ ছাড়িবার মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। শুনিলাম, তিনটা প্ল্যাটফর্ম্ম পার হইয়া ভেনিসের গাড়ি পাওয়া যাইবে। অনেক কষ্টে মুটিয়াকে বুঝাইলাম যে, লাইনের উপর দিয়াই যাইব। গিয়া দেখি, ট্রেণে সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষ পরিপূর্ণ। আর বৃথা না ভাবিয়া এক প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বেই গার্ড আসিয়া বকাবকি আরম্ভ করিল। ভাগ্যক্রমে গাড়িতে একজন ইংরাজীজানা লোক ছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া তবে নিশ্চিত হইলাম। তিন ঘণ্টার পথের অতিরিক্ত ভাড়া লাগিল ৩৸৵৹ আনা।

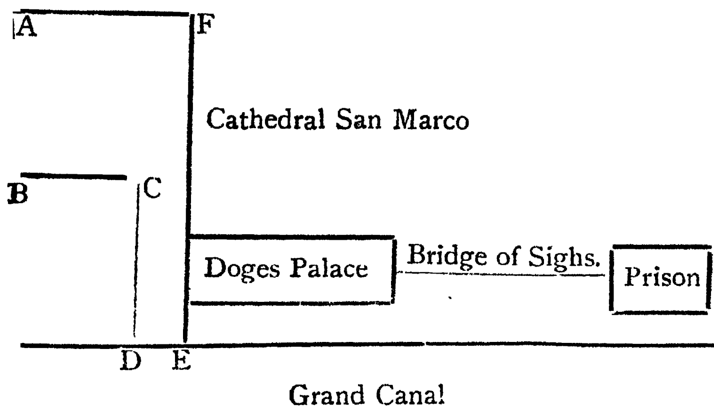
রাত্রি প্রায় দশটায় ভেনিস পৌঁছিলাম। গিয়া শুনিলাম যে, অত্যন্ত বর্ষায় সহরের প্রধান স্থান পিয়াসা সান মার্কো (Piazza San Marco) ভাসিয়া গিয়াছে। সে পর্য্যন্ত জলপথে যাওয়া যাইবে না। অর্দ্ধপথ হইতে হাঁটিতে হইবে। বৃষ্টি খুব চলিতেছে। কি করা যায়, সেই বৃষ্টিতে জলের মধ্যে প্রায় দশ মিনিট হাঁটিয়া হোটেলে গিয়া উঠিলাম। হোটেলটি Piazzaর উপরই অবস্থিত। রাত্রি ১১টার সময় দেখি, তখনও খুব জল। ম্যুনিসিপ্যালিটির লোক Piazzaয় বেঞ্চ পাতিয়া দিতেছে, পথিকরা তাহার উপর দিয়া এবং কেহ কেহ লোকের পৃষ্ঠে উঠিয়া যাতায়াত করিতেছেন। ভাবনা

হইল যে, আমার কপালে বুঝি ভেনিস দেখা ঘটে না। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, জল সমস্ত সরিয়া গিয়াছে ও সূর্য্যদেব হাসিতেছেন।

ভেনিস (ইতালীয় নাম ভিনিসিয়া Venezia) দেখিলে মনে হয় যে, বিংশ শতাব্দী এ স্থানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অধুনাতন যুগের প্রধান উপাদান, বিশেষতঃ য়ুরোপের—ব্যস্তভাব (hustle) এ স্থানে আদৌ নাই; থাকিবার উপায়ও নাই। এই স্থানে গাড়ি ঘোড়া একেবারে নাই। প্রধান রাস্তা কেনাল বা জল-প্রণালী এবং প্রধান যান গণ্ডোলা (Gondola) বা নাতিবৃহৎ জেলেডিঙ্গি—একজন মাত্র নাবিক একটি লগি দিয়া চালায়। স্থলপথে যে সব রাস্তা সে সব অত্যন্ত সরু; অধিকাংশ রাস্তায় তিনজন লোক পাশাপাশি চলা প্রায় অসম্ভব। খালগুলি প্রায়ই খুব সরু, অনেক স্থলে দুই খানা ডিঙ্গি পাশাপাশি যায় না। বাঁকের নিকটে মাঝিরা একরূপ অদ্ভুত চীৎকার করিয়া অপর দিকের মাঝিকে সাবধান করে, নচেৎ ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা। তবে ভেনিসের প্রধান গৌরব Grand Canal বেশ চওড়া। প্রায় ২॥০ মাইল লম্বা সর্পাকৃতি উল্টা Sএর ন্যায় চেহারা এই প্রণালীর উভয় পার্শ্বে অভিজাত-বংশীয়দিগের প্রাসাদ বিরাজমান। জল হইতে বাড়ীগুলি উঠিয়াছে, প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে খুঁটি পোতা। তাহাতে গণ্ডোলা আটকান। সকলেরই আপন আপন গণ্ডোলা আছে; বেশ বড় বড় নৌকা আছে এবং একাধিক নাবিকও আছে, তাহাদের বেশভূষা অতি অদ্ভুত রকমের।

এই কেনালগুলি কেবল রাস্তা নহে, সহরের ড্রেণও বটে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে কতক আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু তবুও এত পুতিগন্ধ যে লোক কি করিয়া নিরোগী হইয়া এ স্থানে বাস করে বুঝা যায় না। ভেনিসে এই জন্য মশাও যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহরের প্রধান স্থান পিয়াসা সান মার্কো। ইহা কতকটা ABCDEF ধরণের স্থান। AB প্রায় ৬০ গজ এবং EF



৯০ গজ। এই সমগ্র পিয়াসা মর্ম্মরে মণ্ডিত। এই স্থানে লক্ষ লক্ষ পারাবত থাকে; সমস্ত দিন লোক তাহাদের কড়াইভাজা প্রভৃতি খাইতে দেয়। খাবার দেখিলে তাহারা লোকের সমস্ত অঙ্গে আসিয়া উড়িয়া বসে, হাতের উপর টুপির উপর হইতে খাবার তুলিয়া লয়। সেই অবস্থায় ফটোগ্রাফ তোলান এখানকার ফ্যাসান। পিয়াসায় সমস্ত দিন ভিড়—বিশেষ রাত্রিতে। এত বেকার লোকও ভেনিসে আছে!

গ্রাণ্ড কেনালের ঠিক মধ্যস্থলে সেই রিয়াল্টো ব্রিজ (Rialto Bridge) একটি মাত্র খিলান। খিলানটি বেশ চওড়া, দুই ধারে বিপণি-শ্রেণী, মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা। পূর্ব্বে এই সেতু কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল, এখন মার্ব্বল পাথরে প্রস্তুত। সেক্সপীয়র পাঠকের নিকট এই সেতু চিরপরিচিত। এই সেতুর নিম্নেই পুরাকালের বণিকদিগের মিলন-স্থান ও তৎপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ সাইলকের গৃহ বলিয়া খ্যাত।

তাহার অল্প দূরেই মেছোহাটা, তথায় নানারূপ মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন ডেস্‌ডিমোনার গৃহ, অ্যান্টোনিওর গৃহ প্রভৃতি যাত্রীদের দেখান হয়। সবই অবশ্য Apocryphal,

পিয়াসার এক পার্শ্বে সানমার্কো কেথিড্রাল দ্রষ্টব্য। এই মন্দিরে মর্ম্মর-স্তম্ভের বাহুল্য; প্রায় ৫০০ স্তম্ভ আছে, সব গুলিই সুবর্ণ কারু-কার্য্যে মণ্ডিত। তদ্ভিন্ন এই কেথিড্রালের ছাত প্রায় ৭৪০০ ফুট কাচের Mosaicsএ মণ্ডিত। একটুও পাতরের কায নাই, সমস্ত কাচের কারুকার্য্য,। দেখিতে বড় চমৎকার।

কেথিড্রালের পার্শ্বে Doges Palace বা ভেনিসের পুরকালের অধিপতিদিগের আবাস। অতি প্রকাণ্ড প্রাসাদ। দ্বিতলভাগ অতি জমকালো। যে সব ঘরে সেকালে রাজসভা বসিত, তাহাদের ছাতেও অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত। যে কক্ষে সাধারণ বিচারগৃহ ছিল, পোর্শিয়া যথায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই কক্ষে দেওয়ালে দুইটি প্রকাণ্ড ঘড়ি আছে, প্রত্যেকটিতে একটি কাঁটা, একটিতে ঘণ্টা দেখায় অন্যটিতে মিনিট।

আর একটি বড় কক্ষে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈলচিত্র দেখা যায়। ৭২ ফুট লম্বা ও ২৫ ফুট চওড়া চিত্রে লিখিত বিষয় "স্বর্গ।" টিনটোরেটো-লিখিত এই চিত্রে ৭০০ মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই কক্ষে দুইটি গোলক আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয়গণের নিকট পৃথিবীর কতটুকু অংশ জ্ঞাত ছিল এই গোলক দুইটিতে তাহা বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন এই কক্ষে সমস্ত Doges বা ডিউকদিগের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, কেবল একটি স্থান শূন্য, সেই ডিউকের প্রাণদণ্ড হয়।

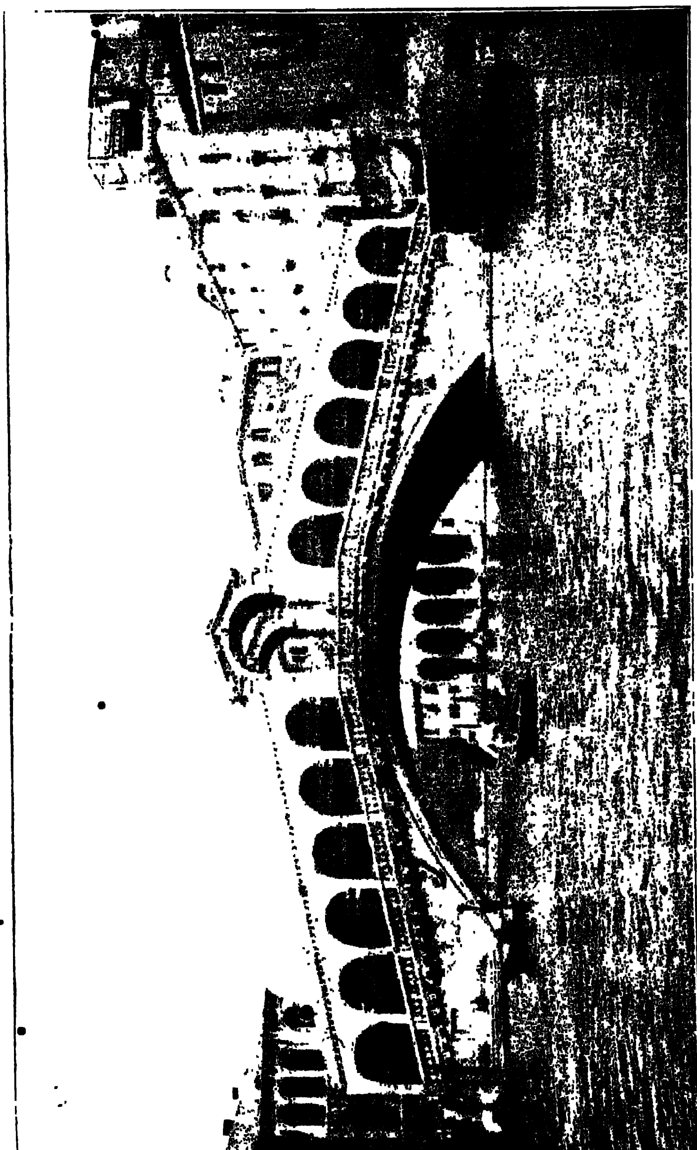
প্রাসাদের গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহও বেশ সুসজ্জিত, কেবল Council of Threeর যে ঘরটিতে অধিবেশন হইত তথায় চিত্রাদি নাই। Coun-

cil of Ten এবং Council of Three অতি নৃশংস বিচারাধিকরণ ছিল, তাহাদের হস্তে কখনও অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাইত না। প্রাসাদের নিম্নতলে একটি কুলুঙ্গির ন্যায় স্থান আছে। তাহাকে ব্যাঘ্রমুখ (Tiger's mouth) আখ্যা দিয়াছিল। কোনও ব্যক্তির নামে তথায় অপবাদপত্র দিয়া আসিলে সে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিহত হইত। কারাগার হইতে বিচারালয়ের পথ একটি সরু খালের উপর দ্বিতল সেতু। একতলে রাজকীয় অপরাধীর পথ, দ্বিতীয়ে সাধারণ অপরাধীর। এই সেতুর নাম Bridge of Sighs; কারণ,এই সেতুর পথে গিয়া কেহ কখনও মুক্তি পায় নাই। সেতু এখনও বিদ্যমান এবং প্রাসাদ হইতে কারাগারের সেই পথই সহজ, কিন্তু অপরাধীরা সে পথে নীত হয় না। Frari নামক একটি গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় ক্যানোভা, টিশিয়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইতালীয়দিগের গোর বা স্মৃতিস্তম্ভ আছে; প্রসিদ্ধ শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র ত আছেই। আর একটি গির্জ্জা দেখিয়াছিলাম Santa Maria della Salute সাণ্টামেরিয়া ডেলা সালুটে। ইহা প্লেগমুক্ত ভিনিসিয়দিগের ধন্যবাদচিহ্ন। এই গির্জ্জায়ও সুন্দর সুন্দর চিত্র ও Mosaics আছে। য়ুরোপে এই একটি মাত্র গোলাকৃতি গির্জ্জা দেখিয়াছিলাম। আর সবই ক্রুশাকারে নির্ম্মিত।

ভেনিসের সাধারণ উদ্যানটি অতি সুন্দর ও নানা মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে সজ্জিত। অবশ্য গ্যারিবল্ডির একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্যারিবল্ডির মূর্ত্তি নাই এরূপ সহর ইটালিতে নাই।

ভেনিস কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। ভূখণ্ড হইতে ভেনিস পর্য্যন্ত সরু যোজক নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দিয়া রেল চালাইয়াছে। প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা, দুই ধারে জল—কেবল রেলের লাইনটি মটীর উপর স্থাপিত।

ভেনিস হইতে রেলে অষ্ট্রীয়াদেশস্থ ট্রীয়েষ্ট নগরে (Trieste)



আসিলাম। এই বন্দর হইতে জাহাজে উঠিতে হইবে। হোটেলটি সমুদ্রের ধারে প্রকাণ্ড Strand এর পার্শ্বে অবস্থিত। স্থানটি অতি সুন্দর। বিশেষ কিছু দেখি নাই; কারণ, রাত্রিতে পৌঁছিয়া তৎপরদিন প্রাতেই জাহাজে উঠিতে হইল। জাহাজ দুইটার পরে ছাড়িবার কথা; কিন্তু সকালে সমুদ্রের জল বাড়িয়া রাস্তাঘাট প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিল, দশটার মধ্যে হোটেলের একতলে বেশ জল দাঁড়াইল। কাযেই জাহাজে পলাইতে হইল। এ জাহাজে অনেক যাত্রী, সবই প্রায় য়ুরোপীয়, কেবল মাত্র তিনজন পার্শি; আমিই একক বাঙ্গালী।

এই পথে আসিতে প্রথম দিনকয়েক প্রায়ই ডাঙ্গা দেখা যায়, কেফালোনিয়া, জ্যান্টি, গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পোর্ট সৈয়দে আসিলাম। পথের বর্ণনার আর প্রয়োজন নাই, যাত্রার সময়েই সে কথা বলিয়াছি। এবার এডেনে নামিয়াছিলাম। বন্দরের নিকট গোটাকতক দোকানঘর ও সৈন্যাবাস ও গোরস্থান এবং বন্দর হইতে মাইল কয়েক দূরে প্রাচীন জলাশয়। এডেনে বৃষ্টি হয় না; বৃক্ষাদি নাই, একটি বাড়ীতে একটা বটগাছ টবে করিয়া রাখিয়াছে; জলাশয়গুলি অতি প্রকাণ্ড, কিন্তু বিন্দুমাত্র জল নাই। লোক সমুদ্রের জল লইয়া Condense করিয়া তাহাই পানাদির জন্য ব্যবহার করে।

এডেন ছাড়িয়া আরব সমুদ্রে একটা তিমি মৎস্য দেখিয়াছিলাম। উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু দেখি না। যে দিন প্রভাতে হাবড়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম, আমার দুই কন্যা আর সকলের সঙ্গে ষ্টেশনে উপস্থিত। হ্যাট মস্তকে, টাইকলার পরিহিত এক অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া ছোটটি (বয়স ৫ বৎসর) বড়কে প্রশ্ন করিল "ও কে ভাই?"

সম্পূর্ণ।